শ্রীশ্রীজগদীশ্বর

শরণং

শ্রীবেচারাম চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত।

মুদিয়ালী মিত্র-যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

১৭৮৮ শক।

২৯ কার্ত্তিক।

মূল্য ।।০ আট আনা মাত্র

বিজ্ঞাপন।

আমি কোন বিদ্যালয় বিশেষের পবিত্র শিক্ষা-কার্য্য সম্পাদন উপলক্ষে প্রথম কর্ম্ম-ক্ষেত্রে প্রবেশ করত চারি বৎসর কাল সেই সাধু-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া সরল-হৃদয় বালক গণের মুখারবিন্দ হইতে বহুবিধ অপরা-বিদ্যা ঘটিত জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের প্রত্যুত্তর শ্রবণ করিয়া অপার আনন্দ লাভ করিতাম, কিন্তু সকল বিদ্যার সার, সকল জ্ঞানের শেষ পুরস্কার স্বরূপ পরা-বিদ্যা বিষয়ে তাঁহাদিগকে নিতান্ত অনভিজ্ঞ দেখিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইতাম।

যে বিশ্ব শিল্পী মহান্ পুরুষের কার্য্য কলাপ পর্য্যালোচনা দ্বারা বালক বৃন্দ জ্ঞান লাভ করিতেছে, যাঁর নদ নদী, পর্ব্বত সমুদ্র, ওষধি বনস্পতি—স্থাবর জঙ্গম সংক্রান্ত সুললিত প্রস্তাব-পুঞ্জ অধ্যয়ন দ্বারা তাহাদিগের হৃদ্পদ্ম বিকশিত হইতেছে, যাঁহার

সৌর-জগতের চন্দ্র তারা বিদ্যুৎ বিভাকর বিষয়ক বিবিধ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তাহারা বিস্মিত চমৎকৃত হইতেছে, কিন্তু সেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা পাতা, তাবৎ স্থাবর জঙ্গমের নিয়ন্তা ও বিধাতা, এবং শরীর মন, বল বুদ্ধি ও জ্ঞান ধর্ম্মের প্রেরয়িতা পরমেশ্বরের সহিত তাহারদিগের যে কি প্রকার সম্বন্ধ এবং মানব-জীবনের যে কি মহান্ লক্ষ্য—কি উন্নত অধিকার, তদ্বিষয়ে তাহারা কিছুই জ্ঞান লাভ করিতেছে না, ইহা দেখিয়া আমি অতিশয় ক্ষুণ্ণ ও ব্যাকুল হইতাম। সেই ব্যাকুলতা নিবন্ধন সেই সময় হইতেই ধর্ম্ম সংক্রান্ত কয়েকটী স্থূল স্থূল বিষয় বালকগণের পাঠোপযোগী করণার্থ প্রশ্নোত্তর ছলে লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতে আমার নিতান্ত ইচ্ছা হইত এবং তদনুসারে কয়েকটী বিষয় লিখিতেও প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। পরে বিবিধ কারণ নিবন্ধন

তাহা সুসম্পন্ন করিতে পারি নাই। অধুনা কয়েকটী অবশ্য পরিজ্ঞেয় ধর্ম্মতত্ত্ব প্রশ্নো-ত্তর ছলে লিখিত হইয়া এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানি প্রকাশিত হইল। ইহার দ্বারা যে সেই মহদভাব বিদূরিত হইবে, আমি কোন রূপেই সে প্রত্যাশা করি না। ইহা কেবল সেই দুর্নির্বার্য্য ব্যাকুলতার বশবর্ত্তী হইয়াই সংরচিত হইল। এতদ্দ্বারা কাহারো কোন রূপ উপকার ও উন্নতি হইবে কি না, তাহা বলিতে পারি না কিন্তু এই গ্রন্থ-প্রণয়ন দ্বারা আমার যে সেই বহুদিনের সাধু ইচ্ছাটী কথঞ্চিৎ পূর্ণ হইল, ইহাতে আমি প্রীতি-পূর্ণ-হৃদয়ে পরমেশ্বরকে ধন্য-বাদ দিয়াই কৃতার্থ হইতেছি। যদি কোন ধর্ম্ম-পরায়ণ সাধু চরিত উপদেষ্টার উপ-দেশ গুণে অথবা কোন শান্ত শমান্বিত-চিত্ত ধর্ম্ম জিজ্ঞাসু ব্যক্তির অনুরাগ বলে ইহার দ্বারা কাহারো কিছু মাত্র উপকার

হয়, কোন একটী আত্মারও যদি ধর্ম্ম-স্পৃহা পরিপোষিত হয়, তাহা হইলেই আমার সকল যত্ন ও পরিশ্রম স্বার্থক হইবে।

বেহালা ব্রাহ্ম-সমাজ
১৭৮৮ শক।
২৯ কার্ত্তিক।

শ্রীবেচারাম চট্টোপাধ্যায়

সূচিপত্র।

প্রশ্ন মঞ্জরী।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও লক্ষণ।

প্রশ্ন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব আমরা কেমন করিয়া জানিতে পারি?

উত্তর। জগতের অস্তিত্বই ঈশ্বরের অস্তিত্বের একমাত্র অভ্রান্ত প্রমাণ। জগতের নিয়মে জগতের কৌশলে সেই সত্য-কাম মঙ্গল-সঙ্কল্প মহান্ পুরুষের অপ্রতিহত জীবন্ত ইচ্ছা দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সমুদায় বিশ্ব-ব্যাপারই প্রতিনিয়ত সেই অনাদি অনন্তের অস্তিত্ব প্রচার করিতেছে।

প্র। বিশ্ব-কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া কি আমরা কেবল ঈশ্বরের অস্তিত্ব মাত্রই বুঝিতে পারি?

উ। শুদ্ধ অস্তিত্ব কেন ? জগতের অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা তাঁহার অনন্তজ্ঞান মঙ্গল-স্বরূপেরও সুন্দর পরিচয় পাইতেছি। সুতরাং জগতের অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানিতেছি, যে বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বর সত্য-স্বরূপ জ্ঞান-স্বরূপ মঙ্গল-স্বরূপ।

প্র। ঈশ্বরের জ্ঞান ও মঙ্গল ভাব পরিমিত কি অপরিমিত ?

উ। ঈশ্বরের জ্ঞানেরও অন্ত নাই, মঙ্গলভাবেরও সীমা নাই। তিনি অনন্ত-জ্ঞান পূর্ণ-মঙ্গল। বিশ্ব-সংসারের প্রতিকার্য্যে প্রতি ঘটনাতেই তাঁহার অনির্ব্বচনীয় পূর্ণ-জ্ঞানের সুন্দর নিদর্শন মুদ্রিত রহিয়াছে। প্রতি কৌশলেই তাঁহার অনুপম মঙ্গলভাব সুস্পষ্ট রূপে প্রকাশ পাইতেছে। অতএব তাঁহার জ্ঞান ও মঙ্গলভাব, অনন্ত অসীম অপরিমেয়।

প্র। কৌশল কাহাকে বলে ?

উ। "বিবিধ উপায় কোন এক লক্ষ্য সিদ্ধির নিমিত্তে তৎপর থাকিলে তাহাকে কৌশল বলে।

প্র। জ্ঞান-শূন্য জড়বস্তু কোন কৌশলের কারণ হইতে পারে কি না"?

উ। না। যন্ত্রীর জ্ঞান না থাকিলে যেমন যন্ত্রের সৃষ্টি হয় না, সেইরূপ জ্ঞান-শূন্য জড়-বস্তু অথবা অচেতন অন্ধ-শক্তিও কোন কৌ-শলের কারণ হইতে পারে না। প্রতি কৌশল-মূলেই ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য প্রকাশ পায়, প্রতি কৌশলের সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞান ও ভাব অনুভূত হয়।

প্র। জগৎকার্য্যে কোন কৌশল আছে কি না?

উ। "অসংখ্য অসংখ্য কৌশল এই জগ-তের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ তাবৎ বস্তুতে স্পষ্ট প্র-কাশ পাইতেছে। এই জগৎ কৌশলময় এক আশ্চর্য্য যন্ত্র"।

প্র। জগতের কৌশল দেখিয়া ঈশ্বরের কোন্ স্বরূপ প্রকাশ পায়?

উ। জ্ঞান-স্বরূপ।

প্র। অবিভাগে জগতের সমুদায় নিয়ম সংস্থাপনের উদ্দেশ্য দেখিয়া ঈশ্বরের কোন্ স্বরূপ প্রকাশ পায়?

উ। মঙ্গল স্বরূপ"।

প্র। বিশ্ব-কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া কি কেবল তাঁহার জ্ঞান ও মঙ্গলভাব ভিন্ন আর কিছুই বুঝিতে পারি না?

উ। ঈশ্বরের স্বরূপ ও লক্ষণ বিষয়ে যাহা কিছু আমারদিগের জানিবার, তৎসমুদায়ই আমারদের আত্ম-পটে এবং তাঁহার এই বাহ্যজগতে মুদ্রিত রহিয়াছে। তাঁহার জ্ঞা-নের সহিত অনন্ত ভাবকে মিলিত করিয়াই জানিতে পারি তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহার মঙ্গল স্বরূপের সহিত অনন্ত ভাবকে একত্রিত করি-য়াই বুঝিতে পারি তিনি পূর্ণমঙ্গল। যখন

তাঁহার দেশেতে সীমা হয় না তখনই বলি তিনি সর্ব্বব্যাপী। যখন দেখি সংসার চির-কালের নহে, তাঁহারই ইচ্ছাতে সৃষ্ট হই-য়াছে, তাঁহারই নিয়মে ভ্রাম্যমাণ হইতেছে, আবার তিনি ইচ্ছা করিলেই ইহার প্রলয় দশা উপস্থিত হইবে, তখনই সহজে বুঝিতে পারি, যে তিনিই নিত্য, তিনিই নিয়ন্তা, তিনিই স্বতন্ত্র, তিনিই একমাত্র সর্ব্বশক্তি-মান্ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা। যখন দেখি তিনি অনন্ত-জ্ঞান পূর্ণমঙ্গল, তখনই আপনা হইতে জানিতে পারি, যে তিনি নিরবয়ব নির্ব্বিকার একমাত্র অদ্বিতীয়।

প্র। সৃষ্টি কাহাকে বলে?

উ। কোন বস্তু বা ব্যক্তির সহায়তা ভিন্ন কোন একটি কার্য্য করিবার নাম সৃষ্টি। সৃষ্টি বিষয়ে উদাহরণ দিবার স্থল এই বিশ্ব ভিন্ন আর দ্বিতীয় নাই। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিবার শক্তি কেবল ঈশ্বরেরই আছে।

নির্ম্মাণ ভঙ্গের ক্ষমতা জীব মাত্রেরই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

প্র। সৃষ্টি ও নির্ম্মাণে প্রভেদ কি?

উ। অগ্নি জল বায়ু আকাশ মৃত্তিকা প্রভৃতি যখন কোন উপকরণই ছিল না; সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বজ্ঞ স্বতন্ত্র পূর্ণ পরমেশ্বর স্বীয় অনির্ব্বচনীয় ঐশী-শক্তি প্রভাবে অসৎ অবস্থা হইতে ঊর্দ্ধে অনন্ত আকাশব্যাপী সুরম্য সৌরজগৎ, নিম্নে শোভা ও সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণা সসাগরা পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন। আর তাঁহার সৃষ্ট কোন বস্তুর সাহায্যে কোন একটী পদার্থ গঠন করিবার নাম নির্ম্মাণ। গৃহ দ্বার, বস্ত্র অলঙ্কার, মুকুট কুণ্ডল, সমুদায়ই নির্ম্মিত।

প্র। স্থিতি কাহাকে বলে?

উ। স্থিতি ক্রিয়ারও প্রকৃত উদাহরণ ভূমি এই বিশ্ব-সংসার। এমন বিচিত্র কৌশলে যথা নিয়মে কোন পদার্থকে রক্ষা করা ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও সাধ্য নাই। সু-

র্য্যকে তিনি যেখানে সংস্থাপন করিয়াছেন সে সেইখানেই রহিয়াছে। চন্দ্রকে তিনি যে পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সে সেই পথেই ভ্রমণ করিতেছে। গিরিরাজ হিমাচলকে তিনি যেখানে স্থান দান করিয়াছেন, সে সেই খানেই আজন্মকাল অবস্থিতি করিতেছে। সমুদ্রকে তিনি তাঁহার যে মহান্ লক্ষ্য সম্পন্ন করিতে ইঙ্গিত করিয়াছেন, সে অপ্রতিহত পরাক্রম সহকারে অহোরাত্র তাহাই সম্পাদন করিতেছে। জড় কি জীব, কাহারও এমন সাধ্য নাই, যে সেই বিশ্বাধিপের অখণ্ড অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া তাঁহার সৃষ্টি ক্রিয়ার উচ্ছেদ দশা উপস্থিত করে। ঈদৃশ অকাট্য অপরিবর্ত্তনীয় কল্যাণ-গর্ভ বিচিত্র নিয়মে সৃষ্টপদার্থ সকলকে আবহমানকাল যথাবিধি রক্ষা করার নাম স্থিতি।

প্র। প্রলয় কাহাকে বলে?

উ। জগদীশ্বরের ইচ্ছাতে যেমন এই সমুদায় সৃষ্ট হইয়া স্থিতি করিতেছে, সেইরূপ যদি তাঁহার ইচ্ছা হয়, তবে আর ইহার কিছুই থাকিবে না। গৃহ ভঙ্গ করিলে যেমন পাষাণ মৃত্তিকা প্রভৃতি উপকরণ সকল পরস্পর বিযুক্ত হইয়া ইতস্ততঃ অবস্থান করে, কুণ্ডলকে দ্রবীভূত অথবা ভস্মীভূত করিলে স্বর্ণের পরমাণু সকল যেমন রূপান্তরিত অথবা ভাবান্তরিত হইয়া স্থিতি করে, প্রলয়ের ভাব সেরূপ নহে। যদি ঈশ্বর পৃথিবীর প্রলয় দশা উপস্থিত করেন, তাহা হইলে স্বাভাবিক অবস্থায় অথবা রূপান্তরিত ভাবেও ইহার একটি পরমাণুও থাকিবেক না। সৃষ্টির পূর্ব্বে যেমন ইহার কিছুই ছিল না, প্রলয়ান্তেও সেইরূপ সেই অনাদি অনন্ত পুরাণ পরমেশ্বর ভিন্ন আর ছিছুই থাকিবেক না।

প্র। সংক্ষেপে সৃষ্টি ও প্রলয়ের লক্ষণ বল দেখি?

উ। "ঈশ্বরের শক্তি ব্যক্ত হওয়ার নাম সৃষ্টি, ঈশ্বরের শক্তি ঈশ্বরেতেই প্রত্যাবৃত্ত হওয়ার নাম প্রলয়"?

প্র। পরমেশ্বর কি নিশ্চয়ই প্রলয় করিবেন?

উ। তাহা কে বলিতে পারে? জগৎ সংসারের সমুদায় ব্যাপারই উন্নতির ব্যাপার। তাঁহার সকল নিয়মই উন্নতির অনুকূল। ভূতত্ত্ব বিদ্যার সাহায্যে আমরা এই পৃথিবীর কত প্রকার উন্নতির চিহ্ন স্পষ্ট সন্দর্শন করিতেছি, মনুষ্যের চিত্তক্ষেত্রে অহরহ কতশত ভাবী অনন্ত উন্নতির অবিনশ্বর বীজ অঙ্কুরিত হইতে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, পরমেশ্বর যে তাঁহার এমন উন্নতিশীলা পৃথীবিকে এককালে ধ্বংস করিবেন, তাহা বোধ হয় না। কিন্তু যদি তিনি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে কেহই আর তাঁহার সে ইচ্ছার খণ্ডন করিতে পারে না।

সহজ-জ্ঞান ও আত্ম-প্রত্যয়।

প্র। ঈশ্বরের স্বরূপ ভাব কি রূপে আমারদের নিকটে প্রতিভাত হয়?

উ। সহজ-জ্ঞানে।

প্র। সহজ-জ্ঞান কাহাকে বলে?

উ। মনুষ্যের যে স্বাভাবিক জ্ঞান থাকাতে সে যুক্তি ও তর্ক এবং বুদ্ধি বা শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকেও আপনাকে জগৎকে এবং ঈশ্বরকে জানিতে পারে, ঈশ্বরের সেই করুণা-বিতরিত সরল স্বাভাবিক জ্ঞানকেই সহজ-জ্ঞান কহে। এই সহজ-জ্ঞানটী প্রতি আত্মারই স্বাভাবিক সম্পত্তি।

প্র। সহজ-জ্ঞান, এই শব্দটীর প্রকৃত ব্যাখ্যা কর দেখি?

উ। সহ, অর্থ সহিত, জ, অর্থ জন্মায়, সহজ-জ্ঞান এই শব্দে মনুষ্যের আত্মার সহ-

জাত জ্ঞানকে বুঝায়, অর্থাৎ যে জ্ঞান আত্মার সঙ্গে সঙ্গেই জন্মিয়া থাকে।

প্র। পরমেশ্বর প্রতি আত্মাকে সহজ জ্ঞান সম্পন্ন করাতে তাঁহার কোন্ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে।

উ। তাঁহার নিরপেক্ষতা, তাঁহার সমদর্শিতা, তাঁহার নিত্য উদার মঙ্গল ভাবই জাজ্বল্য রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্র। সহজ-জ্ঞান না থাকিলে কি হইত?

উ। প্রত্যেক বিষয় যুক্তি ও তর্ক দ্বারা, বুদ্ধি ও শাস্ত্রের সাহায্যে বুঝিতে চেষ্টা করিলেও আমরা তাহার অর্থ বোধে সমর্থ হইতাম না। যে সকল বিষয় এখন আমরা বিনা উপদেশে—বিনা শিক্ষায় সুন্দর রূপে বুঝিতেছি, সহজ-জ্ঞান না থাকিলে তাহার কোন ভাবই হৃদয়ঙ্গম হইত না। সুতরাং দুর্দ্দশার আর পরিসীমা থাকিত না। এমন কি আমরা মনুষ্যত্ব হইতেও ভ্রষ্ট হইতাম।

প্র। সহজ-জ্ঞান অভাবে আমরা মনুষ্যত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হইতাম কেন ?

উ। জীবনের সার যে ধর্ম্ম, আত্মার জীবন যে ঈশ্বর, তাহাই লাভ করিতে পারিতাম না। আত্মার পরম তৃপ্তি-ভূমি যে অনন্ত উন্নত ব্রহ্মধাম, হৃদয়ে তাহার কোন ভাবই থাকিত না।

প্র। ঈশ্বর বিষয়ক সহজ-জ্ঞান থাকাতে আমারদের কি বিশেষ উপকার হইয়াছে ?

উ। ঈশ্বর বিষয়ক সহজ-জ্ঞান থাকাতেই আমরা বিনা উপদেশে বিনা শিক্ষাতেই ধর্ম্ম ও ঈশ্বর বিষয়ক স্থূল স্থূল বিষয় সকল সহজেই বুঝিতে পারিতেছি। পরলোকেরও সুন্দর আভাস প্রতি আত্মাতেই প্রকাশিত রহিয়াছে। পরমেশ্বর যদি প্রতি আত্মাকেই সহজ-জ্ঞান সম্পন্ন না করিতেন, তাহা হইলে এই অদ্ভুতবিচিত্র বিশ্বকার্য্য আমারদিগের চতুর্দ্দিকে থাকিলেও ইহার আদি কারণ

পূর্ণ-জ্ঞান, পূর্ণ-মঙ্গল পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করিতে পারিতাম না। সুতরাং সেই পরম মঙ্গলের প্রতি আমারদের প্রীতি ভক্তি এখনকার ন্যায় সহজে উত্তেজিত হইত না। ইহা হইলে কোন রূপেই সমুদায় মনুষ্য জাতি অবাধে ধর্ম্মামৃত পানে অধিকারী হইতে পারিত না।

প্র। সহজ-জ্ঞান থাকাতেই ভদ্র ইতর, সভ্য অসভ্য, জ্ঞানী অজ্ঞানী, সকলেই কি ধর্ম্ম লাভে—ঈশ্বর লাভে অধিকারী হইয়াছে?

উ। তাহার আর সংশয় কি? পৃথিবীতে এমন জাতিই নাই যে, যে জাতির মধ্যে কোন না কোন রূপ উপাসনা পদ্ধতি প্রচলিত না আছে। এমন মনুষ্যই নাই, যাহার আত্মাতে ঈশ্বর ও পরকালের ভাব মুদ্রিত না রহিয়াছে। এমনও দেখা গিয়াছে যে, যে পর্ব্বত বা বনবাসী অসভ্য লোকের মধ্যে সামান্য বর্ণ শিক্ষাও প্রবেশ করে নাই,

যাহারদের হৃদয়ে বিদ্যার একটী স্ফুলিঙ্গও পতিত হয় নাই, পর্ব্বত-গুহা বা তরু-কোট রই যাহারদিগের নিবাস নিকেতন ; তাহারাও কোন না কোন পদার্থে ঈশ্বরের স্থম হান্ ভাব আরোপ করিয়া কৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রীতি-পূর্ণমনে তাঁহার উপাসনা করিয়া যথাকথঞ্চিৎ রূপে ধর্ম্ম-স্পৃহা চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে।

প্র। কেবল বুদ্ধি যোগে ধর্ম্মতত্ত্ব সকল অবগত হইতে গেলে কি হয়?

উ। ধর্ম্মের স্বরূপ ভাব কোন মতেই প্রকাশ পায় না।

প্র। বুদ্ধি দ্বারা যখন কত শত সত্য আবিষ্কৃত হইতেছে, কত প্রকার বিদ্যার প্রচার হইতেছে, তখন কি কেবল বুদ্ধির আলোকে ধর্ম্মতত্ত্ব ঈশ্বরতত্ত্ব সকলই প্রকাশিত হয় না?

উ। বুদ্ধি সহযোগে বহুবিধ অসাধারণ ব্যাপার নিষ্পন্ন হইতেছে সত্য বটে, কিন্তু

সহজ-জ্ঞানই তৎসমুদায়ের উপকরণ প্রদান করিয়া থাকে।

প্র। সে কি প্রকার?

উ। স্বর্ণ বা রৌপ্য না পাইলে যেমন স্বর্ণকার কোন প্রকার আভরণ প্রস্তুত করিতে পারে না, সেইরূপ সহজ-জ্ঞানে সত্য প্রাপ্ত না হইলে বুদ্ধি আর কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না। সহজ-জ্ঞান হইতে সত্য পাইয়া বুদ্ধি সকল শাস্ত্র রচনা করিতেছে। সহজ-জ্ঞানে যদি আমরা ঈশ্বর ও পরকাল বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিতে না পারিতাম, বুদ্ধি কি লইয়া আর ধর্ম্ম-শাস্ত্র প্রস্তুত করিত।

প্র। ঈশ্বরের বিচিত্র সৃষ্টি আমাদিগের চতুর্দ্দিকে দেদীপ্যমান রহিয়াছে, এই সমস্ত প্রতিনিয়ত সন্দর্শন করিয়াও কি বুদ্ধিনেত্রে বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বরকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায় না?

উ। বুদ্ধি দ্বারা কার্য্য কারণ ভাবের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে ক্রমে পরিমিত কারণে যাইয়াই উপস্থিত হইতে হয়। এ-খন যেমন তাঁহার অনন্ত সৃষ্টি না দেখিয়াও সহজ-জ্ঞানে আমরা তাঁহাকে অনন্তজ্ঞান অনন্তশক্তি অনন্তমঙ্গল বলিয়া অনায়াসেই জানিতেছি, নিরবচ্ছিন্ন বুদ্ধি দ্বারা জানিতে হইলে তাঁহার পূর্ণ ভাব কোন রূপেই উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। বিশেষতঃ যাহাদিগের বুদ্ধি চালনা করিবার অবকাশ নাই, জ্ঞান চর্চ্চার অবসর নাই, বুদ্ধির হস্তে ধর্ম্মকে সমর্পিত করিলে ভূমণ্ডলের তাদৃশ লোকমাত্রেই এক কালে ঈশ্বর হইতে ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত থাকিত।

প্র। বুদ্ধি দ্বারা কি ঈশ্বরের অনন্তভাব উপলব্ধ হয় না?

উ। বুদ্ধির ধর্ম্মই এই যে, সে পরিমিত বস্তুর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া তাহার নি-

র্ম্মাতাকে পরিমিত বলিয়াই অবধারণ করে। মনুষ্য পরিমিত ও আশ্রিত জীব, সুতরাং তাহার জ্ঞান বুদ্ধি সমুদায়ই পরিমিত। ঈশ্বর বিষয়ক সহজ জ্ঞান না পাইলে সে সেই পরিমিত বুদ্ধিতে কেমন করিয়া সেই অপরিমিত অনন্ত পূর্ণ পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করিবে। আধারটি যেরূপ, আধেয়কে তাহার অনুরূপ করিয়াই লয়। মনুষ্যের বুদ্ধি যখন পরিমিত, তখন ঈশ্বর অনন্তস্বরূপ হইলেও সে তাঁহাকে স্বীয় ক্ষীণ বুদ্ধিতে পরিমিত রূপেই উপলব্ধি করে।

প্র। আমাদিগের সম্মুখে যে এই সসাগরা পৃথিবী বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহা দেখিয়া আমরা কি ইহার স্রষ্টাকে অসীমশক্তি সম্পন্ন বলিয়া বুঝিতে পারিতাম না?

প্র। ঘটিকা যন্ত্রের বিচিত্র কৌশল সন্দর্শন করিয়া তাহার নির্ম্মাতাকে যেমন তদনুরূপ

শক্তিসম্পন্ন বলিয়া অবগত হই, তাড়িত যন্ত্রের অদ্ভুত কৌশল-কলাপ নিরীক্ষণ করিয়া তাহার আবিষ্কর্ত্তাকে যেমন তাদৃশ কার্য্যোপযোগী বুদ্ধিমান্ বলিয়া জানিতে পারি, সেই রূপ পৃথিবী দেখিয়া ইহার স্রষ্টাকে পৃথিবী সৃজন উপযোগী শক্তিবিশিষ্ট বলিয়াই জানিতাম, সৌরজগতের সৃষ্টি নৈপুণ্য দেখিয়া তাহার রচয়িতাকে তাদৃশ গুণবিশিষ্ট বলিয়াই উপলব্ধি করিতাম। এখন যেমন ঈশ্বরের অনন্ত সৃষ্টি না দেখিয়াও আমরা মর্ত্ত্যজীব হইয়া সহজ-জ্ঞান প্রভাবে তাঁহাকে অনন্তস্বরূপ বলিয়া জানিতেছি, সহজজ্ঞানকে ছাড়িয়া কেবল বুদ্ধিনেত্রে দেখিতে গেলে কোন রূপেই তাঁহাকে অনন্তজ্ঞান অনন্তশক্তি অনন্তমঙ্গল বলিয়া জানিতে পারিতাম না। পৃথিবী দেখিয়া তাঁহাকে পৃথিবীর ঈশ্বর বলিয়াই উপলব্ধি করিতে পারি।

প্র। উজ্জ্বল সহজ-জ্ঞানের উপর স-

স্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করিতে গেলে কি হয় ?

উ। ঈশ্বর ও পরলোকের স্বরূপভাব প্রকাশ পায় না। পৃথিবীতে এমন কতশত গ্রন্থ আছে, যাহা তৎপ্রণেতাগণ সুনির্ম্মল সহজ-জ্ঞানের উপর সম্যক্ নির্ভর না করিয়া আপনাপন বুদ্ধি প্রত্যক্ষ ও প্রবৃত্তি অনুসারে চালিত হইয়া রচনা করাতে ঈশ্বর মনুষ্য অথবা দানব দৈত্য অসুররূপে বর্ণিত হইয়াছেন এবং পরলোক বহুবিধ স্পৃহনীয় পার্থিব সুখের আগার বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

প্র। ধর্ম্মের মূল কোথায় ?

উ। সহজ-জ্ঞানই ধর্ম্মের পত্তন-ভূমি। সহজ-জ্ঞানেই ঈশ্বরের অনন্ত পূর্ণ মঙ্গলভাব প্রকাশ পায়, আত্ম-প্রত্যয় আমাদিগকে তাহাতে একটী দৃঢ়তর অকাট্য প্রত্যয় জন্মাইয়া দেয়। ঈশ্বর-প্রদত্ত সহজ-জ্ঞান ও আত্ম-প্রত্যয় প্রভাবেই আমরা ধর্ম্মতত্ত্ব সকল অতি

সুন্দররূপে অবগত হইয়া বিশ্বস্ত হৃদয়ে তদনুরূপ কার্য্য করিয়া থাকি।

প্র। আত্ম-প্রত্যয় কাহাকে বলে?

উ। সহজ-জ্ঞান প্রদর্শিত বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আত্মার যে একটি স্বাভাবিক অকাট্য প্রত্যয় জন্মে, তাহাকে আত্ম-প্রত্যয় কহে।

প্র। আত্ম-প্রত্যয় না থাকিলে কি হইত?

উ। সহজ-জ্ঞান না থাকিলে যেমন আমরা কোন বিষয়-জ্ঞান লাভ করিতে পারিতাম না, সেইরূপ আত্ম-প্রত্যয় না থাকিলে আর কোন সত্যেতেই আমারদের একটি আন্তরিক অবিচলিত প্রত্যয় হইত না।

প্র। আত্ম-প্রত্যয় কি সকলেরই আছে?

উ। তাহার আর সংশয় কি? আত্মপ্রত্যটিও প্রতি আত্মারই স্বাভাবিক সম্পত্তি।

প্র। আত্ম-প্রত্যয় যে সকলেরই আছে, তাহা কেমন করিয়া বুঝিতেছি?

উ। সহজ জ্ঞান-সিদ্ধ সত্যে যেমন অত্যু-ন্নত জ্ঞান-সম্পন্ন মহাত্মাদিগের সহসা প্রত্যয় জন্মে, সেইরূপ বিদ্যা-বিহীন অতি সামান্য কৃষকেরও তাহাতে আন্তরিক বিশ্বাস হইয়া থাকে, সহজ-জ্ঞান-সিদ্ধ সত্যকে যাহার নি-কটে কেন প্রকাশ করা যাউক না সে তৎ-ক্ষণাৎ প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ বিষয়ের ন্যায় সহজেই তাহার প্রতি নির্ভর করিয়া থাকে।

প্র। মনুষ্যের কোন্ বিষয়ে বিচার ও তর্ক উপস্থিত হইয়া থাকে?

উ। যে সমস্ত বিষয় সহজ-জ্ঞানে না পাওয়া যায়, তাহাকে সত্য বলিয়া কেহ পরিচয় দিলেই অমনি যুক্তি ও তর্ক আসিয়া উপস্থিত হয়। আত্ম-প্রত্যয় কোনরূপেই তাহাতে আর বিশ্বাস করিতে চায় না।

প্র। উদাহরণ স্থলে এইটী স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দাও দেখি?

উ। যখন বলা যায় ঈশ্বর সর্ব্বদর্শী, আ-

আত্ম-প্রত্যয় তৎক্ষণাৎ বিনীত ভাবে তাহা স্বীকার করে। যখন বলি ঈশ্বর একদেশদর্শী, আত্ম-প্রত্যয় কোন রূপেই তখন আর ইহাতে সায় দেয় না।

প্র। সাধারণ মনুষ্য-জাতির জ্ঞান-ধর্ম্মের ঐক্যস্থল কোথায়?

উ। সহজ-জ্ঞান ও আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ-সত্য-সকলই সাধারণ মনুষ্য-জাতির প্রীতি ও বিশ্বাসের ঐক্য-ভূমি।

প্র। এতৎ প্রদেশীয় পূর্ব্বতন পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞানী মহাত্মাগণ-ব্যবহৃত জ্ঞান বা প্রজ্ঞা শব্দের স্থানে বঙ্গ ভাষায় কোন্ শব্দ ব্যবহার হইতেছে?

উ। সংস্কৃত জ্ঞান শব্দের পূর্ব্বে কেবল 'সহজ' এই বিশেষণটী যোগ করিয়া বঙ্গ-ভাষায় সহজ-জ্ঞান এই শব্দটী ব্যবহার হইয়া থাকে। প্রজ্ঞা, উভয় ভাষাতেই সমান অর্থ প্রকাশ জন্যই ব্যবহৃত হয়। বাস্তবিক

জ্ঞান প্রজ্ঞা বা সহজ-জ্ঞান অর্থতঃ তিনই একরূপ ভাব প্রকাশক শব্দ।

প্র। পরমেশ্বর অশরীরী অতীন্দ্রিয় ভূমা মহান্ হইলেও কেবল এক আত্ম-প্রত্যয় দ্বারাই তিনি যেমন আমাদিগের সন্নিধানে শান্ত মঙ্গল অদ্বিতীয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছেন, ভারতবর্ষের প্রাচীনতম ঋষিদিগেরও ঈদৃশ বিশ্বাস-মূলক একটী বাক্য প্রদর্শন কর দেখি?

উ। "অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং। পরমেশ্বর চক্ষুর অগোচর, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য এবং অব্যবহার্য্য হয়েন। তিনি কোন লক্ষণ দ্বারা গম্য নহেন, তিনি কোন শব্দ দ্বারা ব্যপদেশ্য নহেন, তিনি অচিন্ত্য। এক আত্ম-প্রত্যয়ই তাঁহার অস্তিত্বের প্রতি প্রমাণ হইয়াছে। তিনি সমুদায় সংসার-ধর্ম্মের অতীত; তিনি শান্ত, মঙ্গল, অদ্বিতীয়"।

প্র। অন্তর্দৃষ্টি কাহাকে বলে?

উ। জীবাত্মা যে সহজ-জ্ঞানে আপনাকে ও পরমাত্মাকে উপলব্ধি করে তাহাকে অন্তর্দৃষ্টি বলে।

প্র। বহির্দৃষ্টি কাহাকে বলে?

উ। যে সহজ-জ্ঞানে জীবাত্মা বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্যবস্তুকে সন্দর্শন করে, তাহাকেই বহির্দৃষ্টি বলে।

প্র। বুদ্ধির কার্য্য কি?

উ। সহজ-জ্ঞান যে সকল সত্য অবধারণ করে, বুদ্ধি বিবিধ উপায়ে জগতের বিভিন্ন ঘটনার মধ্য হইতে তাহারই জাজ্বল্যমান্ প্রমাণ প্রদর্শন করে। সহজ-জ্ঞান যে অক্ষয় অমূল্য সত্য-খনি দেখাইয়া দেয়, বুদ্ধি স্বীয় পরাক্রম প্রভাবে তন্মধ্য হইতে তাহাই উর্দ্ধৃত করিতে চেষ্টা করে। সহজ-জ্ঞানে আমরা যে সমস্ত অভ্রান্ত স্বতঃসিদ্ধ সত্য লাভ করি, বুদ্ধি জগতের প্রতি কৌশলে প্রতি

ঘটনার মধ্যে যথা সাধ্য তন্ন তন্ন করিয়া সেই জীবন্ত সত্যের দেদীপ্যমান প্রমাণ প্রদর্শন করে। সহজ-জ্ঞানে আমরা ঈশ্বরের যে অনন্ত পূর্ণ মঙ্গল ভাব অবগত হই, বুদ্ধি কি সামান্য দুর্ব্বাদলে, কি সুচিকণ বিহঙ্গ-শরীরে, কি সুন্দর মনুষ্য-দেহে, কি সুনীল গভীর সমুদ্রে, কি গগণ-ভেদী পর্ব্বত শিখরে, কি ভূস্তর নিহিত পদার্থ-ব্যূহে কি অনন্ত আকাশ-ব্যাপী সুরম্য সৌর-জগতে সকল স্থানে, সকল পদার্থে, সকল নিয়মে, সকল কৌশলে যথা শক্তি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ঈশ্বরের সেই অনন্ত-পূর্ণ-মঙ্গল ভাবের মূর্ত্তিমান প্রমাণ সকল প্রকটন করত সহজ-জ্ঞানের অনুপম প্রভাব, অপরিসীম পরাক্রম প্রকাশ করিয়া সেই অনন্তেরই মহিমা প্রচার করিয়া থাকে। বুদ্ধি সহজ-জ্ঞান-সিদ্ধ এক একটী সত্য অবলম্বন করিয়া পদার্থ-বিদ্যা কি জ্যোর্তিবিদ্যা মনোবিজ্ঞান কি চিকিৎসা

শাস্ত্র প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যার প্রচার দ্বারা কেবল সহজ-জ্ঞানেরই মহত্ত্ব ও গুরুত্ব প্রকাশ করিতে করিতে অবসন্ন হইয়া পড়ে। সহজ-জ্ঞান সিদ্ধ সত্য সকল এমনই গম্ভীর, যে বুদ্ধি তাহার সকল তত্ত্ব নিরূপণ করিতে গিয়া— তাহার তল-স্পর্শ করিতে অবতরণ করিয়া আপনি পরাস্ত ও পরাভূত হইয়া ঈশ্বরেরই অনন্ত মহিমা মহীয়ান্ করে।

প্র। যদি সহজ-জ্ঞান থাকিত আর বুদ্ধি না থাকিলে কি হইত?

উ। উপকরণ থাকিলে নির্ম্মাতা না-থাকিলে, অথবা নির্ম্মাতা থাকিলে উপকরণ না থাকিলে যেরূপ কোন কার্য্যই হইত না; সেইরূপ সহজ-জ্ঞান ও বুদ্ধির মধ্যে একের অভাবে অপরটী ব্যর্থ হইয়া পড়িত। কেবল সহজ-জ্ঞানেও সকল জানার শেষ হয় না, কেবল বুদ্ধি প্রভাবেও কোন কার্য্য সম্পন্ন হয় না। কোন একটী বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব

অবগত হইতে গেলে সহজ-জ্ঞান ও বুদ্ধি উভয়েরই সম্পূর্ণ সাহায্য চাই।

প্র। অন্তর্দৃষ্টি কিসে প্রবল হয়?

উ। যেমন অঙ্গ সঞ্চালন দ্বারা শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সবল হয়, সেই রূপ পুনঃ পুনঃ আত্মানুসন্ধান ও অন্তর-নিরীক্ষণ দ্বারা অন্তর্দৃষ্টি প্রবল হইয়া উঠে।

প্র। অন্তর্দৃষ্টি প্রবল হইলে আমরা কি দেখিতে পাই?

উ। এই জড় শরীরের অভ্যন্তরে দ্রষ্টা, স্পৃষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা, রসয়িতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্ত্তা ও বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ যে আমি, অর্থাৎ জীবাত্মাকে এবং সেই আত্ম-রূপ উজ্জ্বল শ্রেষ্ঠ-কোষ মধ্যে তাহার স্রষ্টা, আশ্রয়দাতা ও পালয়িতা যে পূর্ণ-জ্ঞান পূর্ণ-শক্তি পূর্ণমঙ্গল অনন্তস্বরূপ পরমেশ্বর, তাঁহাকে জ্ঞান-নেত্রে প্রত্যক্ষ করি।

স্বাধীনতা।

প্র। পরমেশ্বর কি দিয়া মনুষ্যকে স্বীয় মহত্ত্ব সাধনে সমর্থ করিয়াছেন?

উ। কেবল এক স্বাধীনতা দিয়াই তিনি এই মর্ত্ত্য-জীবকে মহত্ত্ব ও দেবত্ব লাভে অ-ধিকারী করিয়াছেন।

প্র। স্বাধীনতা কাহাকে বলে?

উ। ঈশ্বর আমারদিগের প্রকৃতি ও প্র-বৃত্তির উপর যে কর্ত্তৃত্ব করিবার অধিকার দিয়াছেন তদ্দ্বারা কুটিল চিন্তা, কুটিল কা-মনা পরিত্যাগ করিয়া পাপ প্রবৃত্তি সক লকে বশীভূত করত আপনার বল বুদ্ধি শক্তি, আশা ভরসা ইচ্ছা সকলকে ঈশ্বরের মঙ্গলময়ী ইচ্ছার অনুগত করিয়া ধর্ম্মের অধীন হওয়া—ঈশ্বরের অধীন হওয়াই স্বাধীনতা।

প্র। ঈশ্বরের পৃথ্বী রাজ্যে আর কোন জীব-জন্তুর ঈদৃশ স্বাধীনতা আছে কি না।

উ। না, এই অমূল্য অধিকার কেবল মনুষ্যেরই আছে। জগতের জড়বস্তু সমুদায় তাঁহার অখণ্ড অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের অধীন থাকিয়া ভ্রামামাণ হইতেছে, সচেতন জীব-জন্তু সকল আপনাপন প্রবৃত্তির বশীভূত থাকিয়া প্রকৃতির অনুরূপ সুখ-ভোগ করিতেছে, মনুষ্যের সুখ-সাধন জন্য তিনি কেবল অপরাপর নিয়মাবলী প্রতিষ্ঠা করিয়া নিরস্ত হন নাই, তিনি যেমন তাহাকে উচ্চ প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন, সেইরূপ আবার কৃপা করিয়া এক স্বাধীনতা দিয়া স্বীয় প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার অধিকার অর্পণ করত দৈব-দুর্লভ আত্ম-প্রসাদ সম্ভোগে সমর্থ করিয়াছেন। তিনি তাহার উৎকর্ষ ও অপকর্ষ সাধন করা স্বীয় যত্নাধীন করিয়া দিয়াছেন। তিনি মনুষ্যকে আশা ভরসা

জ্ঞান ধর্ম্ম সমন্বিত করিয়া এবং ধর্ম্মরূপ মন্ত্রী দিয়াই পাপের প্রতিকূলে, সংসারের প্রতি-স্রোতে গমন করিবার সামর্থ্য অর্পণ করিয়াছেন। তিনি তাহাকে সহস্র সহস্র বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অনন্তকাল শ্রেয়ের পথে অগ্রসর হইবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। তিনি কেবল এক স্বাধীনতা দিয়াই তাহাকে পুণ্যের পুরস্কার-স্বরূপ ঈশ্বর-লাভে এবং পাপের দণ্ড আত্ম-গ্লানি সম্ভোগে অধিকারী করিয়াছেন

প্র। "শ্রেয় কাহাকে বলে ?

উ। ঈশ্বরের পথ অবলম্বন করার নাম শ্রেয়"।

প্র। স্বাধীনতা না থাকিলে কি হইত ?

উ। জগৎ পাতা জগদীশ্বর যদি মনুষ্যকে কৃপা করিয়া স্বাধীনতা প্রদান না করিতেন তাহা হইলে ভূমণ্ডলে পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই থাকিত না। পশুগণ যেমন

সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতেছে, আমরাও সেইরূপ প্রবৃত্তির দাস হইয়া সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিতাম।

প্র। মনুষ্যের স্বাধীনতা থাকাতে কি হইয়াছে?

উ। মনুষ্যের স্বাধীনতা থাকাতে সে আপন ইচ্ছাতে পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেছে, আবার আপনার স্বাধীন ইচ্ছাবলে সংসারের প্রতিকূলে—মোহের প্রতিকূলে স্বার্থপরতার প্রতিস্রোতে অগ্রসর হইয়া ঈশ্বর-লাভ ও ধর্ম্ম-লাভ জনিত পরিশুদ্ধ আনন্দ সম্ভোগ করিতেছে। পাপের তীব্রতা, ধর্ম্মের মহত্ত্ব সে আপনা হইতেই অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছে।

প্র। সুখ আর আত্ম-প্রসাদ কাহাকে বলে?

উ। কোন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি অথবা কোন বিষয় কামনা চরিতার্থ হইলে যে তৃপ্তি অনুভূত হয়, তাহাকে সুখ কহে। আর ধর্ম্ম-

কার্য্য সাধন করিলে যে চিত্তের প্রসন্নতা উপস্থিত হয়, তাহাকে আত্ম-প্রসাদ বলে। সুখ আর আত্ম-প্রসাদে এত ভিন্ন, যে পৃথিবীতে মনুষ্য ভিন্ন আত্ম-প্রসাদ উপভোগে আর কেহই সমর্থ নহে। মনুষ্য এক আত্ম-প্রসাদ লাভের জন্য অক্লেশে শত শত বিষয় সুখ জলাঞ্জলি দিতেছে। কিন্তু পশু আর মনুষ্য সুখ-ভোগ বিষয়ে উভয়েই তুল্য অধিকারী। সুখ, বিষয় বিত্ত লাভের ফল, আত্ম-প্রসাদ ধর্ম্ম-কার্য্য-সাধনের একমাত্র পুরস্কার।

প্র। পরমেশ্বর কি আমারদিগকে স্বাধীন করিয়া দিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন?

উ। না, পিতা যেমন স্বীয় স্নেহের ধন দুগ্ধ পোষ্য শিশুকে পদ চালনা করিবার নিমিত্ত গৃহ-প্রাঙ্গনে ছাড়িয়া দিয়া আবার তাহার ভাবী বিপৎপাত হইতে রক্ষার জন্য সর্ব্বদাই তাহার সঙ্গে সঙ্গেই থাকেন, সেই

রূপ কৃপা-নিধান পরমেশ্বর আমারদিগকে স্বাধীনতা দিয়া ভূমণ্ডলে শিক্ষা ও উন্নতির জন্য প্রেরণ করিয়াছেন, কিন্তু পাছে আমরা স্বেচ্ছাচারী হই, তাঁহাকে ভুলিয়া সংসার-সুখে নিমগ্ন হই, অনন্ত উন্নতি পথে কণ্টক অর্পণ করি, এই জন্য তিনি প্রতি নিয়তই আমাদিগকে সতর্ক করিতেছেন, স্নেহ-নয়নে —প্রীতি নেত্রে দিন-যামিনী আমারদিগকে সন্দর্শন করিতেছেন। তিনি আমারদিগকে স্বাধীন করিয়া দিয়া পরিত্যাগ করেন নাই, তিনি আমারদের ক্ষুদ্র বলের উপরেই সকল নির্ভর করিয়া দেন নাই, তিনি আমাদিগকে দুঃখ ক্লেশে, পাপ তাপে দগ্ধ করিবার জন্য এই ভয়াবহ সংসার-ক্ষেত্রে বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে ছাড়িয়া দিয়া আপনি কোন অদৃশ্য অলক্ষ্য স্থানে গমন করেন নাই, যে আমরা একবার পতিত হইলে আর তাঁহাকে ডা-কিতে পারিব না—আর উদ্ধার হইতে সমর্থ

হইব না, সেই করুণা-নিধান পরমেশ্বর আ-
মারদিগকে স্বাধীনতা দিয়াছেন এবং ক্ষীণ
ও দুর্ব্বল জানিয়া পিতা মাতা, সুহৃৎ সখা,
নেতা ও উপদেষ্টা হইয়া সর্ব্বক্ষণ আমাদের
সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছেন। সংসারের প্রতি-
কূলে পাপের প্রতিস্রোতে গমন করিবার
জন্য বল বুদ্ধি শক্তি জ্ঞান ধর্ম্ম প্রভৃতি যখ-
নই যাহা প্রার্থনা করিতেছি, তিনি তখনই
তাহা মুক্ত হস্তে বিধান করিয়া আমাদিগকে
দৃঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ করিয়া তাঁহার সন্নিকর্ষ
লাভে সমর্থ করিতেছেন। "তিনি কখনো
আমারদের সাধু চেষ্টাতে উৎসাহ দিতেছেন,
কখনো আপনার রুদ্র-মুখ দেখাইয়া আমা-
দিগের পাপ-প্রলোভন দমন করিতেছেন;
কখনো উপযুক্ত দণ্ড বিধান করিয়া আমার-
দের চরিত্র শোধন করিতেছেন। এইরূপে
তিনি আমারদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার
'মহান্ লক্ষ্য সম্পন্ন করিতেছেন"।

প্র। স্বেচ্ছাচারিতা কাহাকে বলে?

উ। যাহারা আপনারদিগের প্রকৃতিকে ধর্ম্মের অনুগত না করিয়া নীচ প্রবৃত্তির দাস ও কুটিল পাপ-লালসারই বশীভূত হইয়া যথেচ্ছ কার্য্য করে, অর্থাৎ যাহারদিগের আপনার প্রতি কিছুমাত্র কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব নাই এবং যাহারা ঈশ্বরের আদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া শ্রেয়কে পরিত্যাগ করিয়া প্রেয়কে অবলম্বন করে তাহারাই পরাধীন ও স্বেচ্ছাচারী।

প্র। ঈশ্বর আমারদিগকে স্বাধীনতা না দিয়া একেবারে তাঁহার ধর্ম্মের অনুগত করিয়া রাখিলে কি মঙ্গল হইত না?

উ। তিনি আমারদিগের মঙ্গলের জন্যই এরূপ বিধান করেন নাই। ক্রীত দাসের আবার সুখ কোথায়? তিনি যদি আমারদিগকে তাঁহার ধর্ম্মের দাস করিয়া রাখিতেন, তাহা হইলে আর কেমন করিয়া আমাদিগের শান্তি

লাভ হইত ? তাহা হইলে তো আমাদিগের আমার বলিবার আর কিছুই থাকিত না, ঈশ্বরকে কি দিয়া আর মনের শান্তি লাভ করিতাম, কি বলিয়াই বা মনঃক্ষোভ নিবারণ করিতে সমর্থ হইতাম। স্বাধীনতা না থাকিলে কেমন করিয়া স্বীয় ইচ্ছাবলে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিতাম। স্বাধীনতা থাকাতেই আমরা আত্মার সুস্থতা অসুস্থতা, পাপ পুণ্য, স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বাধীনতার মধ্যে একের লঘুত্ব অপরের মহত্ত্ব, একের তীব্রতা অপরের মাধুর্য্য অনুভব করিতেছি। পাপ তাপে ক্ষত বিক্ষত হইয়া ঈশ্বরের সন্নিধানে গমন করিয়া—তাঁহার স্নেহ-প্রেম-পবিত্রতার প্রকৃত আস্বাদ প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইতেছি। কেবল এক স্বাধীনতা থাকাতেই আমরা সংসারের প্রতিকূলে মোহের প্রতিকূলে—স্বার্থপরতার প্রতিকূলে গমন করিয়া ধর্ম্ম-লাভে ঈশ্বর-লাভে সমর্থ হইতেছি।

হৃদয়ের একই প্রকার ভাব থাকিলে অর্থাৎ প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইলে পশুগণের ন্যায় আমারদিগের কার্য্য সমুদায় ধর্ম্ম-কার্য্য বলিয়াও পরিগণিত হইত না। ঈশ্বরকে আমারদের সর্ব্বস্ব দান করিয়া কোন রূপেই দেবত্ব লাভে সমর্থ হইতাম না।

প্র। ঈশ্বরেরই তো সকলই, আমরা আবার তাঁহাকে কি অর্পণ করিতে পারি?

উ। আমরা পরমেশ্বরের চিরাশ্রিত জীব হইলেও তিনি কৃপা করিয়া স্বাধীনতা দিয়া সংসারের সকল প্রকার সুখ-ঐশ্বর্য্যের উপরে আমারদিগের অধিকার সংস্থাপন করিয়া দিয়াছেন। "আমরা আপনা হইতে তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দান করি, আমারদিগকে স্বাধীন করিবার তাঁহার অভিপ্রায়ই এই। এস্থলে অনুরোধ, ভয়, বাধ্যতা, এ সকল কিছুই নাই। আমরা আপনা হইতে তাঁহাকে প্রীতি করি, তিনি এই চা-

হেন। তাঁহার ইচ্ছা এ প্রকার নয় যে আ-
মরা বাধ্য হইয়া তাঁহাকে পূজা করি। তাঁ-
হার শাসন এ প্রকার নয় যে ভয়ে ভয়ে
তাঁহাকে মান্য করিতেই হইবে। তিনি এ
প্রকার রাজা নহেন, যে আমরা সকলেই
তাঁহার ক্রীত দাস। আমরা তাঁহার যন্ত্র,
আর তিনি আমারদের যন্ত্রী, আমারদের
সহিত তাঁহার এ প্রকার ভাব নহে। আমরা
বিনা অনুরোধে বিনা ভয়ে তাঁহার প্রীতি,
তাঁহার মঙ্গলভাব, প্রতীতি করিয়া আপনা
হইতে তাঁহাকে যে পূজা অর্পণ করি, সেই
তাঁহার যথার্থ পূজা এবং সেই তাঁহার প্রিয়
অভিপ্রায়"। তিনি অপর কিছুরই আকাঙ্ক্ষী
নহেন, সেই রাজার রাজা আমারদিগের
চির কালের পিতা মাতা, সুহৃৎ সখা,
আমারদিগের হৃদয়ের পরিশুদ্ধ প্রীতি-ধন
পাইতে ইচ্ছা করেন, আমরা তাঁহার প্র-
সাদে স্বাধীনতা লাভ করিয়া সেই অতুল্য

অমূল্য ধনই তাঁহাকে দিয়া কৃতার্থ হই-
তেছি।

প্র। ধর্ম্ম—কার্য্য কাহাকে বলে?

উ। কর্ত্তব্য-জ্ঞানে শুভ-বুদ্ধির আলোচনা দ্বারা ঈশ্বরের অভিপ্রায় ও আদেশ অবগত হইয়া তাঁহার প্রীতির উদ্দেশে স্বাধীন ই-চ্ছার সহিত তদনুরূপ কার্য্য করাকেই ধর্ম্ম-কার্য্য কহে।

প্র। "প্রেয় কাহাকে বলে!

উ। সাংসারিক সুখে নিমগ্ন হওয়ার নাম প্রেয়।
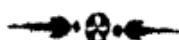
পাপ ও পুণ্য।

প্র। কিসের দ্বারা সেই শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পবিত্র-স্বরূপ পরমেশ্বরের সহবাস লাভ করা যায়?

উ। পবিত্রতা দ্বারা। আমাদিগের প্রখর বুদ্ধিই থাকুক, আর নানা শাস্ত্রে দর্শনই থাকুক অথবা প্রচুর জ্ঞানই থাকুক, হৃদয় শুদ্ধ সত্ত্ব পবিত্র না হইলে কোন রূপেই সেই পবিত্র-স্বরূপ প্রাণ-স্বরূপ পরমেশ্বরের সহবাস লাভ করিতে পারা যায় না।

প্র। পবিত্রতা কিসে লাভ হয়?

উ। পাপানুষ্ঠান পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল ধর্ম্মাচরণ দ্বারাই পবিত্রতা লাভ হইয়া থাকে।

প্র। ধর্ম্ম কাহাকে বলে?

উ। কর্ত্তব্য-সাধনের নাম ধর্ম্ম। ঈশ্বর-প্রীতি-কাম হইয়া তাঁহার প্রতি ও পিতা

মাতা, স্ত্রী পুত্র, বন্ধু বান্ধব, অন্ধ অনাথ এবং স্বদেশীয় লোক প্রভৃতির প্রতি তাঁহার আদেশানুমত কর্ত্তব্য-সাধন করিলে ধর্ম্ম-সাধন করণ হয়। সেই ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা মন বীর্য্যবান হয়, জ্ঞান উজ্জ্বল হয়, ইচ্ছা বিশুদ্ধ হয়, এবং আত্মা পবিত্র হয়।

প্র। ধর্ম্মের লক্ষণ কি ?

উ। ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ। ধীর্ব্বিদ্যা সত্যমক্রোধোদশকং ধর্ম্মলক্ষণং"।

ধৈর্য্য, ক্ষমা, মনঃ-সংযম, অচৌর্য্য, দেহ ও অন্তর-শুদ্ধি, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, শাস্ত্র-জ্ঞান, ব্রহ্ম-বিদ্যা, সত্য-কথন ও অক্রোধ ; ধর্ম্মের এই দশ প্রকার লক্ষণ।

প্র। পবিত্রতার কিসে খর্ব্ব হয় ?

উ। ইন্দ্রিয়-সেবায়—পাপানুষ্ঠানে।

প্র। ইন্দ্রিয়-সুখ উপভোগ করা কি ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে ?

উ। আমারদিগের প্রতি ঈশ্বরের একটী দানও নিরর্থক ও নিষ্ফল নহে, বৈধরূপে ধর্ম্মের আদেশে ইন্দ্রিয়-সুখ উপভোগ করা জগদীশ্বরের প্রত্যক্ষ আদেশ। কিন্তু কেবল ইন্দ্রিয় সুখও মনুষ্যের সর্ব্বস্ব নহে। নিরবচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়-সুখে মুগ্ধ থাকা পশুর কার্য্য।

প্র। ইন্দ্রিয়-সুখ ভিন্ন মনুষ্যের প্রতি ঈশ্বরের আর কি অধিক দান আছে?

উ। জগদীশ্বর সমানরূপে মনুষ্য ও পশুকে ইন্দ্রিয়-সুখে অধিকারী করিয়াছেন কিন্তু মনুষ্যকে তিনি ইন্দ্রিয়-সুখ ব্যতীত আরো অনন্ত গুণে উৎকৃষ্ট আত্ম প্রসাদ ও ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগে অধিকার দিয়াছেন।

প্র। হৃদয় কিসে বিকৃত ও অপবিত্র হইয়া পড়ে?

উ। শরীর যেমন রোগ দ্বারা ভগ্ন হইয়া যায়, আত্মা সেইরূপ পাপ-দ্বারা বিকৃত হইয়া পড়ে।

প্র। আত্মা বিকৃত হইয়া পড়িলে কি হয়?

উ। পুনঃ পুনঃ পাপ-চিন্তা, পাপালাপ, পাপানুষ্ঠানে অনুরক্ত হইলে ঈশ্বরানুরাগ ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হইতে থাকে। অধর্ম্মের প্রতি মনুষ্যের যে প্রকার স্বাভাবিক ঘৃণা থাকা উচিত, ক্রমে তাহার অল্পতা হইয়া পড়ে। হৃদয় যত পাপে আচ্ছন্ন হয়, সেই প্রাণ-নাথ পরমেশ্বর হইতে ততই আমরা দূরে পড়ি।

প্র। পাপ কাহাকে বলে?

উ। কর্ত্তব্য-সাধনের নাম পুণ্য ও ধর্ম্ম, তার বিপরীত কার্য্যকেই অধর্ম্ম কুকর্ম্ম ও পাপ বলিয়া থাকে।

প্র। পাপকে কয় প্রকারে বিভক্ত করা যাইতে পারে?

উ। সামান্যতঃ তিন প্রকারে।

প্র। তাহা কি কি?

উ। মানসিক বাচনিক এবং শারীরিক।

প্র। মানসিক পাপ কয় প্রকার ?

উ। "পরদ্রব্য-লাভের আলোচনা, লোকের অনিষ্ঠ-চিন্তন, এবং ঈশ্বর ও পরকালেতে অবিশ্বাস ; এই তিন প্রকার মানসিক কুকর্ম্ম"।

প্র। বাচনিক পাপ কি ?

উ। "নিষ্ঠুর বাক্য, মিথ্যা কথা, পরোক্ষে পরনিন্দা, এবং অসম্বদ্ধ প্রলাপ বাক্য, এই চারি প্রকার বাচনিক কুকর্ম্ম"।

প্র। শারীরিক কুকর্ম্ম কি ?

উ। "অদত্ত ধন গ্রহণ, অবিহিত হিংসা, পরদার-সেবা, এই তিন প্রকার শারীরিক কুকর্ম্ম"।

প্র। সমুদায় পাপের মূল কোথায় ?

উ। যাবতীয় পাপের মূল কেবল মনেতেই। প্রথমে মনেতে পাপ-চিন্তার উদয় হয়, পরে তাহা ইন্দ্রিয়গণের সহায়তায় কার্য্যেতে পরিণত হইয়া থাকে।

প্র। পাপ চিন্তা, পাপালাপ, পাপানুষ্ঠান জনিত উপদ্রব হইতে নিবৃত্ত হইবার উপায় কি?

উ। প্রথম যখন পাপ মনেতে অঙ্কুরিত হইবার উপক্রম হইতে থাকে, তখনই একেবারে তাহার মূল উৎপাটন করিয়া ফেলিলেই আর তাহা বর্দ্ধিত হইতে পারে না। সুতরাং পাপজনিত দুর্গতির আর কোন আশঙ্কাই থাকে না।

প্র। পাপাঙ্কুর একবার মনেতে বদ্ধ-মূল হইয়া পড়িলে কি হয়?

উ। পাপ একবার হৃদয়ে বদ্ধ-মূল হইয়া পড়িলে সহসা তাহা নির্ম্মূল করা নিতান্ত সুকঠিন হইয়া পড়ে।

প্র। পাপীরা কি জন্য পাপ পঙ্কে পতিত হইয়াও তাহার গরলময় ফল দেখিতে পায় না?

উ। চক্ষে ধূলিকণা পড়িলে যেমন আর

তাহার সুন্দররূপ দেখিবার ক্ষমতা থাকে না, সেই প্রকার অন্তরে পাপ-রেণু প্রবিষ্ট হইলে জ্ঞান-চক্ষুও প্রভাহীন হইয়া পড়ে। সেই জন্যই লোকে পাপ-পঙ্কে পতিত হই-য়াও পাপের গরলময় ফল দেখিতে পায় না। যেমন জিহ্বা দূষিত হইলে তাহাতে আর দ্রব্যাদির প্রকৃতরূপ স্বাদ গ্রহণ হয় না, সেই রূপ বিজ্ঞান রসনা বিকৃত হইয়া পড়িলে তাহাতে পাপের তীব্রতা সহসা অনুভূত হয় না।

প্র। পাপ-স্রোতের প্রতিবিধান জন্য জ-গদীশ্বর কি কোন উপায় করিয়া দেন নাই?

উ। যাহাতে পাপ প্রবাহ নির্ব্বিঘ্নে সমু-দায় হৃদয়কে অধিকার করিতে না পারে, এজন্য কৃপা-নিধান পরমেশ্বর অন্তরে লজ্জা ভয় ঘৃণা গ্লানি প্রভৃতি কয়েকটী বৃত্তিকে তাহার প্রতিবিধান জন্য নিয়োগ করিয়া রাখিয়াছেন।

প্র। যখন পাপ প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়, তখন কি উল্লিখিত বৃত্তি সকল তাহার প্রতিবিধান করিয়া থাকে?

উ। তাহার আর সন্দেহ কি? যখনই হৃদয়ে পাপ-চিন্তার উদয় হয়, তখনই লজ্জা ও ভয়ের উদ্রেক হইয়া মনুষ্যকে তাহা হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। যখন মনুষ্যের পাপ ইচ্ছা একান্ত প্রবল হইয়া লজ্জা ও ভয়ের নিবারণ তুচ্ছ করত পাপ-কার্য্য করিয়া ফেলে, তখন হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ হইতে ঘৃণা ও আত্ম-গ্লানি রূপ দুঃসহ অনল প্রজ্বলিত হইয়া হৃদয় মনকে দগ্ধ করত অনুষ্ঠিত পাপের গরলময় ফল প্রদর্শন করে এবং ভাবী পাপাচরণ হইতে মনুষ্যকে সতর্ক থাকিতে উপদেশ দেয়।

প্র। সামান্যতঃ ধর্ম্ম প্রবৃত্তি অপেক্ষা ইতর বৃত্তি সকলকে কেন এত প্রবল দেখা যায়?

উ। জন-সমাজের যে প্রকার অবস্থা এবং যে রূপ দুর্গতি, তাহাতে তো চারিদি-কেই নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি উত্তেজক রাশি রাশি পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং তৎ-সমূহ প্রতিনিয়তই আপনাপন ভোগ্য বিষয় লাভ করিয়া ক্রমাগতই প্রবল হইতেছে। ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সকল যথা বিধি পরিপোষিত না হওয়াতে এত ক্ষীণ বল হইয়া পড়ি-তেছে।

প্র। পাপ-প্রবৃত্তি-উদ্দীপক পদার্থ স-কল হইতে দূরে থাকিলে কি পাপ হইতে দূরে থাকা হয় না?

উ। যাহার দ্বারা হৃদয়ের অসৎভাব ও অসৎ ইচ্ছা প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, তাহা হ-ইতে তো স্বতন্ত্র থাকা সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য। কিন্তু হৃদয় ধর্ম্মের শাসনে শান্ত সমাহিত না হইলে অরণ্যে গেলেও পাপ হইতে দূরে থাকিবার সম্ভাবনা নাই।

প্র। তাহার কারণ কি ?

উ। আমরা বনে বা পর্ব্বতে, দেব-মন্দিরে কি তীর্থ স্থানে, যেখানে কেন গমন করি না ; মন আমারদিগের সঙ্গে সঙ্গেই। হৃদয়কে যিনি ধর্ম্ম-বলে নিষ্পাপ ও নির্ম্মল রাখিতে পারেন, তিনিই পাপের আকর্ষণ অতিক্রম করিতে সমর্থ হন।

প্র। লোক ভয়ে বা শাসন ভয়ে কি পাপাচরণ নিবারণ হয় না ?

উ। রাজ-ভয়ে বা শাসন ভয়ে একেবারে পাপাচরণ নিবারিত হইবার নহে। কেবল মাত্র স্থগিত থাকিতে পারে। কেন না পাপের যে ইচ্ছা সে তো প্রচ্ছন্ন ভাবে হৃদয়েই রহিল। কোন রূপে সেই শাসন বা নিন্দা ভয় একবার নিরাকৃত হইলে, পুনর্ব্বার সেই সুষুপ্ত প্রায় পাপ-প্রবৃত্তি সকল আপনাপন ভোগ্য বিষয় পাইলে ঘৃত-প্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় জাগ্রত হইয়া উঠে।

ধর্ম্ম-সাধন।

—∘⁂∘—

প্র। কিসের দ্বারা পাপাচরণ সম্যক্ রূপে নিবারণ হইতে পারে?

উ। ধর্ম্মসাধন দ্বারা। ঘোর পাপীর হৃদয়েও যদি একবার ধর্ম্মানুরাগ ও ঈশ্বর প্রীতি উদ্দীপ্ত করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে, তাহার দুর্বৃত্ত ইন্দ্রিয় সকল তৎক্ষণাৎ কুণ্ঠিত হইয়া পড়ে।

প্র। কিসের দ্বারা ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সমূহের ক্ষীণতা বিদূরিত হয়?

উ। সাধু-সঙ্গ এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা হৃদয়ের সাধু প্রবৃত্তি সকল সবল হইয়া থাকে। হৃদয়ের দেব-ভাব সকল যত প্রবল হয়, আসুরিক-ভাব সকল ততই ক্ষীণবল হইয়া পড়ে। যেমন দূষিত বায়ু পরিপূর্ণ অতি কুৎসিত স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোন

স্বাস্থ্যকর জল বায়ু পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ স্থানে গমন করিলে, শরীরের দুর্ব্বলতা অন্তরিত হয় এবং তৎপরিবর্ত্তে যেরূপ নূতন বল-বীর্য্যের আবির্ভাব হইয়া থাকে, সেইরূপ অসৎ সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যেখানে প্রতি নিয়ত ঈশ্বর-প্রসঙ্গ হইতেছে, যেখানে যোগানন্দের- উৎস, প্রেমানন্দের উৎস প্রমুক্ত হইয়া শান্তি সলিলে চারি দিক অভিষিক্ত করিতেছে, সেই সাধু সজ্জন সমাজে গমন করিলে হৃদয়ের নীচ লক্ষ্য, নীচ কামনা সকল বিলুপ্ত হইয়া ক্রমাগত সাধু ভাব সকলই উত্তেজিত হইয়া থাকে। "মূঢ় ব্যক্তিদিগের সহবাসে সমূহ মোহের উৎপত্তি হয়, এবং প্রতিদিন সাধু-সংসর্গে নিশ্চিত ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়"।

প্র। পাপাচরণ হইতে নিবৃত্ত থাকিলে কি মনুষ্য ধার্ম্মিক হয় না ?

উ। কেবল পাপাচরণ না করিলেই যদি

লোকে ধার্ম্মিক হয়, তবে দুগ্ধ পোষ্য শিশু অথবা বনবাসী পশুকেও তো ধার্ম্মিক বলা যাইতে পারে ?

প্র। ধার্ম্মিকের লক্ষণ কি ?

উ। শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও সমাহিত হওয়া, ঈশ্বর ও পরকালেতে ঐকান্তিক নিষ্ঠা থাকা, সত্য কথন এবং ঈশ্বরের প্রীতির উদ্দেশে জগতের হিতসাধনে কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত থাকাই ধার্ম্মিকের লক্ষণ।

প্র। শুদ্ধ পাপানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিলে কেন ধর্ম্মজনিত সুখ সুধা পানে সমর্থ হওয়া যায় না ?

উ। ভূমি কর্ষণ করিয়া যথা বিধি বীজ বপনাদি না করিলে যেমন কৃষক ফল লাভে সমর্থ হয় না, সেইরূপ শুদ্ধ সত্ত্ব পবিত্র হইলেই ধর্ম্মের শেষ পুরস্কার লব্ধ হয় না। মনুষ্য পাপানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া

আন্তরিক যত্ন সহকারে মনোবৃত্তি সমুদায়কে ঈশ্বরের প্রীতির উদ্দেশে যথা নিয়মে নিয়োগ না করিলে, বিশুদ্ধ হৃদয়ে ব্যাকুল অন্তরে ঈশ্বরের উপাসনায়—তাঁহার ধ্যান ধারনায় নিযুক্ত না হইলে, কোন রূপেই ধর্ম্ম জনিত সুখ সুধার স্বাদগ্রহ করিতে পারা যায় না।

প্র। শান্ত দান্ত উপরত কাহাকে বলে ?

উ। বহিরিন্দ্রিয় সংযমে যিনি সমর্থ তিনি শান্ত, অন্তরেন্দ্রিয় নিগ্রহে যিনি কৃতকার্য্য, তিনি দান্ত শব্দের বাচ্য। যিনি বিষয়-কামনাদি শূন্য, অর্থাৎ যিনি বিষয়-লালসা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে উপরত বলে।

প্র। তিতিক্ষু ও সমাহিত শব্দে কাহাকে বুঝায় ?

উ। যে ব্যক্তি ক্ষমাশীল অর্থাৎ সহিষ্ণু, তাঁহাকে তিতিক্ষু বলে, যিনি ঈশ্বরেতে

আত্ম-সমাধানে সক্ষম তাঁহাকে সমাহিত বলা যায়।

প্র। ঈশ্বর আরাধনায়—ধর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হইতে গেলে শান্ত দান্ত হইবার প্রয়োজন কি?

উ। ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য থাকিলে, হৃদয় সাম্যভাব প্রাপ্ত না হইলে মনের একাগ্রতা হয় না। মনের একাগ্রতা না হইলে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ও গুরুতম কার্য্য যে ঈশ্বর-চিন্তা, তাহাতে কোনরূপেই চিত্তের অভিনিবেশ হয় না।

প্র। যাঁহার ইন্দ্রিয় সকল বশীভূত হয় নাই, মনোবৃত্তি সমূহ সম্যক্ সংযত হয় নাই, তাঁহার কিরূপ দুর্গতি হয়?

উ। সারথির দুষ্ট অশ্ব যেমন নিয়তই বিপথে গমন করিতে ধাবমান হয়, সেইরূপ অবশ অশান্ত-চিত্ত ব্যক্তির অবশীভূত ইন্দ্রিয় সকল এবং দুর্দ্দান্ত মনোবৃত্তি সমুদায় প্রতি

নিয়ত তাঁহাকে কণ্টকময় পাপারণ্যেই লইয়া যায়। তাঁহার এক একবার ইচ্ছা হই-লেও তাহারা তাঁহাকে নির্ব্বিঘ্নে ব্রহ্ম–ধামে উপনীত হইতে দেয় না।

প্র। তিতিক্ষু ও সমাহিত হইলে কি ফল লাভ হয়?

উ। বশীভূত অশ্ব যেমন নিরুপদ্রবে সারথির অভিলষিত প্রদেশে লইয়া যায়, সেই রূপ শান্ত সমাহিত ব্যক্তির যখনই ঈশ্বর-স্পৃহা উদ্দীপ্ত হয়, তাঁহার বশীভুত ইন্দ্রিয়-বৃত্তি ও মনোবৃত্তি সমুদায় অপে-ক্ষিত ভৃত্যের ন্যায় আগ্রহের সহিত তাঁ-হার অভীষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হয়, এবং সা-ধ্যানুসারে তাঁহার সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা ও পরম উপাস্য দেবতা পরমেশ্বরে আ-ত্ম-সমাধান বিষয়ে সহায়তা করে, সহসা তাঁহা হইতে বিযুক্ত ও বিচ্ছিন্ন হইতে দেয় না।

প্র। কিরূপ ব্যক্তির হৃদয়-ধামে ঈশ্বরের নিষ্কলঙ্ক মঙ্গল ভাব অতি উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হয়?

উ। শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু সমাহিত ব্যক্তির সুস্থির নিস্তরঙ্গ মানস-সরোবরে ঈশ্বরের মঙ্গল-ছবির প্রতিবিম্ব সহজেই অতি উজ্জ্বল রূপে নিপতিত হইয়া থাকে। তাদৃশ ব্যক্তির ঈশ্বর লাভ-স্পৃহা আপনা হইতেই উত্তেজিত হয়।

প্র। কি করিলে ঈশ্বর-লাভ স্পৃহা উত্তেজিত হয়, ও স্ফূর্ত্তি পায়?

উ। সর্ব্বদা শুদ্ধ সত্ত্ব পবিত্র থাকিলেই ঈশ্বর-স্পৃহা বলবতী হইয়া উঠে।

প্র। শারীরিক পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতাতে কি শুদ্ধ সত্ত্ব হওয়া যায়?

উ। শরীরের ও স্থানের পরিচ্ছন্নতাতে মনের স্বচ্ছন্দতা উপস্থিত হয়, কিন্তু যাঁহার আত্মা পাপ হইতে বিমুক্ত, যাঁহার হৃদয়

যথার্থ জ্ঞান দ্বারা সংস্কৃত, তাদৃশ ব্যক্তিকেই শুদ্ধ সত্ত্ব বলা যাইতে পারে।

প্র। ঈশ্বর স্পৃহা কি করিলে বিপথ গামী হয়?

উ। যখন ধর্ম্ম-স্পৃহা—ঈশ্বর-স্পৃহা বলবতী হয়, তখন মনুষ্যের আত্মা যার পর নাই ব্যাকুলতার সহিত সত্যের অন্বেষণে—ধর্ম্মের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। এই সময়ে যদি জ্ঞানাপন্ন ভ্রান্তি রহিত সদ্গুরুর অমৃতময় সদুপদেশ প্রাপ্ত না হয়, অথবা ভ্রম-প্রমাদ শূন্য ধর্ম্ম-গ্রন্থাদি লাভ করিতে না পারে, তাহা হইলে মৃগ যেমন জল ভ্রমে মরীচিকাতে পতিত হইয়া বিনষ্ট হয়, পতঙ্গ যেমন দীপ-শিখায় নিপতিত হইয়া ভস্মীভূত হয়, সেইরূপ মনুষ্যের আত্মাও অসদ্গুরু বা অসৎ সংসর্গ ও অসদ্ধর্ম্ম লাভ করিয়া ধর্ম্ম-বুদ্ধিকে কলুষিত করিয়া ফেলে। অথবা সে ব্যক্তি যদি এমন অবস্থাতে নিক্ষিপ্ত

হয়, যেখানে ঈশ্বর-প্রসঙ্গ নাই—ধর্ম্মের কোন সম্পর্ক নাই, তাহা হইলেও সেই হৃদয়ের প্রদীপ্ত ঈশ্বরানুরাগ ক্রমে মন্দীভূত হইয়া পড়ে।

প্র। এই সমস্ত বিঘ্ন সত্ত্বেও কি থাকিলে জীবাত্মা ঈশ্বর-লাভে সমর্থ হয়?

উ। যদি ঈশ্বরকে পাইবার জন্য একান্ত আন্তরিক অপ্রতিহত ইচ্ছা ও ব্যাকুলতা থাকে, তাহা হইলে বাহিরের রাশি রাশি বিঘ্ন সত্ত্বেও এক আত্ম-জ্যোতিতে ঈশ্বর প্রকাশিত হন। সেই দুর্ব্বলের বল, গতিহীনের গতি পরমেশ্বর তাদৃশ সাধকের সন্নিধানে আত্ম-স্বরূপ প্রকাশ করিয়া তাঁহার তৃষিত আত্মাকে পরিতৃপ্ত করেন, তাঁহার সকল আশা পূর্ণ করেন। সেই অকিঞ্চন-গুরু স্বয়ংই তাঁহার নেতা ও উপদেষ্টা হইয়া তাঁহাকে সৎপথে যাইতে শিক্ষা দেন—সেই অমৃতধামে লইয়া গিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করেন।

প্র। কিসের দ্বারা আধ্যাত্মিক ধর্ম্মভাব সকল পুষ্ট হয়?

উ। আলোচনা দ্বারা, আলোচনাই ধর্ম্মের ধাত্রী। চালনা দ্বারা যেমন শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সবল হয়, সেইরূপ মনের প্রত্যেক বৃত্তি—প্রতি স্পৃহাই শিক্ষা ও আলোচনা দ্বারা অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সাধু-সজ্জনদিগের সহবাসে থাকিলে, সত্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, ধর্ম্মানুরাগ ও ঈশ্বর-স্পৃহা দিনদিন একাদিক্রমে উর্দ্ধ-মুখে ঈশ্বরের প্রতিই ধাবিত হইতে থাকে। মনের সমুদায় সংশয়ই অন্তরিত হইয়া যায়।

প্র। ঈশ্বর-স্পৃহা বলবতী হইলে কি হয়?

উ। ঈশ্বর-স্পৃহা বলবতী হইলে চাতক যেমন নীরদ নীর প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল হয়, পুত্র যেমন পিতার সন্নিধানে যাইবার জন্য

আগ্রহ প্রকাশ করে, বন্ধু যেমন স্বীয় হৃদয় বন্ধুকে প্রীতি-আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিতে ধাবিত হয়, মনুষ্যের আত্মাও সেই রূপ কামনার একই বিষয়—সেই দুর্ণিবার্য্য স্পৃহার এক মাত্র তৃপ্তি-ভূমি যে ঈশ্বর, তাঁহাকে সম্যক্‌রূপে লাভ করিবার জন্য সতৃষ্ণ [illegible]র ন্যায় দিনে নিশিতে তাঁহাকে অন্বেষণ করে, তাঁহার আরাধনা—তাঁহার উপাসনার জন্যই প্রতিনিয়ত অস্থির হইতে থাকে।

ঈশ্বর-উপাসনা।

—০৹০—

প্র। উপাসনা কাহাকে বলে?

উ। সমুদায় আত্মার সহিত সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা পূর্ণমঙ্গল সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে প্রীতি করা এবং কায়মনোবাক্যে তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করার নামই তাঁহার উপাসনা।

প্র। ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং জগতের সঙ্গে তাঁহার যে সম্বন্ধ তাহা জানিলে কি ধর্ম্ম সংক্রান্ত সকল জানার শেষ হয় না?

উ। পিতাকে যথার্থ পিতা বলিয়া জানিলেই, যেমন পিতার প্রতি পুত্রের যাবতীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মের শেষ হয় না, সেইরূপ ঈশ্বরকে ঈশ্বর বলিয়া জানিলেই আমাদিগের তাঁহার সকল জানা পরিসমাপ্তি হয় না। "প্রিয়তম পরমাত্মাকে জানিলাম,

কিন্তু তাঁহাতে মনঃ সমাধানের এবং তাঁহার সহিত অধ্যাত্ম-যোগের বিমল আনন্দ কখনো আস্বাদ করিলাম না; তাঁহাকে মহৎ ও বিশুদ্ধ জানিয়াও আপনার চরিত্রকে মহৎ ও বিশুদ্ধ করিয়া তাঁহার সহবাসের উপযুক্ত হইলাম না; তাঁহাকে আমরা নিয়ন্তা ও বিধাতা জানিয়াও তাঁহার প্রদর্শিত পুণ্য পথে কখনো বিচরণ করিলাম না; কেবল স্বার্থপরতাকে চরিতার্থ করিবার নিমিত্তেই আজন্ম কাল নিযুক্ত রহিলাম; তবে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার আর কি সম্ভাবনা রহিল।

প্র। অধ্যাত্ম-যোগ কাহাকে বলে?

উ। "পরমাত্মাতে জীবাত্মার সংযোগ করাকে অধ্যাত্ম-যোগ কহে। যতই ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত আমারদিগের ইচ্ছার যোগ হয়, যতই তাঁহার জ্ঞানের সহিত আমারদিগের জ্ঞানের যোগ হয়, যতই তাঁহার

প্রীতির সহিত আমারদিগের প্রীতির যোগ হয়, ততই তাঁহার সহিত সম্মিলনের গাঢ়তা হয় এবং ততই তাঁহার পবিত্র সন্নিকর্ষ উপলব্ধি করিয়া পবিত্র হই। এই প্রকার যোগেতেই তাঁহাকে জানিতে পারি, এই প্রকার যোগেতেই তাঁহার আদিষ্ট ধর্ম্মানুষ্ঠানে বল পাই, এই প্রকার যোগেতেই স্বর্গ হয়, এই প্রকার যোগেতেই মুক্তি হয়"।

প্র। কি করিলে পিতার প্রতি পুত্রের কর্ত্তব্য-সাধন করা হয়?

উ। পিতার সেবা শুশ্রূষা করিলে তাঁহার আজ্ঞাবহ থাকিয়া তাঁহার ইচ্ছানুরূপ সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিলে, ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতি সকলকে যথা বিধি ভক্তি শ্রদ্ধা স্নেহ করিলে, এবং সুশীল সচ্চরিত্র হইয়া জ্ঞান-ধর্ম্ম উপার্জ্জনে অনুরক্ত থাকিয়া তাঁহার সন্তোষ সাধন করিলে, পুত্রের

পিতার প্রতি যথার্থ প্রীতি প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

প্র। ঈশ্বরের সঙ্গে আমারদিগের কিরূপ সম্বন্ধ ?

উ। পরমেশ্বর আমারদিগের স্রষ্টা, আমরা তাঁহার সৃষ্ট, তিনি আমারদের নিয়ন্তা, আমরা তাঁহার অধীন, তিনি আমারদিগের রাজা, আমরা তাঁহার প্রজা, তিনি আমারদিগের প্রভু, আমরা তাঁহার আজ্ঞাধীন ভৃত্য, তিনি আমারদিগের গুরু, আমরা তাঁহার অনুগত শিষ্য, তিনি দাতা, আমরা ভোক্তা, তিনি উপাস্য, আমরা তাঁহার উপাসক।

প্র। শান্ত সংযতেন্দ্রিয় হইয়া অনন্যমনে সেই অচিন্ত্য অরূপী পরমেশ্বরে প্রাণ মন সমাধান করিলে, অনুক্ষণ তাঁহার মহিমা প্রতিপাদক গ্রন্থাদি প্রগাঢ় প্রীতি ও শ্রদ্ধা সহকারে অধ্যয়ন করিলেও কি তাঁহার উপাসনা করা হয় না ?

উ। কেবল ঈশ্বরের ধ্যান ধারণায় নি-যুক্ত থাকিলে তাঁহাকে সম্পূর্ণ-রূপে প্রীতি করা হয় না। প্রিয় বন্ধুর প্রিয় বস্তুর প্রতি প্রীতি না করিয়া নিরবচ্ছিন্ন তাঁহাকে প্রীতি করা বিশুদ্ধ প্রীতির রীতি নহে। কেবল তাঁহাকে প্রীতি করিলে উপাসনার দুইটি অঙ্গের একটি অঙ্গই প্রতিপালিত হয়।

প্র। উপাসনার দুইটী অঙ্গ কি কি?

উ। ঈশ্বরকে প্রীতি করা, এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করা এই দুইটী ঈশ্বর-উপাসনার প্রধান অঙ্গ। "তস্মিন্ প্রীতি-স্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

প্র। ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য কি?

উ। আমরা বিশুদ্ধ-জ্ঞানে, উজ্জ্বল ধর্ম্ম-বুদ্ধির সহায়তায় যে সকল কার্য্যকে সেই পূর্ণ-মঙ্গল সত্য-সঙ্কল্প মহান্ পুরুষের অভি-প্রেত বলিয়া বুঝিতে পারি, কায়মনোবাক্যে তাহা সম্পাদন করাই তাঁহার প্রিয়-কার্য্য।

প্র। তাঁহার ধর্ম্মের নিয়ম সকল আমরা কোথায় দেখিতে পাই?

উ। আত্মাতেই। ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক "পরমেশ্বর আমারদিগের আত্মাতেই কর্ত্তব্য-জ্ঞান ও ধর্ম্ম-বুদ্ধি, প্রকাশ করিতেছেন। আমরা শুভ বুদ্ধির আলোচনা দ্বারা কর্ত্তব্য-জ্ঞানের আলোকে আত্ম-পটে তাঁহার চির-মুদ্রিত ধর্ম্ম-নিয়ম-সকল পাঠ করি এবং তদনুযায়ী আচরণ করিলে ভদ্র হই, সাধু হই, বিনয়ী হই, সুশীল হই, ঈশ্বরের প্রিয় হই,,।

প্র। ঈশ্বর উপাসনার নিমিত্ত কি রূপ স্থান অতীব মনোহর?

উ। যে স্থান পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন, সুস্নিগ্ধ ও সুপবিত্র, যেখানে উত্তম জল, উত্তম শব্দ, যে স্থানে সুমন্দ বায়ু প্রতিনিয়ত প্রবাহিত হইতেছে, ওষধি বনস্পতি সমূহের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য যেখানে চিত্তকে হরণ করিতেছে, যেখানে চক্ষু পীড়াদায়ক কোন পদার্থ নাই,

ঈদৃশ স্থানে গমন করিলে স্বভাবতই অন্তঃ করণ প্রশস্ত ও প্রফুল্লিত হইয়া উঠে। ঈদৃশ স্থানে উপাসনা করা সেই জন্য ব্রহ্মবাদী-দিগেরও অভিমত। "সমে শুচৌ শর্করাবহ্নি বালুকা বিবর্জ্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ। মনোনুকূলে ন তু চক্ষু পীড়নে গুহানিবাতা-শ্রয়ণে প্রয়োজয়েৎ"।

প্র। ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মবাদী কাহাকে বলে?

উ। যাঁহারা সদ্বুদ্ধি-সম্পন্ন নিষ্পাপ যত্নশীল হইয়া ঈশ্বরের বিশুদ্ধ মঙ্গল-স্বরূপ এই তাবৎ ভৌতিক পদার্থে এবং আপনার আত্ম-পটে প্রতীতি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই ব্রহ্মবিৎ এবং যাঁহারা এই রূপে প্রতীতি করিয়া তাঁহার বিষয় উপদেশ দেন তাঁহারাই ব্রহ্মবাদী।

প্র। নির্জ্জন স্থানেই যখন ঈশ্বরেতে অতি সহজে মন প্রাণ সমর্পিত হইয়া থাকে,

তখন প্রকাশ্য স্থলে—মহাজনাকীর্ণ স্থানে উপবিষ্ট হইয়া উপাসনা করিবার ফল কি?

উ। যেখানে সাধুসজ্জন সকল একত্রিত হন, সে স্থানের অতি চমৎকার ভাব। ধর্ম্ম কার্য্যে অনুরাগ ও উৎসাহ না থাকিলেও তাদৃশ স্থানে গমন করিয়া ভগবদ্ভক্ত সাধুদিগের প্রশান্ত ভাব নিরীক্ষণ করিলে—তাঁহারদিগের অগ্নিময় তেজোময় মহাবাক্য সকল শ্রবণ করিলে পাষাণ-হৃদয়েও ঈশ্বরের-প্রীতি-রস সঞ্চারিত হয়। তাঁহারদিগের সাধু-দৃষ্টান্তে অতি হীন মলিন দুর্ব্বল হৃদয়ও ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে সাহস পায়। প্রকাশ্য উপাসনা দ্বারা সাধারণ জনসমাজকেও ঈশ্বর উপাসনায় অনুরক্ত থাকিতে শিক্ষা দেওয়া হয়, ইহার দ্বারা বিষয়-ক্ষেত্রে—কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যেও সাধুদৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এই জন্য প্রকাশ্য উপাসনা অতীব প্রয়োজনীয়।

প্র। ঈশ্বর-উপাসনার নিমিত্ত কোন সময় অতীব প্রশস্ত ?

উ। সুস্নিগ্ধ প্রাতঃকাল এবং মনোহর সায়ংকালই ঈশ্বর-উপাসনার অতি প্রশস্ত সময়। এই সময়ে জন-কোলাহল আমারদিগের কর্ণকে বধীর করিতে পারে না, বিষয় বাণিজ্যের ব্যস্ততাও আমারদিগের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিতে সমর্থ হয় না, প্রত্যুত প্রাতঃকালের অনির্ব্বচনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এবং সায়ংকালের চন্দ্র সুর্য্যের উদয় অস্ত জনিত মনোহর শোভা ও স্বাভাবিক সুশান্ত ভাব আপনা হইতেই আমারদিগের হৃদয়ে ঈশ্বর-প্রীতি উদ্দীপ্ত করিয়া দেয়। এই সুরম্য কালে বিনা আকিঞ্চনেও চারিদিকে তাঁহার মহিমা সন্দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি অতি সহজেই উদ্রেক হইয়া থাকে।

প্র। ঈশ্বর-উপাসনার জন্য সময় অবধারিত রাখিবার প্রয়োজন কি ?

উ। যে ব্যক্তি আপনার আত্মাকে সমধিক উন্নত করিয়াছেন, ঈশ্বর-প্রীতিকে যিনি বিশেষ রূপে উজ্জ্বল করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে সমগ্র ভূমণ্ডলই তো দেব-মন্দির, সকল সময়ই তো উপাসনার সময়। সকল কার্য্যে, সকল ঘটনাতেই তো তিনি তাঁহার প্রাণ-দাতা পরমেশ্বরের সত্ত্বা উপলব্ধি করিয়া—তাঁহাকে প্রত্যক্ষ সন্দর্শন করত প্রণিপাত করিয়া থাকেন। কিন্তু উপাসনার নিয়মিত সময় থাকিলে বিষয় কার্য্যের ব্যস্ততা, বৃথা আমোদ প্রমোদের আকর্ষণ, আর কাহাকেও ঈশ্বর হইতে বঞ্চিত রাখিতে পারে না। মনুষ্য সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অক্লেশেই সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঈশ্বর-উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে পারে।

প্র। প্রতি দিন তো একসময়ে চিত্তের স্থিরতা, ও মনের একাগ্রতা হয় না?

উ। অভ্যাসের এমনই শক্তি, যে কিছু-কাল্ নিয়মিত সময়ে একটি কার্য্য সমাধা করিলে সহস্র উপদ্রবের মধ্যেও ঠিক সেই সময় উপস্থিত হইলেই সেই কার্য্য করিবার ইচ্ছা আপনা হইতেই উদয় হইয়া থাকে। আহার বিহার, বিদ্যা বিত্ত উপার্জ্জন, প্রভৃতির সময় অবধারিত থাকাতে যখন সুন্দর রূপে সুপ্রণালীক্রমে সেই সকল-কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, তখন সর্ব্বাপেক্ষা আত্মার অতিমাত্র প্রয়োজনীয় যে ঈশ্বর-উপাসনা, তাহাতে তো স্বভাবতই অবধারিত সময়ে মনের একাগ্রতা চিত্তের স্থিরতা হইতেই পারে। যে কোনকার্য্য হউক নিয়মিত রূপে সম্পাদন করিলে তাহার আর কোন ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না।

প্র। ঈশ্বর-উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলে আমারদিগের হৃদয়ের কোন্ কোন্ ভাব সম্যক্ প্রষ্ফুটিত হয়?

উ। শান্ত সংযত হইয়া ঈশ্বর-পূজায় প্রবৃত্ত হইলে তিমির-মুক্ত হৃদয়াকাশে যখন সেই প্রেম-শশীর স্নিগ্ধ মুখোজ্জ্যোতি পতিত হয়, প্রীতি-নয়ন যখন তাহা দর্শন করে, তখনই হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশ হইতে কৃতজ্ঞতার উৎস উৎসারিত হইয়া তাঁহারই প্রতি ধাবিত হইতে থাকে। যাঁহা হইতে প্রতিক্ষণ ইন্দ্রিয়-জনিত ধর্ম্ম-জনিত সুখ লাভ করিয়া আত্মা পুষ্ট ও প্রফুল্লিত হইতেছে, যাঁহার অক্ষয় সাহায্যে বিষয়-আকর্ষণ—পাপ-প্রলোভন অতিক্রম করিয়া আত্মা ধর্ম্ম পথে উন্নতি লাভ করিতেছে, সেই জ্ঞান গোচর পিতা মাতা ও বিধাতাকে প্রত্যক্ষ দেখিবা মাত্র আপনা হইতেই তাঁহার প্রতি যুগপৎ শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রীতি ভাব উদ্দীপ্ত হয়।

প্র। ঈশ্বর-উপাসনায় অনুরক্ত থাকিলে আমারদিগের কি হয়?

উ। "একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিক মৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়"। ঈশ্বরের উপাসনাতেই মনুষ্যের মহত্ত্ব—দেবত্ব লাভ হয়। আত্মার বল-বীর্য্য প্রসন্নতা সকলই কেবল এক ঈশ্বর-উপাসনা হইতেই লব্ধ হয়। সেই অখিল বিধাতা পরমেশ্বরের উপাসনাতেই আমাদিগের স্বর্গ, সেই প্রাণ-স্বরূপের পূজার্চ্চনাতেই আমাদিগের মুক্তি।

প্র। উপাসনার সময় শরীর মনের কিরূপ অবস্থা থাকা আবশ্যক?

উ। যেরূপে উপবেশন করিলে শরীরের বিকলতা উপস্থিত না হয় এবং মনের অসচ্ছন্দতা জন্মিতে না পারে, এইরূপে উপবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও তাবৎ মনোবৃত্তিকে হৃদয়ে সন্নিবেশ পূর্ব্বক মনের সহিত আত্মাকে পরমাত্মাতে সমাধান করিবে। হৃদয় উত্যক্ত ও উৎকণ্ঠিত থাকিলে, বিক্ষিপ্ত বা

বিমনা হইয়া ঈশ্বর-উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলে কোনরূপেই তাঁহাতে চিত্তের অভিনিবেশ হয় না, সুতরাং তাঁহার সত্য সুন্দর মঙ্গল ভাবও হৃদয়ে প্রতিভাত হয় না।

প্র। সমাধি কাহাকে বলে?

উ। অনন্যমনা হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক স্বীয় আত্মাকে সেই অদ্বিতীয় মঙ্গল-স্বরূপে সন্নি-বেশ করাকেই সমাধি বলে।

প্র। কিসের দ্বারা আমারদিগের হৃদয়ে ঈশ্বর-প্রীতি ও ধর্ম্মানুরাগ অতি উজ্জ্বল হইয়া উঠে?

উ। ঈশ্বরের দর্শন শ্রবণ মনন ও নিদি-ধ্যাসন দ্বারা।

প্র। ঈশ্বরের দর্শন শ্রবণ মনন ও নিদি-ধ্যাসন কি রূপে করিতে হয়?

উ। বিশ্বকার্য্যে সেই সত্য-কাম মঙ্গল-সঙ্কল্প নির্লিপ্ত অপ্রতিম পূর্ণ মহান্ পুরুষের জ্ঞান শক্তি মহিমা প্রতীতি করা অর্থাৎ

তাঁহাকে বিশ্বের কারণ ও আশ্রয় রূপে—স-কলের প্রাণরূপে উপলব্ধি করাই তাঁহাকে দর্শন করা, আচার্য্য সন্নিধানে শান্ত সমাহিত হইয়া আন্তরিক শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহার মহিমা প্রতিপাদক উপদেশ বাক্য সকল শ্রুত হওয়াই তাঁহাকে শ্রবণ করা, এবং তাঁহার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া যুক্তিসহকারে তাহা পুনঃ পুনঃ আলোচনা ও অনুসন্ধান করাই তাঁহার মনন করা, তাঁহার সত্তাতে —তাঁহার পূর্ণমঙ্গল স্বরূপের প্রতি নিঃ-সংশয় হইয়া তাঁহাতে আত্ম-সমাধান করি-লেই তাঁহার নিদিধ্যাসন করা হয়।

প্র। ঈশ্বরের কোন্ ভাব মনে আবির্ভূত হইলে তাঁহাতে শ্রদ্ধা উপস্থিত হয়?

উ। পবিত্রভাব।

প্র। ঈশ্বরের কোন্ ভাব মনে আবির্ভূত হইলে তাঁহার প্রতি ভক্তি ভাব উদ্দীপ্ত হয়?

উ। তাঁহার গুরুভাব।

প্র। তাঁহার কোন্ ভাব হৃদয়ে প্রতিভাত হইলে তাঁহার প্রতি আমারদিগের প্রীতি ভাবের উদয় হয়?

উ। তাঁহার সত্য সুন্দর মঙ্গলভাব যত আমরা অনুভব করিতে পারি, ততই তাঁহার প্রতি আমারদিগের আন্তরিক পবিত্র প্রীতি ভাব উচ্ছ্বসিত হয়।

প্র। ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া কিরূপে আমরা আপ্তকাম হই?

উ। শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন ও সমাধি সাধন দ্বারা ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া—ধ্যানযুক্ত হওত তাঁহার মহিমা অনুভব করিয়াই আমরা কৃতার্থ হই।

প্র। ধ্যান কাহাকে বলে?

উ। ঈশ্বরের পূর্ণমঙ্গল ভাব প্রত্যক্ষ প্রতীতি করিয়া শান্ত ভাবে তন্মনা একাগ্র মনা হইয়া তাঁহার বরনীয় জ্ঞান শক্তি চিন্তা করাকেই ধ্যান বলে।

প্র। মনুষ্যের কোন্ ভাবটি প্রার্থনার জনকজননী?

উ। পরতন্ত্র ও অপূর্ণ-ভাব।

প্র। এই স্বতঃসিদ্ধ অপূর্ণ ও পরতন্ত্র ভাব হইতে ঈশ্বরের প্রতি আমারদিগের কোন্ ভাবের উদয় হয়?

উ। আমারদিগের এই স্বাভাবিক অপূর্ণ ও পরতন্ত্র ভাব নিঃসংশয়ে সেই আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ স্বতন্ত্র ও পূর্ণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব অতি উজ্জ্বল রূপে প্রকাশ করিয়া তাঁহার প্রতি আমারদিগের একটী অটল নির্ভরের ভাবকে উদ্দীপ্ত করিয়া দেয়।

প্র। ঈশ্বরের প্রতি আমারদিগের এই স্বাভাবিক অটল ঐকান্তিক নির্ভর থাকাতে আমরা কি করিয়া থাকি?

উ। আমরা সহজ-জ্ঞান ও আত্ম-প্রত্যয় দ্বারা সেই অখিল বিধাতা পরমেশ্বরকে বিপদ-সাগরের পোত-কাণ্ডারী, দুঃখ হন্তা-

নের শান্তি-সলিল, ভয় তাপের নিরাপদ দুর্গ, সুখ শান্তির অশেষ উৎস, দীন হীনের আশ্রয়-ভূমি, পাপী তাপীর একমাত্র পরিত্রাতা জানিয়া সংসারের ভয় বিপদে, দুঃখ শোকে, পাপ তাপে প্রপীড়িত হইলেই সেই বিশ্বজননীর নিরাপদ ক্রোড়ে যাইয়াই শিশুর ন্যায় নির্ভয় ও নির্ব্বিঘ্ন হইতে ধাবিত হই, সংসারের জালা যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য—তাঁহার সহচর অনুচর হইবার নিমিত্ত তাঁহার সন্নিধানে কাতরস্বরে অন্তস্ফূর্ত্ত বাক্যে বলবীর্য্য জ্ঞানধর্ম্ম সুখ শান্তির প্রার্থনা করিতে প্রবৃত্ত হই।

প্র। ঈশ্বরের নিকটে আমরা কিসের জন্য প্রার্থনা করিতে পারি?

উ। ঈশ্বর আমারদিগের পিতা মাতা গুরু সুহৃৎ সকলই। আমারদিগের কি সাংসারিক কি শারীরিক কি আধ্যাত্মিক সকল প্রকার উন্নতি হওয়াই তাঁহার সঙ্কল্প। তখন

তাঁহার ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে সংসারের উন্নতি, আত্মার উন্নতি, তাঁহার ধর্ম্মের উন্নতির জন্য তাঁহার নিকটে সকলই প্রার্থনা করিতে পারি।

প্র। আমরা সংসারে কিরূপ অবস্থাতে সংস্থাপিত রহিয়াছি ?

উ। পৃথিবীতে আমারদিগের একদিকে সংসার, একদিকে ঈশ্বর, একদিকে বিষয়-সুখ, একদিকে ব্রহ্মানন্দ, একদিকে ইন্দ্রিয়-সুখের আকর্ষণ, একদিকে ঈশ্বরের সস্নেহ মধুময় আহ্বান। কখন প্রীতি ভক্তিতে উন্নত হইয়া ঈশ্বরের পূজায় প্রবৃত্ত হইতেছি, কখন বা বিষয়-সুখের প্রলোভনে বিমুগ্ধ হইয়া ধর্ম্ম হইতে ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত হইয়া অ-ধঃপতিত হইতেছি।

প্র। মনুষ্যের এরূপ অবস্থা দেখিলে কি বোধ হয় ?

উ। মনুষ্যকে সংসারের আকর্ষণ, বিষয়ের প্রলোভন, দুর্দ্দান্ত রিপু-কুলের অত্যাচার হইতে বিমুক্ত হইয়া ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভের জন্য, হৃদয়ের দেব-ভাব রক্ষা করিবার নিমিত্ত, ধর্ম্মানুষ্ঠানে দৃঢ়ব্রত হইবার জন্য, ঈশ্বরের সাহায্য লাভের প্রয়োজনতাই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

প্র। কিরূপ অবস্থাতে প্রার্থনার ভাব উদয় হয়।

উ। অভাবের অবস্থাতেই।

প্র। এখানে কিসের অভাব বোধ হইতেছে?

উ। ঈশ্বরের সাহায্যের অভাব।

প্র। যখন আমরা শারীরিক-দুর্ব্বলতা অনুভব করি, তখন আমরা কি করিয়া থাকি?

উ। তখন শারীরিক নিয়ম প্রতিপালনে যত্নযুক্ত হই, ব্যায়ামাদি দ্বারা শরীরের দুর্ব্বলতা দূর করিতে চেষ্টা করি।

প্র। শারীরিক বল লাভের জন্য ঈশ্বর কি নিয়ম করিয়া রাখিয়াছেন?

উ। পরমেশ্বর ব্যায়াম প্রভৃতি শারীরিক ও ভৌতিক নিয়ম পরিপালন করাই দৈহিক বলাধানেরএকমাত্র উপায় করিয়া দিয়াছেন।

প্র। আধ্যাত্মিক অভাব ও দুর্ব্বলতা দুর করিবার উপায় কি?

উ। ঈশ্বরের সাহায্য লাভ দ্বারা আত্মার অভাব ও দৌর্বল্য পরিহার করণার্থ তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করাই কেবল একমাত্র উপায়। প্রার্থনা দ্বারাই আমারদিগের আত্মার বলাধান হয়, এবং আধ্যাত্মিক অভাব বিদূরিত হয়।

প্র। পরমেশ্বর সর্ব্বদর্শী, যখন তিনি আমাদিগের হৃদয়ের অতিগূঢ় ভাব সকলও অবগত হইতেছেন, তখন কি না চাহিলে আর তিনি আমারদিগকে ধর্ম্ম-বল বিধান করিবেন না?

উ। যদি আধ্যাত্মিক বিষয়ে এ আপত্তি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তো এও বলা যাইতে পারে, যে তিনি আমারদিগের শারীরিক দুর্ব্বলতা দেখিতেছেন, আবার অঙ্গ সঞ্চালনের প্রয়োজন কি? অন্নের অভাব তিনি স্বচক্ষে সন্দর্শন করিতেছেন, আবার ভূমি কর্ষণ ও জল সিঞ্চন করিয়া শস্য উৎপন্ন করত উদর পূর্ত্তি করিবার আবশ্যক কি? আমরা স্বাধীন জীব, দুর্গতি ও উন্নতি লাভ করা আমারদিগেরই যত্নাধীন। পরমেশ্বর যে উপায়ে যে বস্তু লাভ করিবার বিধান করিয়া রাখিয়াছেন আমরা যদি তদনুরূপ কার্য্য না করি, আমরা তাহা হস্তগত করিবার নিনিত্ত যদি যথাবিধি যত্ন যুক্ত না হই, প্রার্থনা না করি তাহা হইলে কেমন করিয়া তাহা প্রাপ্ত হইব।

প্র। ভূমিষ্ঠ শিশুকে আপনা হইতেই অঙ্গ সঞ্চালন করিতে দেখিয়া কি বোধ হয়?

উ। যে অঙ্গ সঞ্চালন করা মনুষ্য মাত্রেরই স্বভাবিক কার্য্য।

প্র। প্রার্থনার ভাবও কি মনুষ্যের স্বভাব-সিদ্ধ নহে ?

প্র। প্রার্থনা করা যে মনুষ্যের স্বাভাবিক ভাব তাহা আর জিজ্ঞাসা করিতে হইবে কেন? যখন মনুষ্যের বুদ্ধি কলিকা প্রস্ফুটিত হয় না, অপরাপর মানসিক প্রবৃত্তি সবিশেষ স্ফূর্ত্তি পায় না, তখনও প্রার্থনার ভাব হৃদয়ে জাগ্রত দেখা যায়। প্রার্থনাটী মনুষ্যের এমনি প্রকৃতি-মূলক কার্য্য, যে সময় বিশেষে চেষ্টা করিয়াও প্রার্থনা স্রোতকে বাধা দিতে পারা যায় না। আত্মার অন্তরতম প্রদেশ হইতে—হৃদয়ের নিগূঢ়তম স্থান হইতেই অযত্ন সম্ভূত প্রার্থনা বাক্য সকল নির্গত হইয়া থাকে।

প্র। কিরূপ লোকের নিকট হইতে ঈদৃশ বাক্য শ্রুত হওয়া যায়, যে শারীরিক

নিয়ম প্রতিপালনের ন্যায় ধর্ম্ম-বিষয়ক ক-তক গুলি কার্য্য সম্পন্ন করিলেই ধর্ম্ম কার্য্য সমাধা করা হয়?

উ। যাঁহারা শরীরেব ভাব এবং আত্মার প্রকৃতি সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ, যাঁহারা ঈশ্বরের সহিত উন্নতি-শীল আত্মার যে অতি নৈকট্য ও চির সম্বন্ধ, তাহা বিশেষ করিয়া বুঝিতে পারেন না, তাঁহারাই এই কথা বলিয়া থাকেন।

প্র। প্রার্থনা কালীন কোন্ দুইটী বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত?

উ। ইচ্ছাও প্রতিজ্ঞার প্রতি।

প্র। আমরা প্রার্থনা করিতে বাধ্য হই কেন?

উ। অধীন আশ্রিত অপূর্ণ-জীব বলিয়াই।

প্র। কখন কখন আমরা প্রার্থনা করিয়াও সংসারের আকর্ষণ, পাপের প্রলোভন হইতে বিমুক্ত হইতে পারি না কেন?

উ। তখনই জানা কর্ত্তব্য, যে আমার-দিগের সেই প্রার্থনা আন্তরিক হয় নাই, ইচ্ছা ও প্রতিজ্ঞা যেমন প্রবল থাকা উচিত তাহার অল্পতা হওয়াতেই সেই প্রার্থনাটী মৌখিক প্রার্থনা হইয়াছে। মৌখিক প্রা-র্থনা কোন কার্য্য কারক নহে।

প্র। প্রার্থনাটী যে প্রকৃত ও আন্তরিক হইল তাহা আমরা কেমন করিয়া বুঝিতে পারি?

উ। যে জন্য প্রার্থনা করি. তাহা লব্ধ হইলেই বুঝিতে পারি, যে আমারদিগের প্রার্থনা আন্তরিক হইতেছে। অর্থাৎ হৃদয় সবল হইতেছে, ধর্ম্ম-সাহস বৃদ্ধি হইতেছে, ধর্ম্ম-ভাব উদ্দীপ্ত হইতেছে, প্রীতি ও পবি-ত্রতা দিন দিন উদার ভাব ধারণ করিতেছে, ঈশ্বরের সন্নিকর্ষ ক্রমে ক্রমে উজ্জ্বল রূপে অনুভূত হইতেছে। রোগ-মুক্ত শরীরের ন্যায় আত্মার দুর্ব্বলতা ও মলিন ভাব পরি-

হার নিবন্ধন একটি অনুভুত স্ফূর্ত্তির উদয় হওয়াই প্রকৃত আন্তরিক প্রার্থনার নিদর্শন।

প্র। প্রার্থনা ব্যতিরেকে উত্তম জ্ঞান, উজ্জ্বল মেধা, অথবা বহুদর্শন ও বহুশ্রবণ সত্ত্বেও যে মনুষ্য ঈশ্বর-লাভে সমর্থ হয় না, ধর্ম্ম-গ্রন্থ হইতে এমন একটী বাক্য উদ্ধৃত কর দেখি?

উ। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যোন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষবৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাং"। অনেক উত্তন বচন দ্বারা, বা মেধা দ্বারা, অথবা বহুশ্রবণ দ্বারা এই পরমাত্মাকে লাভ করা যায় না, যে সাধক তাঁহাকে প্রার্থনা করে, সেই তাঁহাকে লাভ করে। পরমাত্মা এরূপ সাধকের সন্নিধানে আত্ম-স্বরূপ প্রকাশ করেন"।

প্র। ইহার দ্বারা কি প্রতিপন্ন হইতেছে?

উ। দেব-প্রসাদ ভিন্ন নিরবচ্ছিন্ন আত্ম-প্রভাব বলে কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না। সকল বিষয় সুসিদ্ধ জন্য আত্ম-প্রভাব ও দেব-প্রসাদ এই উভয়েরই নিতান্ত প্রয়োজন।

অনুতাপ ।

প্র। সেই শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পরমেশ্বর কেমন করিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নিয়ম উল্লঙ্ঘন জনিত ন্যায়-বিহিত দণ্ড দিয়া আবার তাহা হইতে পাপীকে শোধন ও সংস্কৃত করত অমৃত ধামের যাত্রী করিয়া লইবেন ?

উ। ঈশ্বরের সৃষ্টির লক্ষ্য সম্পূর্ণরূপে অবগত হইতে পারিলে সহজেই এই প্রশ্নের উত্তর লাভ করা যায়। প্রথম জানা কর্ত্তব্য যে পরমেশ্বরের বিচিত্র সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি !

প্র। জগদীশ্বরের এই বিচিত্র সৃষ্টির লক্ষ্য কি ?

উ। দুঃখ হ্রাস হইয়া ক্রমাগতই সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়, শোক সন্তাপের অবসান হইয়া নিরবচ্ছিন্ন শান্তি সমীরণ প্রবাহিত

হয়, এই সেই সত্য-কাম মঙ্গল-সঙ্কল্প মহান্ পুরুষের অভিপ্রেত।

প্র। পরমেশ্বর কি জন্য মনুষ্য জাতিকে সৃষ্টি করিয়াছেন ?

উ। মনুষ্যের সৃষ্টি বিষয়ে পূর্ণ-জ্ঞান অনন্ত-মঙ্গল পরমেশ্বরের এই উদ্দেশ্যই প্রকাশ পাইতেছে যে তিনি নিরবচ্ছিন্ন সুখের জন্য, উন্নতির জন্য, তাঁহার চির-সহবাস জনিত ভূমানন্দ লাভে অধিকারী করিবার নিমিত্তই কেবল মনুষ্য-কুলকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার কেবল এই এক মহদভিপ্রায় যাবতীয় সৃষ্টি-কৌশলে এবং মনুষ্যের আত্ম-পটে অতি জাজ্বল্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে। বিশেষতঃ যিনি পূর্ণ-মঙ্গল তাঁহার রাজ্যে যে নিরবচ্ছিন্ন মঙ্গলই সংঘটিত হইবে, যিনি করুণার সাগর প্রেমের আকর তাঁহার প্রত্যেক ক্রিয়াতেই যে কেবল অখণ্ড করুণার অনন্ত প্রেমেরই নিদর্শন প্র-

কাশ পাইবে ইহা তো স্বতঃসিদ্ধ অভ্রান্ত সত্য।

প্র। মঙ্গল ও অমঙ্গল কাহাকে বলে ?

উ। জগতে দুঃখ শোক পাপ তাপ আত্ম-গ্লানিই অমঙ্গল এবং সুখ শান্তি আত্ম-প্রসাদই প্রকৃত মঙ্গল।

প্র। পরমেশ্বর যদি পূর্ণ-মঙ্গল হন, তবে তাঁহার মঙ্গল-রাজ্যে প্রতি নিয়ত দুঃখ শোক অমঙ্গল কেন সংঘটিত হইতেছে ?

উ। সেই মঙ্গলময়ের বিশ্বরাজ্যে বাস্তবিক অমঙ্গল প্রকৃত দুঃখ তো কিছুই নাই। সকল ঘটনায় সকল কার্য্যে কেবল তাঁহারই অকৃত্রিম প্রেম অনুপমদয়া অতুল স্নেহ ভাবই প্রকাশ পাইতেছে। জগতে এমন একটী ঘটনা একটী কার্য্যও নাই যাহাতে ঈশ্বরের পরিশুদ্ধ মঙ্গলভাবের ঈষৎ বিপরীত লক্ষণ প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

প্র। রোগ শোক অকাল মৃত্যুতে আমার-

দিগের প্রতি জগদীশ্বরের কি অতুল স্নেহ প্রকাশ পাইতেছে? এবং ইহাতে তাঁহার কি মঙ্গলভাবের সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রকাশিত হইয়া থাকে?

উ। রোগ শোক অকাল মৃত্যু তো আমারদিগের অমঙ্গলের নিদান ভূত নহে, তদ্বারাই আমরা জগৎপাতার প্রকৃত ন্যায় ও পরিশুদ্ধ মঙ্গলভাব অতি স্পষ্টরূপেই দেখিতে পাই। সংসারে জরা মৃত্যু রোগ শোক প্রভৃতি না থাকিলেই বরং তাঁহার পূর্ণমঙ্গল ভাবের বৈলক্ষণ্যই দৃষ্ট হইত।

প্র। আমারদিগের রোগ শোক জরা মৃত্যুতে ঈশ্বরের কি স্নেহ দয়া প্রকাশ পায়?

উ। জগদীশ্বরের প্রতিষ্ঠিত কল্যাণগর্ভ শারীরিক নিয়মাদি উল্লঙ্ঘনের প্রকৃত দণ্ডই যে রোগ যন্ত্রণা তাহা বোধ হয় আর কাহারও অবিদিত নাই। অতএব পরমেশ্বর

কেবল তাঁহার অতুল স্নেহ-গুণেই মানবকুলকে ভাবী মহত্তর বিপৎ পাত হইতে, স্বেচ্ছাচারিতা হইতে, অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্যই দুঃখ ক্লেশে নিক্ষেপ করেন।

প্র। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নিয়মাদি উল্লঙ্ঘন করিলে তিনি আমারদিগকে দণ্ড বিধান করেন, অসহ্য যন্ত্রণা প্রদান করেন, কাল কবলে নিক্ষেপ করেন, ইহাতে আর তাঁহার ন্যায় মঙ্গলের কি নিদর্শন প্রকাশ পায়?

উ। পরমেশ্বর যদি নিরবচ্ছিন্ন ন্যায়বান্ হইতেন তাহা হইলে তিনি পাপের অনুরূপ দণ্ড দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতেন কিন্তু তিনি আবার করুণামঙ্গলে পূর্ণ বলিয়াই তাঁহার ন্যায়-বিহিত দণ্ডের মধ্য হইতেই আমারদিগকে মঙ্গল-পথে আকর্ষণ করেন, রোগ যন্ত্রণার অভ্যন্তর হইতেই তিনি আমারদিগকে

আবার সুখ শান্তির কল্যাণময় পথ প্রদর্শন করেন।

প্র। আমারদিগের রোগ শোকে কি রূপে ঈশ্বরের ন্যায়-মঙ্গলের অব্যর্থ নিদর্শন প্রদর্শিত হইয়া থাকে ?

উ। আমরা সেই ন্যায়বান্ রাজার প্রতিষ্ঠিত নিয়ম যে পরিমাণে উল্লঙ্ঘন করি, সেই পরিমাণেই যখন তজ্জনিত অব্যর্থ দণ্ড ভোগে প্রবৃত্ত হই, তখনই আবার তাঁহার করুণা মূর্ত্তিমতী হইয়া সেই দুর্নি্বার্য্য যন্ত্রণানল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য অবতীর্ণ হইতে থাকে। রোগ যন্ত্রণা প্রভৃতি যেমন তাঁহার নিরূপম ন্যায় পরতার অব্যর্থ কার্য্য, তেমনি ঔষধ পথ্য প্রভৃতি যাবতীয় রোগঘ্ন ও যন্ত্রণা নিবারক পদার্থ সকলও তাঁহার করুণা-মঙ্গল ভাবের অমোঘ সৃষ্টি। যেমন তাঁহার আদেশ অবহেলা করিয়া রোগাক্রান্ত হওত অসহ্য য-

ন্ত্রণা সম্ভোগ করি, তেমনি আবার সেই রোগ শয্যাতেই তাঁহার করুণা-বিতরিত ঔষধ পথ্য সেবন করিয়া আরোগ্য লাভের চেষ্টা পাই।

প্র। তিনি যদি নিরবচ্ছিন্ন ন্যায়বান্ হইতেন তাহা হইলে কি হইত?

উ। পরমেশ্বর যদি কেবল ন্যায়বান্ হইতেন, তাহা হইলে তিনি জীব জন্তুকে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ভৌতিক ও শারীরিক নিয়মাদি উল্লঙ্ঘনের অনুরূপ দণ্ড দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতেন। মনুষ্য তাঁহার নির্দ্দিষ্ট শারীরিক নিয়ম অতিক্রম করিয়া রোগ তাপে ক্ষত বিক্ষত হইত, পৃথিবীতে এমন এক বিন্দু ঔষধ পথ্য থাকিত না যে তাহা সেবন করিলে রোগের অবসান হয়, ভগ্ন শরীর আবার বল বীর্য্য উদ্যমে পুনরুত্থিত হইতে সমর্থ হয়। পরমেশ্বর ন্যায়-মঙ্গলে পূর্ণ বলিয়াই জগতে এই পরমাশ্চর্য্য সামঞ্জস্য

ভাব দেখিয়া কৃতার্থ হইতেছি। এবং জীবন-যৌবনে সুখ-ঐশ্বর্য্যে আমরা আবার দিন দিন উন্নত হইতে পারিতেছি।

প্র। ইহাতে তাঁহার ন্যায় মঙ্গলের সামঞ্জস্য ভাব দেখা যাইতেছে সত্য বটে কিন্তু কোন কোন সময়ে তাঁহার বিতরিত ঔষধ পথ্যাদি সেবন করিয়াও মনুষ্যের রোগের শান্তি না হইয়া বরং অকাল মৃত্যু হইয়া থাকে কেন?

উ। পরমেশ্বর তো আমারদিগের শরীরকে চিরস্থায়ী করিয়া সৃষ্টি করেন নাই, ভূলোককেও তো তিনি মনুষ্যের উন্নতির চরম স্থান এবং অকিঞ্চিৎকর পার্থিব-সুখকেও তো তিনি তাহার সর্ব্বস্ব করিয়া দেন নাই। তিনি নরদেহকে একটী পরিমিত কালের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই নির্দ্ধারিত সময় মধ্যে কোন মনুষ্য যদি পুনঃ পুনঃ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত

নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া শরীরের অস্থি মাংস শিরা শোণিত প্রভৃতি দৈহিক উপকরণ সকলকে এককালে এমন জীর্ণ ও অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে, যে আর তাহা কোন রূপেই কার্য্য-ক্ষম হইতে পারে না এবং তাদৃশ শরীর লইয়া জীবিত থাকিলে দুঃখ যন্ত্রণার আর পরিসীমা থাকে না সুতরাং জ্ঞান ধর্ম্ম উপা-র্জ্জন জনিত আত্মার উন্নতিরও সম্যক্ ব্যাঘাত জন্মে, তখনই সেই করুণা-পূর্ণ পরমেশ্বর অচিকিৎস্য অনারোগ্য রোগের প্রকৃত ঔষধ স্বরূপ মৃত্যুকে প্রেরণ করত মনুষ্যের সকল দুঃখের অবসান করেন, সকল ক্লেশের শান্তি করিয়া তাহার প্রাণ-বিহঙ্গকে পর-লোকের কল্যাণময়-পথে পরিভ্রমণ করিতে সমর্থ করেন। অতএব মৃত্যু মর্ত্ত্য-লোকদি-গের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় ও একান্ত মঙ্গলেরই নিদান ভূত।

প্র। মৃত্যু যে দুরারোগ্য রোগের একমাত্র

ঔষধ, ইহা কি মনুষ্যের ক্ষীণ বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয় না ?

উ। সংসার ও জীবন মনুষ্যের এত প্রিয় হইলেও যখন অচিকিৎস্য ও দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া নরদেহ ভগ্ন ও জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া পড়ে, যখন দুর্ব্বিসহ রোগ যন্ত্রণানল প্রদীপ্ত হইয়া হৃদয় মনকে দগ্ধ করিতে থাকে, এবং সকল প্রকার উন্নতির দ্বারকে এককালেই অবরুদ্ধ করিয়া ফেলে, তখন আপনা হইতেই মনুষ্যকে ব্যাকুল হৃদয়ে কাতর স্বরে ঈশ্বর-সন্নিধানে কেবল মৃত্যুরই প্রার্থী হইতে দেখা যায়। যখন রোগ-জর্জ্জরিত দেহের উত্থান শক্তি বা সঞ্চলন সামর্থ্য নিঃশেষিত হইয়া যায়, তখন তাদৃশ অকর্ম্মণ্য শরীর লইয়া জীবিত থাকা যে কেবল বিড়ম্বনা মাত্র, তাহা প্রত্যেক মনুষ্যই স্বীকার করিয়া থাকেন। এবং তাদৃশ অসহায় অবস্থাতে ঈশ্বরের অতুল প্রসাদ-স্বরূপ

মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রতি মনু-
ষ্যই প্রতীক্ষা করিয়া থাকে।

প্র। শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন ও
উল্লঙ্ঘন জনিত দণ্ড পুরস্কার বিষয়ে ঈশ্ব-
রের ন্যায় ও করুণা-ভাবের সামঞ্জস্য দেখা
যাইতেছে সত্য বটে কিন্তু ধর্ম্ম-নিয়ম বিষয়ে
কিরূপে ইহার সমন্বয় হইতে পারে ?

উ। জগদীশ্বর যখন সামান্য জড়-শরী-
রকে রক্ষা করিবার জন্য প্রতিক্ষণই তাঁহার
ন্যায় ও করুণা প্রদর্শন করিতেছেন তখন
কি তিনি পৃথিবীর শিরোভূষণ, তাঁহার
সৃষ্টির সার, অতি স্নেহের ধন উন্নতিশীল
জীবাত্মাকে পাপ ও মলিনতা হইতে উদ্ধার
করিবার জন্য অন্যতর নিয়ম সংস্থাপন
করিবেন ? না তাঁহার সৃষ্টি-কার্য্যের এই
গুরুতর বিষয়েই তিনি উদাসীন থাকি-
বেন ? তিনি মনুষ্যের জড়-শরীর অপেক্ষা
আরো সহস্র উপায়ে অতুল যত্নের সহিত

তাঁহার চিরাশ্রিত জীবাত্মাকে রক্ষা করিতেছেন।

প্র। আত্মার সুস্থতা কিসে রক্ষা পায়?

উ। যেমন বিশুদ্ধ অন্নপান পরিসেবন, পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন স্থানে বাস করিলে শারীরিক সুস্থতা রক্ষা পায়, তেমনি আত্মার ক্ষুধার অন্ন পিপাসার জল পরমেশ্বর স্বয়ংই, তাঁহার পবিত্র চরণ-ছায়াই আত্মার বিরাম স্থান। যখন মনুষ্যের আত্মা নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বরের ধ্যান ধারণা ও তাঁহার পূজার্চ্চনায় নিযুক্ত থাকে, তখনই তাহার প্রকৃত সুস্থতা ও স্ফূর্ত্তির উদয় হয়।

প্র। কেমন করিয়া আত্মা বিকৃত ও অসুস্থ হইয়া পড়ে?

উ। সাংসারিক আকর্ষণে, ইন্দ্রিয় সুখের প্রলোভনে ঈশ্বর হইতে ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইলেই জীবাত্মা পাপ তাপ মলিনতাতে অভিভূত হইয়া বিকৃত ও অসুস্থ হইয়া পড়ে।

প্র। ঔষধ সেবন দ্বারা যেমন শারীরিক সুস্থতা লব্ধ হইয়া থাকে, আত্মার সুস্থতা কিসের দ্বারা লব্ধ হয়?

উ। পাপ-জনিত লজ্জা-ভয়ে বিপত্তি বিষাদে জর্জ্জরিত হইয়া আত্ম-গ্লানিতে দগ্ধী-ভূত হওত ঈশ্বর সন্নিধানে পাপ হইতে বিমুক্ত হইবার জন্য অনুতপ্ত-হৃদয়ে মুক্তি প্রার্থনা করিলে তিনি প্রসন্ন হইয়া সেই বিকৃত আত্মাতে অমৃত-বারি সিঞ্চন দ্বারা আরোগ্য বিধান করেন।

প্র। কেবল অনুতাপ দ্বারাই কি পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়?

উ। তাহার আর সন্দেহ কি? জড় শরীর যেমন জড় ঔষধ সেবন দ্বারা রোগ-মুক্ত হয়, -চিন্ময়—জ্ঞানময় আত্মার বিকার সেইরূপ অনুতাপ ও প্রার্থনা দ্বারাই বিদূ-রিত হইয়া থাকে। কোন প্রকার বাহ্য-ক্রিয়া বাহ্যানুষ্ঠান অথবা বাহ্য-উপকরণ

দ্বারা আধ্যাত্মিক পাপ-রোগের কোন মতেই শমতা হয় না। অনুতাপই কেবল আত্ম-বিকার অপনয়নের একমাত্র পরম ঔষধ।

প্র। অনুতাপই যে কেবল পাপের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত, কোন প্রাচীনতম শাস্ত্রীয় বচন দ্বারা তাহা সপ্রমাণ কর দেখি?

উ। "কৃত্বা পাপং হি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে। নৈবং কুর্য্যাং পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পূযতে তু সঃ। পাপ করিয়া তন্নিমিত্ত সন্তাপ করিলে সেই পাপ হইতে সে মুক্ত হয়। এমত কর্ম্ম আর করিব না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলে সে পবিত্র হয়"। মনু সংহিতা।

প্র। পাপী ব্যক্তি দুঃখ শোকে আত্মগ্লানিতে জর্জ্জরিত হইয়া অনুতপ্ত-হৃদয়ে ঈশ্বর-সন্নিধানে প্রার্থনা করিলে এবং ভবিষ্যতে পাপানুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত থাকিতে যত্নবান হইলেই যদি ঈশ্বর তাহার বিকৃত

আত্মাকে প্রকৃতিস্থ করেন, তবে পাপীর ঘোরতর যন্ত্রণা ভোগ আর কৈ হইল ?

উ। প্রথম জানা কর্ত্তব্য যে দণ্ড বিধান করিবার উদ্দেশ্য কি ? পরমেশ্বর কেবল তাঁহার অপরাধি অসৎ পুত্রকে শোধিত ও সংস্কৃত করিবার জন্যই দণ্ড বিধান করেন, তিনি কেবল শিক্ষার জন্যই মনুষ্যের আত্মাকে দুঃখ গ্লানিতে দগ্ধীভূত করেন। পাপী যদি স্বীয় অনুষ্ঠিত পাপ জনিত ঈশ্বরের ন্যায় বিহিত দণ্ড ভোগ করিয়া শোধিত ও সংস্কৃত হয়, চৈতন্য লাভ করে, তাঁহার পদানত হইয়া পড়ে, তবে আর তাহাকে পাপানলে দীর্ঘকাল দগ্ধ করিবার প্রয়োজন কি ? ঈশ্বর যে জন্য দণ্ড বিধান করেন, যখনই তাঁহার সেই উদ্দেশ্য সংসাধিত হয়, তখনই তিনি পাপীকে পাপ যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি দিয়া আরোগ্য বিধান করেন। প্রেমামৃত সিঞ্চন দ্বারা তখনই সেই বিকৃত আ-

আকে প্রকৃতিস্থ করেন। ঈশ্বরের যদি উদ্দেশ্যই সংসাধিত হইল, তবে কেন আর তিনি অকারণে পাপীকে দুঃখ যন্ত্রণায় দগ্ধ করিবেন।

প্র। পাপ করিয়া যদি প্রার্থনা করিলেই ক্ষমা প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং পরিণামে পাপ করিব না, এরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেই যদি নিষ্কৃতি লাভ করা যায়, তাহা হইলে পৃথিবীতে তো সকল মনুষ্যই পাপ করিয়া একবার ঈশ্বর সন্নিধানে ক্ষমা প্রার্থনা ক-রিয়া পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে?

উ। মৌখিক প্রার্থনা করিলে কি হ-ইবে? আমরা যথার্থ অনুতপ্ত হইয়া সর্ব্বা-ন্তঃকরণের সহিত ঈশ্বর-সন্নিধানে প্রার্থনা করিতেছি কি'না, আমরা প্রকৃতরূপে শো-ধিত ও সংস্কৃত হইবার উপযুক্ত হইয়া তাঁহার প্রসাদ-বারি যাচ্ঞা করিতেছি কি না, তাহা তো তিনি স্পষ্ট সন্দর্শন করিতে-

ছেন। তিনি সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বান্তর্যামী, তিনি আমারদের প্রত্যেকেরই হৃদয়ের গূঢ় কামনা, আত্মার অতি গোপনীয় ভাব সকল সুন্দররূপে নিরীক্ষণ করিতেছেন। যাঁহার নিকটে অন্ধকারও কোন গূঢ় পাপকে লুক্কায়িত করিয়া রাখিতে পারে না, লৌহ পাষাণও যাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে অবরোধ করিতে সমর্থ হয় না, তাঁহার নিকটে মৌখিক প্রার্থনা, বাহ্যিক কাতরতাও কোনক্রমে পাপীকে পাপ-জনিত অপরাধ হইতে বিমুক্ত করিতে সক্ষম হয় না।

প্র। মনুষ্য পাপানুষ্ঠান করিলে তজ্জনিত অপরাধে তাহাকে অনন্ত নরকে—অনন্তদুঃখে নিক্ষেপ করিলে কি ঈশ্বরের ন্যায় ও মঙ্গল ভাবের সমাঞ্জস্য রক্ষা পায় না?

উ। পাপের অনুরূপ দণ্ড দেওয়া, দোষের অনুমত শাস্তি বিধান করা যখন মনু-

ষ্যের এই ক্ষীণ বুদ্ধিতেই বৈধ বলিয়া প্রতি-
পন্ন হইতেছে, তখন কি ঈশ্বর অণুপ্রমাণ
পাপের জন্য, তাঁহার সহস্র নিয়মের মধ্যে
দুই একটী নিয়ম উল্লঙ্ঘনের নিমিত্ত তাঁহার
চিরাশ্রিত চিরানুগত জীবকে অনন্ত নরকা-
গ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন? না তাঁহার আদেশ
অবহেলা করাতে তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া
তাঁহার দ্বারের চিরভিখারি দুর্ব্বল মনুষ্যকে
অশেষ যন্ত্রণানলে অনন্ত-জীবন দগ্ধ করিয়া
মনুষ্যের অপেক্ষাও হীন ভাব, অসুরের
অপেক্ষাও অপকৃষ্ট ব্যবহার প্রকাশ করি-
বেন? পাপজনিত অপরাধের নিমিত্ত পা-
পীকে অনন্ত নরকে নিক্ষেপ করিলে কোন-
রূপেই তাঁহার ন্যায় ও মঙ্গল ভাবের সমতা
রক্ষা পায় না। শোক দুঃখে সন্তাপ-বিষা-
দেও আমারদিগের প্রতি সেই পূর্ণমঙ্গল
পরমেশ্বরের অজস্র-স্নেহ-বারি বর্ষিত হইয়া
থাকে। আমরা যখন পাপ তাপে জর্জ্জরিত

হইতে থাকি আমারদিগের প্রতি তখনও তাঁহার করুণার বিশ্রাম হয় না।

প্র। আমরা যখন তাঁহার ন্যায় বিহিত দণ্ড ভোগ করিতে থাকি, তখনও কি তিনি স্নেহ-নয়নে আমারদিগকে নিরীক্ষণ করেন?

উ। পৃথিবীতে রাজা বা সম্রাট্ ঈশ্বরের উদার অনন্ত মঙ্গল-ভাবের অণুমাত্র অনুকরণ করিয়াই যখন রাজবিদ্রোহী অথবা তাঁহার রাজ্যের শান্তি অপহারক দস্যু বা তস্করদিগের কৃত-অপরাধ জন্য কারা গৃহে নিরুদ্ধ করিয়াও তাহাদিগের শারীরিক সুখ-সাধন ও বল-বর্দ্ধন জন্য বিবিধ উপায় বিধান করেন এবং তাহারদিগের চরিত্র শোধন ও আত্মোন্নতি সংসাধনের জন্য সর্ব্বতো ভাবে চেষ্টা করেন, তখন কি সেই ত্রিভুবনের রাজা ন্যায়-মঙ্গলে পরিপূর্ণ পরমেশ্বর, তাঁহার অপরাধি সন্তানের প্রতি কেবল নির্দ্দয় ব্যবহার করিবেন?

তিনি কি অণুমাত্র দোষের জন্য একেবারে দুঃখ ক্লেশের অসীম অপার সমুদ্রে আমারদিগকে অনন্ত কালের জন্য নিক্ষেপ করিয়া আপনি স্নেহ-শূন্য হইয়া নিশ্চিন্ত ভাবে অবস্থান করিবেন? ইহা কি কখন মনেও কল্পনা করা যাইতে পারে। জ্ঞান-চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ না করিলে, বুদ্ধির এককালে মূলোচ্ছেদ না করিলে আর কাহারও এরূপ বিপর্য্যয় বিশ্বাস হইবার সম্ভাবনা নাই।

প্র। কোনরূপ অবৈধ কার্য্য করিয়া পৃথিবীস্থ রাজা বা সম্রাট্‌-সন্নিধানে তজ্জন্য অনুতপ্ত-হৃদয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিলে কারা-মুক্ত হওয়া যায় না কেন?

উ। মনুষ্য একদেশদর্শী, পরিমিত-বুদ্ধি, পরতন্ত্র ও অপূর্ণজীব বলিয়া অন্যের বাহ্যিক কাতরতাতে বিনয়-বাক্যে বা রোদন ধ্বনিতে প্রতারিত হইবারই সম্ভাবনা। মনুষ্যের এমন শক্তি নাই, যে কাহারও হৃদয়ের গূঢ়

ভাব তিনি সন্দর্শন করেন, অথবা কাহারও আন্তরিক অতি গুপ্ত অভিসন্ধি তিনি সুন্দর-রূপে অবগত হইতে সমর্থ হয়েন। সেই জন্য রাজা বা সম্রাট্ কোন ব্যক্তিকে কোনরূপ কৃত-অপরাধ জন্য একবার কিছু কালের নিমিত্ত কারাবদ্ধ করিয়া পরে তাহার বাহ্য-ক্রিয়া দ্বারা শোধিত হইতে দেখিলেও সহসা কারা মুক্ত করিতে সমর্থ হন না। কারামুক্ত করা-দূরে থাকুক, মনুষ্য একদেশদর্শী, পরিমিত-বুদ্ধি বলিয়া কতশত নিরপরাধী সাধু, অতি বিচক্ষণ, সদ্‌বিদ্যাশালী সুবিচারক দ্বারাও কারারুদ্ধ হইতেছে, এবং কত অসংখ্য অপ-রাধী ব্যক্তিও সাধুর ন্যায় সর্ব্বত্র সমাদর লাভ করিতেছে। সর্ব্বদর্শী সর্ব্বান্তর্যামী ঈ-শ্বর ভিন্ন মনুষ্যের হৃদয়ের প্রকৃত ভাব ও অবস্থা বুঝিয়া তদনুরূপ দণ্ড পুরস্কার দিবার আর কাহারও ক্ষমতা নাই।

প্র। পৃথিবীতে মনুষ্য পাপ-কলঙ্কিত

অতি সামান্য জীব হইলেও যখন তাহার সন্তান সন্ততিকে কুৎসিত স্বভাব ও অবাধ্য হইতে দেখিলে তাহাকে পরিত্যাগ করেন, কিন্তু ঈশ্বর, যিনি ন্যায়-মঙ্গলে পরিপূর্ণ শুদ্ধ অপাপ-বিদ্ধ মহান্ পুরুষ, তিনি কি তাঁহার সন্তানকে অবাধ্য ও পাপ তাপে অভি-ভূত দেখিলেও তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন না?

উ। ঈশ্বরের অনন্ত অতুলন পিতৃ-স্নেহ-প্রেমের সহিত মনুষ্যের সঙ্কীর্ণ অসম্পূর্ণ যৎ স্বল্প স্নেহ-মমতার কি তুলনা হয়? মনুষ্য ক্ষীণবল বলিয়াই স্বীয় অবাধ্য ও অশিষ্ট পুত্রকে শিক্ষিত ও বশীভূত করিতে চেষ্টা করিয়া পরে অসমর্থ হইলেই পরিত্যাগ করেন। পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি জ্ঞান-শক্তি করুণা-মঙ্গলে পরিপূর্ণ, জগতে তাঁহার অসাধ্য ব্যাপার তো কিছুই নাই। আমরা যত কেন হৃদয়ে পাপমলা সঞ্চয় করি

না, যত কেন জঘন্য ও মলিন হই না, যত কেন পাপ-পঙ্কের গভীরতর প্রদেশে নিমজ্জিত হই না, তাঁহার শাসন হইতে কোথায় পলায়ন করিব। গিরিগুহা, সমুদ্র কানন, নগর গ্রাম, ইহলোক পরলোক সর্ব্বত্রেই তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত রহিয়াছে, সকল স্থানে সকল লোকেই তাঁহার অতুলন পিতৃ-স্নেহ আমারদের শোধনের জন্য, তাঁহার দুর্নিবার্য্য ঐশীশক্তি আমারদিগের গতি-মুক্তির নিমিত্ত উন্মুখ রহিয়াছে। তিনি আমারদের পর্ব্বত সমান পাপ-রাশি তাঁহার একবিন্দু করুণা-নীরে ধৌত ও প্রক্ষালিত করিতে সমর্থ হয়েন। বিদ্যুৎ প্রকাশের ন্যায় তিনি এক নিমেষের জন্য পাপ-মেঘাচ্ছন্ন হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া আমারদিগের ঘোর মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ করত এক পলকেই জীবন-প্রবাহ চিরকালের নিমিত্ত তাঁহার আদিষ্ট পথে প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন। যাঁহার করুণা-

মঙ্গলের সীমা নাই, স্নেহ-প্রেমের পার নাই, আমাদের মঙ্গলই যাঁহার উদ্দেশ্য, উন্নতিই যাঁহার অভিপ্রেত ; তিনি কি আমারদিগকে পরিত্যাগ করিবেন ? ত্যজ্য পুত্র করিয়া কি অনন্ত দুঃখে নিক্ষেপ করিবেন ? ইহা মনুষ্যের জ্ঞান যুক্তি প্রীতি বিশ্বাস কিছুরই অনুমোদিত নহে।

প্র। এমন তো সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে আমরা প্রতিনিয়ত সন্দর্শন করিতেছি, যে তাহারা পাপ-পঙ্কে এমনি নিমগ্ন হইয়াছে, মোহ নিদ্রায় এমনি অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে, যে কিছুতেই আর চেতন হইতেছে না, তাহারদিগের গতি-মুক্তির কি হইবে ?

উ। ঈশ্বর এমনি বিচিত্র কৌশলে তাঁহার বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন, জগতের সঙ্গে জীবাত্মার এমনি একটী পরমাদ্ভূত সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, যে কস্মিন্ কালে

নির্ব্বিঘ্নে চির-জীবন তাঁহার নিষিদ্ধ পথে মনুষ্য কখনই গমন করিতে সমর্থ হয় না। নানা কারণে আপনা হইতেই ভয়েতে গ্লানিতে জর্জ্জরিত হইয়া তাঁহার আদিষ্ট পথে প্রত্যাগমন করিতেই হয়। নানা বিষয়ে উত্যক্ত ও অতৃপ্ত হওত দীপ্ত-শিরা হইয়া ঈশ্বরের চরণ-ছায়ায় আসিয়া সুশীতল হইতেই হয়।

মনুষ্য পাপতাপে মলিন হইয়া কোথায় বা পলায়ন করিবে। ঈশ্বর-প্রসাদে মনুষ্যের আত্মা যেমন অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হইয়াছে, তেমনি আবার গিরি গুহা, সমুদ্র কানন, নগর গ্রাম, ইহলোক পরলোক সর্ব্বত্রেই তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত রহিয়াছে, তাঁহার বিশ্বতশ্চক্ষু সমুদায় বিশ্বমণ্ডলকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করিতেছে। তখন তিনি তাঁহার রাজ্যে পাপীকে, এক বৎসরে না হয়, দশ বৎসরে, সুখ সম্পদে

না হয়, দুঃখ দরিদ্রতাতে, আমোদ কোলাহলে না হয়, মৃত্যু শয্যাতে, ইহলোকে না হয়, পরলোকেও তিনি তাহার লৌহ-বদ্ধ হৃদয়-কবাট ভেদ করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিবেন। "তিনি ক্লেশের পর ক্লেশ দিয়া, দুর্ভিক্ষের পর দুর্ভিক্ষে লইয়া গিয়া তাহাকে জাগ্রৎ করিবেন"। তীব্রতর আত্ম-গ্লানিরূপ দুর্নিবার্য্য অনল তাহার অন্তরে প্রজ্বলিত করিয়া দিয়া তাহাকে শিক্ষিত দীক্ষিত ও পদানত করিয়া তাহার পাপ ভার বিমোচন করত অবশেষে স্বীয় শান্তিপ্রদ সুশীতল অমৃত-ক্রোড়ে নিশ্চয়ই স্থান দান করিবেন। পরমেশ্বর তো কৌতুহল চরিতার্থ করিবার জন্য একদিকে স্বর্গ, এক দিকে নরক রাখিয়া মধ্য-স্থলে তাঁহার চিরাশ্রিত চিরানুগত মনুষ্যকে স্থাপন করেন নাই। তিনি তো স্বীয় ক্রোধ-বৃত্তির চরিতার্থতার জন্য জানিয়া শুনিয়া মনুষ্যকে

দুর্ব্বল ও অল্পবুদ্ধি করিয়া সৃষ্টি করত আবার তাঁহার ধর্ম্ম-নিয়ম প্রতিপালনে অসমর্থ দেখিয়া অনন্ত-দুঃখে দগ্ধীভূত করিতে এ-খানে প্রেরণ করেন নাই। তিনি কেবল সুখের জন্য, শান্তির জন্য, শিক্ষা ও উন্নতির জন্য, তাঁহার চির-সহবাস জনিত ভূমানন্দ লাভে অধিকারী করিবার নিমিত্তই মনুষ্যকুলকে সৃষ্টি করিয়াছেন। "তিনি কখনো আমাদের সাধু-চেষ্টাতে উৎসাহ দিতেছেন, কখনো আপনার রুদ্রমুখ দেখাইয়া আমাদিগের পাপ-প্রলোভন দমন করিতেছেন, কখনো উপযুক্ত দণ্ড বিধান করিয়া আমাদের চরিত্র শোধন করিতেছেন। ঈশ্বর দণ্ডের নিমিত্ত কাহাকেও দণ্ড বিধান করেন না। তাঁহার দণ্ড, তাঁহার শাসন, মনুষ্য সকলকে সৎপথে আনিবার উপায় মাত্র। তাঁহার ন্যায়ই তাঁহার করুণা, তাঁহার করুণাই তাঁহার ন্যায়"

প্র। পরমেশ্বর পাপীকে অনন্ত শাস্তি, অনন্ত নরক-যন্ত্রণা প্রদান করিলে কি তাঁহার কোন মঙ্গল অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হয় না ?

উ। পরমেশ্বরের লক্ষ্য-শূন্য কোন কার্য্যই নাই। এই বিচিত্র বিশ্বের প্রতি কৌশলেই তাঁহার কোন না কোন প্রকার মঙ্গল লক্ষ্য আছে, তাঁহার সকল নিয়মেরই কোন না কোন রূপ সুখ-শান্তি প্রসব করিবার শক্তি আছে। পাপীকে অনন্ত নরকে নিক্ষেপ করিলে ঈশ্বরের আসুরিক ক্রোধ-বৃত্তি চরিতার্থ এবং মনুষ্যের প্রতি তাঁহার অলৌকিক বৈর-সাধন ভিন্ন আর কোন লক্ষ্যই সম্পন্ন হয় না, এবং তাঁহার আর কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। ঈদৃশ অযৌক্তিক ও অন্যায্য দণ্ড বিধান করিলে তাহাতে না পাপীরই শিক্ষা হয়, না জগতেরই কোন উপকার দর্শে।

প্র। অনুতাপ ও প্রার্থনা দ্বারা যে

পাপী পাপ-ভার হইতে বিমুক্ত হয়, তাহা কিরূপে অনুভূত হইয়া থাকে?

উ। রোগী যেমন রোগ-মুক্ত হইলে আপনা হইতেই তাহার অন্তরে এক প্রকার স্ফূর্ত্তির উদয় হয়, পাপী সেইরূপ পাপ-মুক্ত হইলে আধ্যাত্মিক সুস্থতার অমোঘ নিদর্শন স্বরূপ হৃদয়ে বিশদ আত্ম-প্রসাদের আবির্ভাব হইতে থাকে। তিমির-মুক্ত-গগণে পূর্ণশশধরের উজ্জ্বল প্রকাশের ন্যায় তাহার অন্তরাকাশে ঈশ্বরের আবির্ভাব স্পষ্ট অনুভূত হইতে থাকে। মনের দেবভাব সকল স্ফূর্ত্তি যুক্ত ও প্রভান্বিত হইতে আরম্ভ হয়। হৃদয়ের সমুদায় বিকৃত ভাব অন্তরিত হইয়া ঈশ্বরের শ্রবণ মনন ও তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন বিষয়েই তখন তাহার আন্তরিক অভিরুচি হইতে থাকে।

পরলোক।

—∘∘∘—

প্র। পরলোকের অস্তিত্ব আমরা কেমন করিয়া বুঝিতে পারি?

উ। এক আত্মার অস্তিত্বই পরলোকের অস্তিত্বের প্রমাণ।

প্র। আত্মার অস্তিত্ব হইতে পরলোকের অস্তিত্ব কেমন করিয়া আমারদিগের নিকটে প্রতিভাত হয়?

উ। আত্মার আশা আনন্দ অধিকার এবং ভক্তি প্রীতি শ্রদ্ধা প্রভৃতি সমুদায় ভাবই উদার ও উন্নতিশীল। শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভাবগতি সমুদায় সন্দর্শন করিয়া আমরা যেমন বুঝিতে পারি, যে শরীর এই অধোলোকেরই উপযোগী, তাহার বর্দ্ধন ও উন্নতি-ক্রিয়া দেখিয়া আমরা যেমন নিঃসংশয়রূপে স্থির-সিদ্ধান্ত করিতে পারি, যে

ইহার পর্য্যবসান এই পৃথিবীতেই হইবে; আত্মার এমন কোন একটি ভাবও নাই যাহা দেখিয়া আমরা বলিতে পারি, যে ইহার উন্নতির শেষ এই পৃথিবীতেই হইবে।

প্র। সকল পদার্থেরই যখন জন্ম বৃদ্ধি ধ্বংস এই অধোলোকেই হইতেছে তখন আত্মার ধ্বংস যে এখানে হইবে না, তাহা কি রূপে নিরূপিত হইতে পারে?

উ। ঈশ্বরের উন্নতিশীল পৃথ্বী-রাজ্যের কোন পদার্থেরই ধ্বংস নাই। এমন একটি পরমাণুও দৃষ্টি হয় না, যাহার এককালে বিনাশ হইয়া থাকে।

প্র। আমরা পৃথিবীতে বৃক্ষলতা প্রভৃতিকে যেমন উৎপন্ন হইতে দেখিতেছি, তেমনি তাহারা আমারদিগের সম্মুখেই ধ্বংস হইতেছে, কুত্রাপি তাহার একটু চিহ্ন-মাত্রও থাকিতেছে না, ইহা দেখিয়া কোন বস্তুর যে ধ্বংস হয় না ইহা আর কে স্বীকার করিবে?

উ। জগতের সমুদায় পদার্থই পরমাণুর সমষ্টি। সেই শিল্প-নিপুণ পরমেশ্বর স্বীয় ঐশী-শক্তি প্রভাবে পরমাণু-পুঞ্জ সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারই অখণ্ড অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম প্রভাবে, তাঁহাব মহীয়সী ইচ্ছাবলে পরমাণুর সংযোগ বিয়োগে জড়-রাজ্যের যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। আমরা পদার্থ বিশেষের জন্ম বৃদ্ধি এবং মৃত্যু দেখিয়া যে বস্তু বিশেষের ধ্বংস কল্পনা করিয়া থাকি বাস্তবিক তাহা ধ্বংস নহে, তাহা কেবল পরমাণু-পুঞ্জের রূপান্তরিত বা ভাবান্তরিত হওয়া মাত্র। আমরা কোন একটী বস্তুকে যদি চূর্ণ করি কিম্বা এককালে তাহাকে ভস্মীভুত করিয়া ফেলি তত্রাচ সেই পদার্থ-অন্তর্গত একটী পরমাণুও ধ্বংস হয় না। যদি কোন যন্ত্র-যোগে সেই ধূম ভস্ম ও বাষ্প প্রভৃতি ধৃতকরা যায়, তাহা হইলে যতগুলি পরমাণুর সংযোগে সেই বস্তুটী গঠিত হইয়া-

ছিল, ঠিক্ ততগুলি পরমাণুকেই আমরা রূপান্তরিত অবস্থায় প্রাপ্ত হইতে পারি।

প্র। সংসারের সমুদায় বস্তুই যখন পরমাণুর সমষ্টি তখন মনুষ্যের মৃত্যুতে যেমন শরীরের পরমাণু সমুদায় বিযুক্ত হইয়া অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, আত্মার পরমাণু সকলও তো তেমনি ভাবান্তরিত হইতে পারে!

উ। আত্মা একই বস্তু, পরমাণুর সমষ্টি নহে। আত্মা চিন্ময় জ্ঞান-পদার্থ সুতরাং জড়ের ন্যায় তাহার বিনাশও নাই ভঙ্গও নাই। বৃক্ষ লতা তৃণ গুল্ম প্রভৃতিতে যে সমস্ত জড়ীয় গুণ দৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং তাহারা যে যে নিয়মের অধীন, আমাদিগের জড় শরীরও অবিকল সেই সমস্ত নিয়মেরই বশবর্ত্তী। আকৃতি বিস্তৃতি প্রভৃতি শরীরের গুণ, প্রীতি ভক্তি, শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা, দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি আত্মার ধর্ম্ম। দ্রষ্টা স্প্রষ্টা, শ্রোতা ঘ্রাতা, মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা এবং বিজ্ঞা-

নাত্মা পুরুষ জীবাত্মাই যন্ত্রী, সুকৌশল সম্পন্ন এই বিচিত্র দেহই তাহার যন্ত্র। শরীরের মধ্য-স্থিত জীবাত্মাই বিষয়ী, আর বাহিরের সমস্ত পদার্থই বিষয়। শরীর আত্মায় যখন এত পৃথক্ তখন জড় শরীর নষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সচেতন আত্মা কেমন করিয়া বিনষ্ট হইবে। "নহন্যতে হন্যমানে শরীরে" শরীর নষ্ট হইলে আত্মা নষ্ট হয় না। যখন বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা পরমাণুই অবিনশ্বর বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে তখন "নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি নৈনং দহতি পাবকঃ। ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষযতি মারুতঃ*" এমন যে আত্মা, তা-

---

*"ইহাকে অস্ত্র ছেদন করিতে পারে না, ইহাকে অগ্নি দহন করিতে পারে না, ইহাকে জল সটিত করিতে পারে না, এবং ইহাকে বায়ুও শুষ্ক করিতে পারে না"।

তার যে ক্ষয় হইবে, ধ্বংস হইবে, ইহা কোন প্রকারেই সপ্রমাণ হইতে পারে না। বরং এই উপমিতি দ্বারা আত্মা যে অবিনশ্বর তাহাই দৃঢ়ীভূত হইতেছে।

প্র। পরমাণুর ধ্বংস হইলে কি হইত?

উ। পরমাণুর ধ্বংস হইলে জগতের ঈদৃশ শোভা সৌন্দর্য্য কিছুই থাকিত না। পরমাণুর বিলোপে আকর্ষণ শক্তির ন্যূনাতিরেক উপস্থিত হইয়া সংসারে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইত। পরমাণু ক্ষয়-শীল না হওয়াতেই বসন্তের শোভা, গ্রীষ্মের উত্তাপ, বর্ষার বারি ধারা, শীতের প্রাদুর্ভাব সমুদায়ই রক্ষা পাইতেছে। জগদীশ্বরের এই বিচিত্র কৌশল ক্রমে কি অধোলোকের, কি সৌরজগতের যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে।

প্র। মনুষ্যের প্রীতি ভক্তি শ্রদ্ধা এবং আশা আনন্দের ভাব দেখিয়া কেমন করিয়া

আমরা বুঝিতে পারি যে আত্মা কেবল ইহ-লোকের জন্য নহে?

উ। জগদীশ্বর যে বস্তুকে সংসারের জন্য সৃষ্টি করিতেছেন তাহার সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গই সংসারের উপযোগী কিন্তু আত্মার এমন কতকগুলি ভাব আছে যাহা কোন ক্রমে কোন অংশেই পৃথিবীর উপযোগী নহে। প্রত্যুত অধোলোকের সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবাপন্নই দেখা যায়।

প্র। শরীরের কোন্ কোন্ অঙ্গ, এবং মনের কোন্ কোন্ বৃত্তিই বা সংসারের উপযোগী এবং সংসারেই প্রকৃত রূপে চরিতার্থ হয় এবং আত্মার কোন্ কোন্ ভাবই বা এখানে সম্যক্ পরিতৃপ্ত হয় না?

উ। শরীরের প্রত্যেক অঙ্গই সংসারের উপযোগী, চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই এখানে আপনাপন উপভোগ্য বিষয় লাভ করিয়া চরিতার্থ হইতেছে। মনের স্নেহ

মমতা প্রভৃতি প্রায় যাবতীয় বৃত্তিই এখানে এককালে পরিতৃপ্ত হইতেছে কিন্তু প্রীতি প্রভৃতি কয়েকটী বৃত্তি এখানে কোনমতেই সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ হইতেছে না। সংসারের যে কোন সুন্দর সমুন্নত পদার্থের প্রতি কেন তাহা নিয়োজিত হউক না, সে তদপেক্ষাও উন্নত ও পরিশুদ্ধ বিষয়ের জন্য ব্যাকুল হয়। শ্রদ্ধা ভক্তি কেন পৃথিবীর যার পর নাই, গুরুজনের প্রতি সমর্পিত হউক না, তথাপি তাহারা তদপেক্ষাও পরম পবিত্র পূজ্যপাদ ভূমা পদার্থে বিলীন হইবার জন্য আশা করে। এতদভিন্ন মনুষ্যের যে প্রকৃত সুখতৃষ্ণা, সমুন্নত আনন্দ স্পৃহা, কোনরূপেই এই অধোলোকে চরিতার্থ হয় না। এবং আত্মার আরো কতকগুলি এমন গূঢ় গম্ভীর ভাব এখানে কলিকা অবস্থাতে রহিয়াছে যাহা লোকান্তরে ঈশ্বরের সন্নিকর্ষরূপ বসন্ত সমীরণের সংস্পর্শ ব্যতীত কোনরূপেই প্রস্ফুটিত

হইবার নহে। ইহার দ্বারাই প্রতিপন্ন হই-
তেছে যে আত্মার প্রকৃত স্ফূর্ত্তি, প্রকৃত উন্নতি
ও তৃপ্তি লাভের জন্য লোকান্তরেও ঈশ্বরের
প্রসাদ নিতান্ত প্রয়োজন। মনুষ্য কেবল
পৃথিবীর জীব হইলে তাহার অন্তরে কখনই-
পরমেশ্বর পরস্পর বিরুদ্ধ প্রবৃত্তি প্রদান
করিতেন না।

প্র। মনুষ্যের পরস্পর বিরুদ্ধ প্রবৃত্তি
কি আছে বলদেখি?

উ। মনুষ্যের বিষয়-লালসাও আছে এবং
তাহার বৈরাগ্যের ভাবও আছে। তাহার
ইন্দ্রিয়-সুখ উপভোগের প্রবলতর ইচ্ছাও
আছে এবং তাহার বিলক্ষণ বিষয়-বিরাগও
আছে। মনুষ্য যদি কেবল পৃথিবীরই জীব
হইত, তাহা হইলে তাহার স্বার্থপরতার
বিষয়-লালসার প্রতিরোধক বিষয় বিরাগ,
নিষ্কাম বৈরাগ্য, নিঃস্বার্থ ধর্ম্মনিষ্ঠা থাকিত
না। পশুর ন্যায় সাংসারিক সুখ-সাধন

উপযোগী একই প্রকার ভাব থাকিত। কর্ত্তৃত্ব-জ্ঞান ও কর্ত্তব্য-জ্ঞানও থাকিত না।

প্র। কর্ত্তৃত্ব-জ্ঞান ও কর্ত্তব্য-জ্ঞান থাকাতে কি হইতেছে?

উ। কর্ত্তৃত্ব জ্ঞান থাকাতে মনুষ্য আপনি আপনার প্রভু হইয়া শরীরকে এবং মানসিক প্রবৃত্তি সকলকে ইচ্ছানুসারে যথা অভিলষিত পথে নিয়োগ করিতেছে, কর্ত্তব্য-জ্ঞান থাকাতে মনুষ্য পাপ-পুণ্য কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করত স্বাধীনতার সহিত বিষয়ের প্রতিকুলে স্বার্থপরতার প্রতিস্রোতে অটল ভাবে শ্রেয়ের পথে অগ্রসর হইতেছে —কঠোর ধর্ম্ম কার্য্য সাধন করিতেছে। যদি সংসারই সার, যদি মনুষ্যের সংসারই সর্ব্বস্ব হইত, তাহা হইলে কর্ত্তব্য-জ্ঞানের অনুরোধে শত শত বিষয় কামনাকে কে আর ইচ্ছাপূর্ব্বক জলাঞ্জলি দিত। অজস্র সাংসারিক সুখ পরিত্যাগ করিয়া কে আর

কঠোর কষ্ট-সাধ্য ধর্ম্ম-কার্য্য সাধনে অনুরক্ত হইত। কেবল আধ্যাত্মিক ভাব সকলকে উন্নত ও প্রসস্ত করিবার জন্য সংসারের ধন মান খ্যাতি প্রতিপত্তিকে বিসর্জ্জন দিয়া প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া কে আর ধর্ম্ম-পথে—ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হইত। এই সমস্ত জাগ্রত জীবন্ত প্রমাণ সন্দর্শন করিয়াই আমরা প্রত্যক্ষ জানিতে পারি, যে মনুষ্য কোন উন্নত লোকের জন্য প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত পৃথিবীতে জ্ঞানধর্ম্ম শিক্ষা করিতে আগমন করিয়াছেন। পৃথিবীর অ-তীত ভাবে—অতীত গুণে আপনার আত্মাকে অলঙ্কৃত করিতেছেন। সংসারই মনুষ্যের চির-বিহার-ভূমি হইলে ঈদৃশ ভাব কখনই লক্ষিত হইত না।

প্র। এই পৃথিবীতে মনুষ্যের আধ্যা-ত্মিক ধর্ম্ম-ভাবের ঈষৎ স্ফূর্ত্তি ভাব দেখিয়া আত্মার উন্নতির জন্য যে লোকান্তরে গমন

করা নিতান্ত প্রয়োজন ইহা কেমন করিয়া জানিতে পারি ?

উ। ঈশ্বরের সৃষ্টির নিয়মই এই যে যেখানে যে বস্তুর যতদূর উন্নতির আবশ্যক, সেখানে তাহা ততদূর উন্নত হইয়া পরে আবার অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়। বীজের যতদিন বীজ-কোষ মধ্যে পরিণত হইবার জন্য সংস্থিত থাকা আবশ্যক, সে ততদিন তন্মধ্যে পুষ্ট হইয়া পরে তাহা ভেদ করিয়া বহির্গত হয়, কুসুম-কলিকার যতকাল কুসুম কোষ-মধ্যে আবদ্ধ থাকিবার প্রয়োজন, সে ততদিন পর্য্যন্ত বদ্ধ ভাবে অবস্থান করে, পরে তাহা বিদীর্ণ করিয়া মনোহর রূপ-লাবণ্য ধারণ করত বায়ু-সাগরে প্রস্ফুটিত হয়। শিশুর যতকাল জরায়ু-শয্যায় পরিপোষিত হইবার আবশ্যক, সে ততকাল গর্ভ-কূপে অবস্থান করে, পরে যখন তাহার উন্নতির জন্য স্ফর্ত্তির জন্য প্রসস্ত-ক্ষেত্র

প্রয়োজন হয়, তখন সে ভুমিষ্ঠ হইয়া পৃথিবীর অন্নপানে—পৃথিবীর আলোকে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। গর্ভস্থ শিশুর অপরিস্ফুট চক্ষু কর্ণ, এবং অকর্ম্মণ্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখিয়া যেমন ইহা সহজেই নিরূপিত হইয়া থাকে যে ইহার উন্নতির জন্য পৃথিবীতে আগমন করা নিতান্ত আবশ্যক, আত্মার ঈশ্বর-স্পৃহা, আত্মার ধর্ম্মানুরাগ বিষয়-বিরাগ, আত্মার প্রীতি ও পবিত্রতার ভাব এবং ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভের প্রবল-ইচ্ছা দেখিয়াও সেইরূপ নিঃসংশয়রূপে অবগত হওয়া যায় যে ইহার উন্নতির শেষ সীমা এই পৃথিবী নহে। পৃথিবী হইতে উন্নত লোকে উন্নতির জন্য গমন করা ইহার যার পর নাই প্রয়োজনীয়।

প্র। পরলোকের ভাব কখন্ আরো উজ্জ্বল রূপে দৃঢ়ীভুত হয়?

উ। যখন ঈশ্বরের উদার মঙ্গল স্বরূপ,

তাঁহার নিরুপম কারুণ্য ভাব আমারদের হৃদয়ে প্রতিভাত হয়, তখন পরলোকের অস্তিত্ব আরো সুন্দররূপে প্রতীত হইতে থাকে। তখন স্পষ্টই জানিতে পারি যে, যে করুণা-নিধান পরমেশ্বর তৃষ্ণা দিয়া জল বিধান করিতেছেন, ক্ষুধা দিয়া অন্ন পরিবেসন করিতেছেন, তিনি উন্নত সুখ-তৃষ্ণা দিয়া—দুর্নিবার্য্য ঈশ্বর-স্পৃহা প্রদান করিয়া আমারদিগকে আশানলে কখনই দগ্ধ করিবেন না। তিনি অবশ্যই দেব-লোক হইতে দেবলোকে, উন্নত লোক হইতে উন্নত লোকে লইয়া গিয়া আপনাকে দান করত সকল আশা পূর্ণ করিবেন। এভিন্ন পৃথিবীতে পাপী ও পুণ্যাত্মার অবস্থাও পরলোকের প্রয়োজনতা অতি সুন্দররূপে প্রদর্শন করিতেছেন।

প্র। পাপী ও পুণ্যাত্মার অবস্থাতে পরকালের আবশ্যকতা কি রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে?

উ। পরমেশ্বর আমারদিগের পরম ন্যা- য়বান্ রাজা। তাঁহার রাজ্যে পাপের দণ্ড, পুণ্যের পুরস্কার ন্যায্যরূপে অবশ্যই হইবে। কিন্তু এই অধোলোকে পাপীর অনুষ্ঠিত পাপজনিত প্রচুর শাস্তি ও শোধন এবং পুণ্যাত্মার প্রাণগত পুণ্যকার্য্যের পূর্ণফল ও আশানুরূপ উন্নতি হইতেছে না। সংসারই যদি মনুষ্যের শেষ গতি হয়, তাহা হইলে আর তাহার প্রকৃত উন্নতি এবং ঈশ্বরের সুমহান্ মঙ্গল লক্ষ্য আর কৈ সুসিদ্ধ হইল। সেই করুণাময় পিতা সেই ন্যায়বান্ রাজা অবশ্যই লোকান্তরে পাপের বিহিত দণ্ড এবং পুণ্যের প্রচুর পুরস্কার বিধান করিবেনই। যিনি ঈশ্বরের জন্য সংসারে সর্ব্বত্যাগী হ- ইয়া—ঈশ্বরের মুখ চাহিয়া যিনি এখান- কার সকল জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করিতেছেন তিনি অবশ্যই দর্শন দিয়া তাঁহার সকল দুঃখের অবসান করিবেন। সকল আশা পূর্ণ

করিবেন, এবং তিনি পাপীকে দুঃখাগ্নিতে নিক্ষেপ করত—শোধন করিয়া—জাগ্রত করিয়া অমৃত-ধামের যাত্রী করিয়া লওত আপনার অনুপম ন্যায় ও মঙ্গলভাব প্রদর্শন করিবেন।

প্র। পরলোকের প্রতি মনুষ্যের কখন দৃষ্টি থাকে না?

উ। যখন সে আত্ম-জ্ঞান শূন্য হইয়া কার্য্য করে, কর্ত্তৃত্ব-জ্ঞান ও কর্ত্তব্য-জ্ঞান বর্জ্জিত হইয়া পশুর ন্যায় প্রবৃত্তি-পরবশ হইয়াই ভ্রাম্যমাণ হয়—বিষয়াকর্ষণেই পরিচালিত হয়, তখন আর পরলোকের প্রতি তাহার লক্ষ্য থাকে না, নিশাগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় আপনাকে ভুলিয়াই কার্য্য করিতে থাকে। মনুষ্য যখন আত্ম-বিস্মৃত হয়—আপনাকে ভুলিয়া যায় তখন তাহার লক্ষ্য—তাহার গম্য স্থান আর কেমন করিয়া স্মরণ থাকিবে।

প্র। আত্ম-জ্ঞান কাহাকে বলে?

উ। যে জ্ঞান থাকাতে মনুষ্য আপনার স্বরূপ আপনার কর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি সুন্দর-রূপে জানিতে পারে তাহাকে আত্ম-জ্ঞান কহে।

প্র। কি করিলে মনুষ্যের পরলোকের প্রতি দৃষ্টি পতিত হয়?

উ। নিশাগ্রস্ত ব্যক্তি যেমন স্বপ্নে আপনাকে না জানিয়া কর্ম্ম করিতে থাকে এবং তাহাকে জাগ্রত করিয়া দিলেই সে আপনার ভ্রম প্রমাদ সকলই বুঝিতে পারে, সেই-রূপ মনুষ্য যখন আত্ম-জ্ঞান শূন্য হইয়া কার্য্য করে তখন কেবল তাহাকে জাগ্রত করিয়া দিবার আবশ্যক। একবার তাহার বিস্মৃতি-ভঙ্গ করিয়া দিলেই সে অমনি আপনার অন্ধতা বুঝিতে পারিয়া জাগ্রত হওত প্রকৃতিস্থ হয়, ইহলোক ও পরলোকের প্রতি তখন তাহার যথাবিধি দৃষ্টি পতিত হয়।

প্র। পরলোকের অস্তিত্ব কি আমরা সহজ-জ্ঞান ও আত্ম-প্রত্যয় দ্বারা জানিতে পারি?

উ। তাহার আর সন্দেহ কি! মৃত্যুর পর পরম ন্যায়বান্ পরমেশ্বর যে পরলোকে পাপের দণ্ড পুণ্যের অব্যর্থ পুরস্কার বিধান করিবেন, ইহা সমস্ত মানব-কুলের আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ একটী ঐকান্তিক বিশ্বাস।

প্র। কিসের দ্বারা পরলোকের বিশ্বাস আরো দৃঢ় ও সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে?

উ। ধর্ম্মের শরণাপন্ন হইলে পরলোকের প্রত্যয়টী আরো দৃঢ়ীভূত হয়। ঈশ্বরের সহিত আত্মার যোগ নিবদ্ধ করিতে পারিলে পরলোকের অতি সুন্দর আভাস এখানে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পায়। অস্থায়ী বিষয়-লালসা হইতে যত নিবৃত্ত হওয়া যায়, ধর্ম্মের আদেশে সংসারের আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া, স্বার্থপরতার কুটিল কুমন্ত্রণা তুচ্ছ

করিয়া, পাপ-প্রবৃত্তি সকলকে সংযত করিয়া যত ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হওয়া যায়, ততই অনন্তকালের প্রতি আমারদের দৃষ্টি পতিত হয়। যত জ্ঞান ধর্ম্মে প্রীতি পবিত্রতাতে উন্নত হইয়া ঈশ্বরের প্রীতি ও মঙ্গলভাব অনুভব করিতে পারি, যতই তাঁহার সহিত অধ্যাত্ম-যোগে আবদ্ধ হই, ততই হৃদয়ের সকল সংশয় বিনষ্ট হয়। যতই তাঁহাকে প্রাণের প্রাণ, আত্মার অন্তরাত্মা রূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই, ততই অন্তরে এই অটল বিশ্বাসটী দৃঢ়ীভূত হইতে থাকে যে যিনি আমার জীবনের জীবন, চিরকালের উপজীব্য, তিনি কোন কালেই তাঁহার সহবাস সুখে আমাকে বঞ্চিত করিবেন না, তিনি কোনরূপেই তাঁহার চিরাশ্রিত জীবকে সেই চির-বিহার-ভূমি নিত্য-নিকেতন হইতে—প্রকৃত স্বদেশ হইতে—চির-প্রার্থনীয় ভূমানন্দ হইতে বঞ্চিত করিয়া এখানে

চির-প্রবাসী করিয়া রাখিবেন না। পৃথিবীর এই অগভীর জলে মহাকায় তিমিমৎস্যকে কখনই অবরুদ্ধ করিয়া তাহার উন্নতির দ্বার চিরবদ্ধ করিয়া দিবেন না। তিনি আশা পিপাসা দিয়া কোন মতেই আমাকে নিরাশ করিবেন না। তিনি একবার জ্ঞান-চক্ষুর সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া—প্রতিপদের চন্দ্রের ন্যায় একবার উদিত হইয়াই একেবারে অস্তমিত হইবেন না। তিনি উদার উন্নতিশীল মহান্ আত্মাকে কখনই এই ক্ষুদ্র অন্ধকারময় সংসারে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিবেন না, তিনি অনন্ত আকাশ বিহারী উৎক্রোশ পক্ষীকে কোন মতেই এই দেহ-পিঞ্জরে নিরুদ্ধ করিয়া দগ্ধ করিবেন না। "তিনি অনন্ত কাল পর্য্যন্ত আমারদের স্পৃহাকে তৃপ্ত করিবেন—আশাকে পূর্ণ করিবেন, আত্মাকে শীতল করিবেন এবং আপনাকে প্রদান করিয়া আমারদিগকে পোষণ করিবেন"। তিনি

আত্মাকে উন্নতির পর উন্নতিতে লইয়া গিয়া তাহার ক্ষুধা তৃষ্ণা আশা আনন্দ বৃদ্ধি করিতে করিতে দেব-লোক হইতে দেব-লোকে স্বর্গ হইতে স্বর্গধামে উত্থিত করিয়া দিন দিন নূতন নূতন শ্রেষ্ঠতর মহত্তর কল্যাণতর আনন্দ বিধান করিবেন।

প্র। যখন পরলোকের উজ্জ্বল ভাব উপলব্ধি করা যায়, তখন আত্মাতে কোন্ ভাবের উদয় হয়?

উ। পরলোকের উজ্জ্বলভাব যখন হৃদয়ে প্রতিভাত হয়, তখন অন্তরে অমৃতের ভাব প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। তখন এই ভূলোক প্রবাস-গৃহ—কারা-গৃহ তুল্য বোধ হয় এবং সেই পরলোক—ব্রহ্ম-লোক আমারদিগের সন্নিধানে প্রকৃত স্বদেশের ভাব ধারণ করে। বিদেশী যেমন স্বদেশের প্রতি সস্পৃহ-নেত্রে নিরীক্ষণ করে, আমারদের মনশ্চক্ষুও তেমনি সেই শান্তি নিকেতনের

প্রতিই স্থিরীভূত থাকে। তখন এই মর্ত্ত্য-লোকে থাকিয়া আমরা অমৃতের ভাব বুঝিতে পারি। তখন পরলোকের এই অখণ্ড অবিচলিত বিশ্বাসের প্রতি নির্ভর করিয়া এই সমস্ত মহাবাক্য উচ্চারণ করিতে থাকি "যথা অহির্নিলয়নী বল্মীকে মৃতা প্রত্যাস্তা শয়ীতে এবং ইদং শরীরং শেতে,,। বল্মীকের উপরে যেমন সর্পের নির্ম্মোক পরিত্যক্ত হইয়া পড়িয়া থাকে, এই মর্ত্ত্য পৃথিবীতে সেইরূপ মৃত-শরীর পড়িয়া থাকিবে, আত্মা নব-জীবন লইয়া অন্য আকাশে উদয় হইবে। "যএতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি" যাঁহারা ইহাঁকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন,,।

স্বর্গ ও নরক

প্র। স্বর্গ শব্দের অর্থ কি?

উ। সামান্যত স্বর্গ শব্দের অর্থ সুখ-ধাম আনন্দ-ধাম।

প্র। নরক শব্দে কি বুঝায়?

উ। নরক শব্দে নিরানন্দময় দুঃখময় স্থানকে বুঝায়।

প্র। বস্তুতই কি ইহলোকের পর স্বর্গ ও নরক নামক অনন্ত সুখময় এবং অনন্ত দুঃখময় দুইটী নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে?

উ। ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেই যে মনুষ্য স্বীয় অনুষ্ঠিত পুণ্য পাপের ফলাফল সম্ভোগ জন্য এক কালেই অনন্ত-স্বর্গে বা একেবারেই যে অনন্ত নরকে নিক্ষিপ্ত হয় তাহা নহে, মনুষ্য ইহলোকে যেরূপ দুষ্কৃতি ও সুকৃতি করে, পরলোকে তদনুরূপ দণ্ড

পুরস্কার লাভ করিয়া আবার তথা হইতে আরো শ্রেষ্ঠতর উন্নততর লোকে মহত্তর কল্যাণতর সুখ ভোগের জন্য অগ্রসর হইতে থাকে। পূর্ণ-মঙ্গল পরমেশ্বরের উন্নতিশীল সুখ-রাজ্যে অনন্ত নরক বিদ্যমান থাকা কোনরূপেই সম্ভবপর নহে।

প্র। স্বর্গকে অনন্ত সুখের এবং নরককে অনন্ত দুঃখের স্থান বলিয়া উল্লেখ করিবার প্রয়োজন কি?

উ। সামান্যত জনসাধারণকে অনন্ত সুখের প্রলোভন প্রদর্শন করিয়া ধর্ম্মকার্য্যে প্রবৃত্ত করা এবং নরকের দুর্ব্বিসহ অনন্ত-দুঃখের ভয় দেখাইয়া পাপানুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত করাই শাস্ত্রকার-দিগের এক প্রকার উদ্দেশ্য ছিল। পুণ্য পাপের স্বরূপ ভাব তাঁহারদিগের নিকটে সম্যক্ প্রস্ফুটিত না হওয়াতে স্বর্গ ও নরকের স্বরূপ অর্থও সুন্দররূপে সকলে প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

সেই জন্যই সুখের লোভ ও নরকের ভয় দেখাইয়া জনসাধারণকে পুণ্যানুষ্ঠানে উৎসাহিত এবং পাপ-কার্য্য হইতে বিরত করিতে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

প্র। লোভ ভয়ে কি বাস্তবিক ধর্ম্মানুষ্ঠান হয় না?

উ। লোভ ভয়ে পরিচালিত হওয়া পশুপ্রকৃতির লক্ষণ। স্বার্থপর ব্যক্তিরাই লোভে উত্তেজিত হয়, প্রবৃত্তি-পরবশ পশুরাই ভয়েতে পরিচালিত হইয়া থাকে। ধর্ম্মের পথ স্বার্থরতার বিপরীত পথ, সুতরাং স্বর্গীয় সুখ-লোভে অন্ধ হইয়া ঈশ্বরকে উপলক্ষ করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করা, পশুর ন্যায় নরক-যন্ত্রণাভয়ে ভীত হইয়া ধর্ম্মপথে চালিত হওয়া অপেক্ষা স্বাধীন ও ধর্ম্মজীবী মনুষ্যের পক্ষে হীন ভাব আর কিছুই নাই। মনুষ্য স্বাধীন জীব, নিষ্কাম ধর্ম্মানুষ্ঠান করাই মনুষ্যের একমাত্র লক্ষ্য। মনুষ্যের

প্রকৃতি পশুপ্রকৃতি অপেক্ষা সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট। মনুষ্য ঈশ্বর-লাভের জন্য অকাতরে অম্লান বদনে শতশত বিষয়-সুখ বিসর্জ্জন দিয়া নিষ্কাম ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারে এই, তাহার শ্রেষ্ঠত্ব। ধর্ম্মের জন্য ধর্ম্মানুষ্ঠান করা, ঈশ্বরের জন্য ঈশ্বরকে লাভ করাতেই মনুষ্যের এত মহত্ব ওদেবত্ব।

প্র। নরকের ভয়ে কি পাপীর পাপপ্রবৃত্তি সংযত হয় না?

উ। "পাপীকে নরকের ভয় কি দেখাইবে? সে এখানে নরকের জ্বালা সহ্য করিতেছে; পাপীকে অনন্ত নরক, জ্বলন্ত অনল, দুঃসহ যাতনার ভয় দেখাও, তাহাতে তাহার কি হইবে? তাহার পাপের আসক্তি কি ক্ষীণ হইবে? না কেবল ভয়েরই সঞ্চার হইবে"। নরক যন্ত্রণার ভয়ে পাপী ব্যক্তি অভিভুতই হইতে পারে, কিন্তু কিরূপে তাহার ধর্ম্মানুরাগ ও ঈশ্বর-প্রীতি স্ফূর্ত্তি

পাইবে ? কি প্রকারেই বা তাহার আশা ভরসা সকল বর্দ্ধিত হইবে, কেমন করিয়াই বা পাপের প্রতি আন্তরিক ঘৃণা এবং ধর্ম্মের প্রতি ঈশ্বরের প্রতি একান্ত নির্ভরের ভাব উদ্দীপ্ত হইবে ? কিরূপেই বা তাহার পাপাসক্তি ক্ষীণ হইয়া ধর্ম্মবল লব্ধ হইবে ?

প্র। কিসের দ্বারা পাপীব্যক্তি পাপানুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে ?

উ। ঈশ্বর–প্রীতি উদ্দীপন দ্বারা। ঘোর পাপীর মোহান্ধ হৃদয়ে যদি একবার ঈশ্বর-প্রীতির উদ্দীপন করিয়া দেওয়া যায়, আজন্মকাল ঈশ্বরের যে অকৃত্রিম স্নেহ ও অজস্র প্রীতি তাহার প্রতি বর্ষিত হইতেছে, প্রতি নিশ্বাসে তিনি তাহার প্রতি যেরূপ অতুল করুণামৃত বর্ষণ করিতেছেন, একবার যদি তাহাকে বিলক্ষণ-রূপে বুঝাইয়া দেওয়া যায়, একবার যদি তাঁহার অতুলন করুণা অনুপম দয়া তাহার হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া

দিতে পারা যায়, তাহা হইলে তখনই তাহার পাপ-প্রবৃত্তি সকল কুণ্ঠিত হইয়া পড়ে। পাপীব্যক্তি আপনার দোষ, আপনার অন্ধতা আপনার প্রকৃত অবস্থা একবার স্পষ্ট বুঝিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ তাহার হৃদয়ে প্রখর অনুতাপ-অনল প্রজ্জ্বলিত হইয়া তাহার কঠিন লৌহময় হৃদয়কে বিগলিত করিয়া দেয়। সে আপনা হইতে তখনই অনুতাপ-বিষে জর্জ্জরিত হইয়া অনন্যগতি পতিত-পাবন পরমেশ্বরের শরণাগত হইয়া পড়ে। তাঁহার চক্ষুর প্রতি একবার তাহার চক্ষু পড়িলে সে অমনি সঙ্কুচিত হইয়া ঈশ্বরের সন্নিধানে ক্ষমা প্রার্থনায় প্রবৃত্ত হয়। প্রীতির এমনই বিচিত্র শক্তি, যে কাহারও সহিত একবার আন্তরিক প্রণয়-বদ্ধ হইলে তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্য সাধন করিতে স্বভাবতই অনুরাগ জন্মে। তাঁহার অনভিপ্রেত কার্য্যের প্রতি আপনা হইতেই অনাস্থা ও

বিরাগ উপস্থিত হয়। সেই জন্যই ঈশ্বর-সর্ব্বস্ব পুণ্যাত্মাগণ ঈশ্বরের অভিপ্রেত ধর্ম্ম-সাধন করিতে এত তৎপর এবং পাপের প্রতি এই জন্যই তাঁহারদিগের স্বভাবত এত ঘৃণা।

প্র। পাপ করিলে কি পরমেশ্বর মনুষ্যকে অনন্ত-নরক যন্ত্রণায় নিক্ষেপ করিবেন না?

উ। পাপের শাস্তি পরম ন্যায়বান্ রাজা অবশ্যই বিধান করিবেন। সেই বিশ্বতশ্চক্ষু পরমেশ্বরের সন্নিধানে অণুপ্রমাণ পাপ করিয়াও কেহ নিষ্কৃতি পাইতে পারেনা। যে ব্যক্তি যে পরিমাণে পাপানুষ্ঠান করে, তাহাকে তাহার অনুরূপ দণ্ড ভোগ করিতেই হয়। কিন্তু তিনি অণুপ্রমাণ দোষের জন্য কখনই পর্ব্বত সমান দণ্ড বিধান করেন না। তিনি পরিমিত পাপের জন্য পাপীকে কখনই অপরিমিত অতলস্পর্শ অনন্ত নরকাগ্নিতে নিক্ষেপ করত অনন্তকাল বিদগ্ধ করেন না।

প্র। পাপ কি কখন পরিমিত হইতে পারে?

উ। মনুষ্য পরিমিত জীব, মনুষ্যের বল বুদ্ধি জ্ঞান শক্তি সমুদায়ই পরিমিত। পরিমিত কারণ হইতে যে সমস্ত কার্য্য সমদ্ভূত হইয়া থাকে, সুতরাং তৎসমুদায়ই পরিমিত ও সীমাবদ্ধ। মনুষ্য যেমন একমুহূর্ত্তের পুণ্যানুষ্ঠান জন্য একদিনেই অনন্ত উন্নতি লাভ করিতে পারে না, তেমনি তাহার যৎস্বল্প পাপের দণ্ড কোন রূপেই এককালে অনন্ত-নরকও সম্ভবপর নহে। মনুষ্য ইহকালে যেরূপ দুষ্কৃতি ও সুকৃতি করে, পরলোকে সে তদনুরূপ দণ্ড পুরস্কার প্রাপ্ত হয়।

প্র। পরমেশ্বর পরলোকে পাপী ব্যক্তিকে কিরূপ অবস্থায় নিপাতিত করিয়া তাহাকে পাপ হইতে বিমুক্ত করিবেন?

উ। পুত্র-বৎসল পিতা যেমন স্বীয় স্বেচ্ছাচারী ও রুগ্ন সন্তানকে চিকিৎসালয়ে লইয়া গিয়া বিহিত ঔষধ-পথ্য প্রদান দ্বারা তাহার রোগ শান্তির চেষ্টা করেন, অথবা

তাঁহার অমনোযোগী অজ্ঞ উদ্ধত পুত্রকে উৎকৃষ্টতর বিদ্যালয়ে লইয়া গিয়া যেমন নানা উপায়ে তাহাকে শোধিত ও শিক্ষিত করেন, সেইরূপ পাপ-দূষিত অনন্যগতি আত্মাকে অগতিরগতি পতিত-পাবন পরমেশ্বর পরলোকে এরূপ অবস্থার মধ্য দিয়া লইয়া যাইবেন, যাহাতে সে সমুচিত দণ্ড ভোগ করিয়া জাগ্রত হইবে, অনুতাপ-অনলে দগ্ধীভূত হইয়া চৈতন্য লাভ করিবে, এবং আপনার মলিনতা বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্ত হইয়া শিক্ষার জন্য উন্নতির জন্য ঈশ্বরেরই সন্নিধানে ধর্ম্ম-বল যাচ্ঞা করিবে—আপন ইচ্ছাতে সদ্ভাবে অবনত হইয়া ব্যাকুল অন্তরে গতিমুক্তির জন্য তাঁহারই পদানত হইয়া পড়িবে।

প্র। অনন্ত-নরকের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে গেলে কি ঈশ্বরের স্বরূপ এবং আত্মার প্রকৃতিগত কোন লক্ষণের বিপর্য্যয় হইয়া থাকে?

উ। ঈশ্বরের স্বরূপ এবং আত্মার প্রকৃতি আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে স্পষ্টই প্রতীত হয়, যে পূর্ণ-মঙ্গল পরমেশ্বর মনুষ্যের আত্মাকে নিরবচ্ছিন্ন উন্নতির জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। মনুষ্যের এখানকার অবস্থা কেবল শিক্ষারই অবস্থা। আত্মার জ্ঞান প্রীতি পবিত্রতা সকলই উন্নতিশীল। এমন উন্নতিশীল আত্মাকে স্বীয় অনুষ্ঠিত পাপ-জনিত দণ্ড ভোগের নিমিত্ত একবার এই পৃথিবীর ব্যবধান উল্লঙ্ঘন করিলেই যে একটী অগ্নিময় দৈত্যময় কীট-পূর্ণ সুগভীর নরক-কুণ্ডে পতিত হইয়া অনন্তকাল দগ্ধ হইতে' হইবে, কিছুতেই যে আর সে নরক যন্ত্রণা হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবে না, ইহা স্বীকার করিতে গেলে ঈশ্বরকে অপূর্ণ-প্রেম অপূর্ণ-জ্ঞান অপূর্ণ-শক্তি অপূর্ণ-মঙ্গল অপরিণামদর্শী নিষ্ঠুর দানব দৈত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয়। জ্ঞান-চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া

এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান আত্মার অনন্ত-উন্নতিশীল প্রকৃতিতে ইচ্ছা পূর্ব্বক অবিশ্বাস করিতে না পারিলে আর ঈদৃশ কল্পিত অনন্ত-নরকের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না।

প্র। মরণান্তর পাপীর অনুষ্ঠিত পাপের দণ্ড ভোগের জন্য যদি অনন্ত-নরক বিদ্যমান না থাকে, তবে আর পাপের শাস্তি কোথায় হইবে?

উ। পূর্ণ মঙ্গল পরমন্যায়বান্ পরমেশ্বরের আদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া কাহারও আর একমুহূর্ত্ত নিস্তার পাইবার সম্ভাবনা নাই। পাপানুষ্ঠান ও ধর্ম্ম-সাধন [illegible] ঈশ্বরের রাজ্যে কাহাকেও আর তাহ[illegible] দণ্ড পুরস্কার লাভের জন্য অ[illegible] [illegible]জ্যর ন্যায় দেশ-কালের প্রতীক্ষা করি[illegible] [illegible]ত হয় না। লোকান্তরে কেন? পা[illegible]ষ্ঠান করিলে মাত্র তৎক্ষণাৎ পাপীব্যক্তি এখান হইতেই নরক যন্ত্রণা সম্ভোগ করিতে প্রবৃত্ত

হয়। সর্প দংশন করিলেই যেমন তজ্জনিত দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণার আরম্ভ হয়, তেমনি আ-ত্মাতে পাপ-গরল সংস্পৃষ্ট হইবা মাত্রেই অমনি দুর্নিবার্য্য আত্ম-গ্লানিতে হৃদয়মন দগ্ধ হইতে থাকে। পাপের কোন ঔষধ সেবন করিয়া কিম্বা দেব ও মনুষ্যের শরণাগত হই-য়াও কেহই আর ইহলোক বা পরলোকে সেই ঈশ্বর-প্রেরিত অব্যর্থ শাস্তি হইতে এক পলের জন্যও নিষ্কৃতি পাইতে পারে না। সেই জলন্ত অনল সদৃশ আত্ম-গ্লানি ক্রমাগ-তই পাপীর হৃদয়কে ক্ষত বিক্ষত করিতে থাকে। যতক্ষণ না তাহার চেতন হয়, পাপের প্রতি যথার্থ ঘৃণার উদ্রেক হয়, যত-ক্ষণ না সে শোধিত ও সংস্কৃত হয়, তত-ক্ষণ আর কিছুতেই সে যন্ত্রণার উপশম হয় না।

প্র। যদি ইহলোকে বা লোকান্তরে পা-পীর দণ্ড ভোগের জন্য অগ্নিময় দৈত্যময়

কীট-পূর্ণ সুগভীর নরক-কুণ্ড বর্ত্তমান না থাকে, তবে আর পাপাত্মা পাপের দণ্ড কোথায় সম্ভোগ করিবে?

উ। আত্মা অশরীরী চিন্ময় জ্ঞান পদার্থ সুতরাং যখন সে অচ্ছেদ্য, অদাহ্য অক্লেদ্য অশোষ্য তখন পার্থিব অগ্নি কীটাদি দ্বারা সে কেমন করিয়া দগ্ধ ও নিষ্কুষিত হইয়া পাপের দণ্ড ভোগ করিবে। অতএব বিজ্ঞা-নময় আত্মার নরক যন্ত্রণা বা স্বর্গ ভোগের জন্য ঈদৃশ, ভৌতিক নরক বা বিবিধ বিষয় সুখ-পূর্ণ সুরম্য-স্বর্গ বর্ত্তমান থাকা কোন রূপেই সম্ভবপর নহে।

প্র। তবে প্রকৃত নরক ও নরক যন্ত্রণা কি প্রকার?

উ। শ্রেয়ের বিপরীত পথ—ধর্ম্মের অ-ন্যতর সোপান, ঈশ্বরের অনভিপ্রেত প্রেয়ের পথই প্রকৃত নরকের পথ, দুঃসহ দুঃখ তাপ আত্ম-গ্লানিই প্রকৃত নরক যন্ত্রণা।

প্র। কেবল আত্ম-গ্লানিই কি পাপের প্রচুর শাস্তি ?

উ। দুঃসহ আত্ম-গ্লানিতে দগ্ধ হওয়া—ঈশ্বরের সহবাস জনিত ভূমানন্দ সম্ভোগে বঞ্চিত হওয়া অপেক্ষা পাপীর পক্ষে আর দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা কি হইতে পারে। সামান্য মর্ত্ত্য-জীব হইয়া—অনন্ত উন্নতি লাভের অধিকারী হইয়া পৃথিবীতে পশুর ন্যায় —অন্ধশক্তির ন্যায় জীবন যাপন করা অপেক্ষা মনুষ্যের অধিকতর দুর্গতি আর কি হইতে পারে। যে জ্ঞানধর্ম্ম সমন্বিত জীব ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ক্রমে দেবত্ব লাভ করিবে, যাহার হৃদয়ে আত্ম-প্রসাদের সুমন্দ মলয় সমীরণ প্রতিনিয়ত প্রবাহিত হইবে, যে কীটাণুকীট হইয়া ভূমা মহান্ ঈশ্বরের সংসর্গে বাস করিবে, যে শ্রেয়ের পথ অবলম্বন করিয়া ক্রমে দেব-লোক হইতে দেব-লোক, স্বর্গ হইতে উন্নততম স্বর্গধামে আরোহণ করিয়া

উজ্জ্বলরূপে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিবে, সে যে পরিমাণে পাপানুষ্ঠান করিবে সেই পরিমাণেই যদি অধোগতি লাভ করে, দুঃখ-গ্লানিতে সন্তপ্ত হইয়া উন্নতি লাভে বঞ্চিত হয়, পশুবৎ প্রবৃত্তি পরবশ হইয়াই জীবন যাপন করে, তাহা হইলে তাহার অধিকতর শাস্তি—গুরুতর দণ্ড ভোগের আর কি অবশিষ্ট রহিল।

প্র। ঈদৃশ নরক কোথায় বর্ত্তমান রহিয়াছে?

উ। ইহার প্রথম সোপান এই পৃথিবীতেই সংলগ্ন রহিয়াছে। ইহার যন্ত্রণার দ্বার এখানেই প্রমুক্ত রহিয়াছে। পরম ন্যায়বান্ জাগ্রত জীবন্ত ঈশ্বরের মঙ্গলরাজ্যে পাপ করিয়া কাহাকেও আর অগ্নিময় দৈত্যময় কীটপূর্ণ কল্পিত নরকের অপেক্ষায় থাকিতে হয় না। পাপের কোন ঔষধ সেবন করিয়া অথবা কোন দেব মনুষ্যের শরণাগত

পদানত হইয়াও কোন ব্যক্তি পাপ জনিত দুঃখ-গ্লানি হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে না। শারীরিক নিয়ম পালন করিলে তাহার অব্যর্থ ফল যেমন তখনই প্রাপ্ত হওয়া যায়, ধর্ম্ম নিয়ম পরিপালন করিলে তাহার সুনিশ্চিত পুরস্কার যেমন তদ্দণ্ডেই লাভ করা যায়, তেমনি তাঁহার আদেশ অবহেলা করিয়া পাপ পথে পদার্পণ করিলে তখনই তাহার অমোঘ শাস্তি আত্ম-গ্লানি উপস্থিত হইয়া হৃদয়মনকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করে। পাপী যদি তদ্দ্বারা সাবধান ও সতর্ক হইয়া পাপাচরণ হইতে নিবৃত্ত না হয়, তাহা হইলে সে আবার যে পরিমাণে পাপ মলিনতা সঞ্চয় করে, সে সেই পরিমাণেই "দুর্ভিক্ষাৎ যান্তি দুর্ভিক্ষং ক্লেশাৎ ক্লেশং ভয়াৎ ভয়ং" দুর্ভিক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষে, ক্লেশ হইতে ক্লেশে, ভয় হইতে নিদারুণ ভয়েতে পতিত হয়। যতক্ষণ না তাহার চেতন হয়, শিক্ষা হয়, শো-

ধন হয়, ইহলোকে কি লোকান্তরে সে ভত-কাল এই দুঃসহ নরক যাতনা সহ্য করিতে থাকে। কিন্তু পাপীকে অনন্তকাল কখনই নরক যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতে হইবে না। সে শি-ক্ষিত শোধিত হইলে, চৈতন্য লাভ করিলে —ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইলেই তাহার দুঃখেরও অবসান হইবে। দুঃখ গ্লা-নিতে দগ্ধ হওত জাগ্রত হইয়া ঈশ্বরের শর-ণাগত পদানত হইলে—শ্রেয়ের পথ অবলম্বন করিলেই তাহার নরকাগ্নিও নির্ব্বাণ হইবে।

প্র। ভূমণ্ডলে রাজা প্রজাকে পুত্র নি-র্ব্বিশেষে পালন করিতেছেন, তাহার শারী-রিক বৈষয়িক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বিবিধ উপায় বিধান করিতেছেন, তিনি তাহার মঙ্গলের জন্য হৃদয়-মন সর্ব্বস্ব নি-য়োগ করিতেছেন, এমত স্থলে প্রজা রাজ-আজ্ঞা অবহেলা করিয়া রাজবিদ্রোহী হইয়া তাঁহার রাজ্যের শান্তি ভঙ্গ করিলে যখন

রাজা তাহার প্রাণ দণ্ড করেন অথবা যাব-জ্জীবনের জন্য কারাবদ্ধ করিয়া রাখেন, কিন্তু যিনি ত্রিভুবনের অধীশ্বর সকলের পিতা মাতা গুরু, সমুদায় বিশ্ব যাঁহার প্র-তাপে পরিপূর্ণ, যিনি সকলের পূজ্য—সমুদায় জগতের আরাধ্য, মনুষ্য কীটাণুকীট হইয়া —তাঁহার দ্বারের চিরভিখারী হইয়া তাঁহার আজ্ঞা অবহেলা করিলে—তাঁহার রাজ্যের শান্তি ভঙ্গ করিলে কি তিনি তাহাকে অনন্ত নরকে—অনন্ত দুঃখে নিক্ষেপ করিবেন না ?

উ। নৃপতিগণ হীনবল ক্ষীণমতি বলি-য়াই রাজবিদ্রোহীকে রাজবিপ্লব বা শান্তি ভঙ্গ আশঙ্কায় অগত্যা ঈদৃশ নিয়মে দণ্ড বিধান করেন। কিন্তু পূর্ণ-মঙ্গল পূর্ণ-জ্ঞান পূর্ণ-শক্তি পরমেশ্বরের শাসন প্রণালী সে প্রকার নহে। সুখ হয়, শান্তি হয়, উন্নতি হয়, এই তাঁহার সকল নিয়মের একমাত্র উ-দ্দেশ্য। রাজা যেমন আত্ম-সম্মান বা আত্ম-

রক্ষার নিমিত্তে তাঁহার অনিষ্টকারী প্রজাকে কেবল শাসনের জন্যই দণ্ড বিধান করিয়া থাকেন, ঈশ্বর তদ্রূপ দণ্ডের জন্য দণ্ড বিধান করেন না, আত্ম-সম্ভ্রম রক্ষার জন্য ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহার কোন চিরাশ্রিত জীবকে তাহার দুর্ব্বলতা ও অজ্ঞতা নিবন্ধন কোন একটী দোষের নিমিত্ত একেবারে দৈত্যময় কীট-পূর্ণ অনন্ত নরকাগ্নিতে নিক্ষেপ করেন না। তিনি পুত্রবৎসল পিতার ন্যায়, কুশলাকাঙ্ক্ষী মিত্রের ন্যায় তাহার সহস্র উপদ্রব ও অত্যাচার সহ্য করিয়া কেবল শিক্ষার জন্য—শোধনের জন্য দণ্ড বিধান করেন, তিনি পরিণামদর্শী হিতচিকীর্ষু চিকিৎসকের ন্যায় অতি নিপুণরূপে কেবল মনুষ্যের পাপ বিকারের প্রতীকারেরই চেষ্টা করেন। রাজা বিদ্রোহী-প্রজাকে যাবজ্জীবনের জন্য নির্ব্বাসিত করিয়া বা এককালে নিহত করিয়াই যেমন পরিতৃপ্ত হন, পরমে

শ্বরের শাসন প্রণালী সে প্রকার নহে। কিসে পাপীর চেতন হয়, কিসে সে আপনার অ-জ্ঞতা অন্ধতা বুঝিতে পারিয়া চৈতন্য লাভ করে, কিসে সে পুনর্ব্বার রাজভক্ত প্রজা হ-ইয়া তাঁহার শরণাগত—তাঁহার পদানত হইয়া সহস্র ব্যক্তিকে শিক্ষা দেয় এই তাঁহার লক্ষ্য। করুণাময় ঈশ্বরের সকল নিয়মেরই এই একমাত্র শুভকর কল্যাণকর উদ্দেশ্য।

প্র। পরমেশ্বর কিসের জন্য মনুষ্যকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন?

উ। শিক্ষার জন্য—উন্নতির জন্য। মনু-ষ্যকে তিনি পরীক্ষার জন্য, নির্যাতনের জন্য এক দিকে স্বর্গ, এক দিকে অনন্ত নরক রাখিয়া মধ্যস্থলে তাহার নিবাস-ভূমি পৃ-থিবীকে স্থাপন করেন নাই। তিনি মনু-ষ্যকে শুদ্ধ সত্ত্ব পবিত্র করিয়া, জ্ঞান প্রী-তিতে পূর্ণ করিয়া সৃষ্টি করত তাহার ধর্ম্মবল পরীক্ষার জন্য জানিয়া শুনিয়া পাপ-প্রলো-

ভনের মধ্যে তাহাকে নিক্ষেপ করেন নাই। তিনি তাহার হৃদয়-নিহিত ধর্ম্ম-বীজ সকলকে অঙ্কুরিত করিতে—জ্ঞান প্রীতিকে প্রস্ফুটিত করিতে—তাহার পবিত্রতাকে আরো উজ্জ্বল করিতে শিক্ষা ভূমি এই জগতীতলে প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি লোভ প্রদর্শন করত মনুষ্যকে ধর্ম্মের প্রতি—আপনার প্রতি আকর্ষণ করিতেছেন না; এবং নরক ভয়ে ভীত করিয়া তাঁহার রাজ্যের স্বাধীন প্রজা মনুষ্যের স্বাধীনতা বিনষ্ট করিয়া তাহাকে ধর্ম্মোপার্জ্জনে বাধ্য করিতেছেন না। বস্তুতঃ ধর্ম্ম বাধ্যতার অধীন নহে, প্রীতি প্রপীড়নেরও পরবশ নহে। পরমেশ্বর মনুষ্যকে স্বাধীন করিয়া দিয়া ধর্ম্মসঞ্চয় করা পাপ উপার্জ্জন করা তিনি তাহার ইচ্ছাধীন করিয়া দিয়াছেন যে সে পুণ্যের মহত্ত্ব ও মধুরতা, পাপের মলিনত্ব ও তীব্রতা বুঝিতে পারিয়া আপন স্বাধীন ই-

চ্ছাতে সৎপথ অবলম্বন করে। পাপ তাপে দগ্ধ হইয়া গতি-মুক্তির জন্য আপনা হইতেই পতিত-পাবনের শরণাপন্ন হয়। আপনার সরল সাধু ইচ্ছাবলেই ধর্ম্মের মাধুর্য্য অনুভব করিয়া ধর্ম্মাবহ পরমেশ্বরের শান্তি-প্রদ সুশীতল ক্রোড়ে আসিয়া চির-শান্তি লাভ করে। এই জন্যই করুণাময় পরমেশ্বর পা- পের দণ্ড এবং পুণ্যের পুরস্কার বিধান দ্বারা মনুষ্যকে নরকের দুঃখময় পথ হইতে স্বর্গের কল্যাণময় বর্ম্মে আকর্ষণ করিতেছেন।

প্র। স্বর্গ কাহাকে বলে?

উ। শ্রেয়ের পথই স্বর্গের পথ, স্বর্গের সোপানও এই ভূলোকে সংলগ্ন হইয়া রহি- য়াছে কিন্তু তাহার শ্রেষ্ঠতর উন্নততম সো- পান সকল দেব-লোক হইতে দেব-লোক, উন্নত-লোক হইতে উন্নততম-লোক সকল অতিক্রম করিয়া অনন্ত আকাশ ব্যাপীয়া স্থিতি করিতেছে। পৃথিবীতে মনুষ্য পাপ

তাপ হইতে বিরত হইয়া স্বর্গের প্রথম সো-
পানে পদার্পণ করে, কিন্তু জ্ঞান-ধর্ম্মে প্রীতি
পবিত্রতাতে যত উন্নত হয়, ততই তিনি
তাঁহার শ্রেষ্ঠতর উচ্চতম সোপানে আরো-
হণ করিতে করিতে ঈশ্বরের উজ্জ্বল মঙ্গল
মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া কল্যাণতর আনন্দ
উপভোগ করেন। আমরা এই মর্ত্ত্যলোকে
থাকিয়াই স্বর্গের সুখভোগে অধিকারী হই-
য়াছি। কিন্তু অনন্ত কালও আমরা সেই
স্বর্গীয় ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করিয়া শেষ করিতে
পারিব না। এখান হইতেই আমরা স্বর্গের
প্রথম সোপানে পদার্পণ করি, কিন্তু অনন্ত
জীবন তাহাতে আরোহণ করিতে থাকি-
লেও তাহা নিঃশেষিত হইবে না। স্বর্গ-
রাজ্য অনন্ত কাল ব্যাপী, অনন্ত লোক প-
র্য্যন্ত প্রসারিত। পশু-ভাব ও আসুরিক ভাব
সকল সংযত করিয়া তপস্যা ও সুকৃতি দ্বারা
লোক লোকান্তরে যত আমরা ঈশ্বরের সন্নি-

কর্ষ লাভ করিতে থাকিব, জ্ঞান ভাব ও ইচ্ছা ততই উন্নত হইতে থাকিবে। ঈশ্বরের উজ্জ্বল সন্নিকর্ষ যত স্পষ্ট অনুভূত হইবে, তাঁহার নূতন নূতন করুণা-বর্ষণে আত্মার পাপ মলিনতা ক্রমে তত "বিধৃত হইয়া যাইবে"। সেই পূর্ণ-মঙ্গল পূর্ণাদর্শ পরমেশ্বরকে ক্রমে নিকটস্থ আত্মস্থ দেখিয়া সাধুবৃত্তি সকল উদার উন্নত ভাব ধারণ করিবে। ক্রমে ক্রমে চারি দিকে নবতর কল্যাণতর সুখের দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে, কিন্তু বিষয় সুখের নয়, ব্রহ্মানন্দের। সেখানে আমরা কেবল "ধ্যানেতে থাকিব না, ব্রহ্মেতে লয় হইয়া যাইব না; কিন্তু ধর্ম্মের পুরস্কার তাঁহার সহচর অনুচর হইয়া—তাঁহার সহবাস জনিত ভূমানন্দ সম্ভোগ করিতে করিতে অনন্ত উন্নতির পথে আরোহণ করিব"। ইহাই স্বর্গ ইহাই মুক্তি।

মুক্তি।

প্র। মনুষ্য কি উদ্দেশে ঈশ্বর-উপাসনায় অনুরক্ত হয়?

উ। মুক্তি লাভের জন্য।

প্র। মনুষ্য এখানে কিসের দ্বারা আবদ্ধ রহিয়াছে যে সে তাহা হইতে মুক্ত হইবে?

উ। মনুষ্যের আত্মা এখানে সংসার-পাশে, মৃত্যু-পাশে—বিবিধ গ্রন্থিতে আবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা হইতে বিমুক্ত হওয়াই তাহার যাবতীয় ধর্ম্ম-কার্য্যের একমাত্র লক্ষ্য।

প্র। হৃদয়-গ্রন্থি ও মৃত্যু-পাশ কাহাকে বলে?

উ। মোহ স্বার্থপরতা, দ্বেষ কুটিলতা ও সংসারাসক্তি প্রভৃতিকে হৃদয়-গ্রন্থি, সংসার-পাশ ও মৃত্যু-পাশ কহে।

প্র। মনুষ্য এখানে কিরূপ স্থলে অবস্থান করিতেছে?

উ। মৃত্যু ও অমৃতের সন্ধি স্থলে।

প্র। জীবাত্মার তো ধ্বংস নাই, তবে সে কেমন করিয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হইবে?

উ। প্রকৃতিস্থ থাকার নামই জীবন। আত্মা যখন তাহার গম্য স্থান—তাহার আশ্রয়-ভূমি পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিয়া শ্রেয়ের পথে বিচরণ করে—আপনার জ্ঞান প্রীতি পবিত্রতাকে উন্নত করিয়া ধর্ম্মের সোপানে—অমৃতের পথে আরোহণ করিতে থাকে তখনই সে জীবিত। যখন সে ঈশ্বরকে ছাড়িয়া ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া প্রেয়ের পথেই ধাবিত হয়, সংসার-সুখেই আসক্ত হয়, অমৃতের আস্বাদন না লইয়া বিষপানেই রত হয়, আপনার স্বাধীনতাকে বিসর্জ্জন দিয়া জ্ঞান প্রীতি পবিত্রতার উৎকর্ষ-সাধনে যত্ন যুক্ত না হইয়া যখন সে মোহ স্বার্থপরতার দাস হইয়া সংসারগতিকে প্রাপ্ত হয়, তখনই সে মৃত। তখন তাহার

সেই শোচনীয় অবস্থা প্রকৃত মৃত্যুর অবস্থা ভিন্ন-আর কোন্ শব্দের বাচ্য হইতে পারে।

প্র। মনুষ্য অমৃতের পথ পরিত্যাগ করিয়া মৃত্যু-পথে ধাবিত হয় কেন?

উ। স্বাধীন জীব বলিয়াই। মনুষ্যের স্বাধীনতা থাকাতে সে ঈশ্বরের সহিত "বিবাদ সন্ধি" সকলই করিতে পারে।

প্র। মনুষ্যের কোন্ অবস্থা ঈশ্বরের সহিত বিবাদের অবস্থা?

উ। যখন সে ঈশ্বরের আদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া—ধর্ম্ম-পথ পরিত্যাগ করিয়া যথেচ্ছ কার্য্য করে, তখনই সে ঈশ্বরের সহিত বিবাদ করে।

প্র। কখন্ তাহার ঈশ্বরের সহিত সম্মিলন হয়?

উ। যখন সে কর্ত্তব্য-জ্ঞান দ্বারা তাঁহার সহিত আপনার চিরন্তন সম্বন্ধ অবগত হইয়া স্বীয় কর্ত্তৃত্ব-বলে আপনার পশু-ভাব সক-

লকে সংযত করত স্বাধীন ইচ্ছার সহিত জ্ঞান প্রীতি ইচ্ছাকে তাঁহার মঙ্গলময়ী ইচ্ছার অধীন করে তখনই তাহার ঈশ্বরের সহিত সম্মিলন হয়।

প্র। যদি একেবারে আমারদিগের প্রকৃতি তাঁহার ইচ্ছার অধীন হইত তাহা হইলে তো তাঁহার সহিত আমারদিগের চির-সম্মিলন থাকিত এবং আমরা চির-সুখী হইতাম?

উ। মানব-প্রকৃতিকে যেরূপ করিয়া সৃষ্টি করিলে মনুষ্য যথার্থই সুখী হইতে পারে—ধর্ম্ম-সাধনে ঈশ্বর-লাভে সমর্থ হয়, সেই পূর্ণ-মঙ্গল অনন্ত-জ্ঞান পরমেশ্বর ঠিক্ সেই রূপ করিয়া তাহাকে সৃজন করিয়াছেন। পশুর ন্যায় মনুষ্য প্রবৃত্তির বশীভূত হইলে সে মহত্তর সুখে সুখী হইতে পারে না, তাহার সৎকার্য্য সমুদায় ধর্ম্ম-কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয় না এবং আপন ইচ্ছাতে

তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইতেও অসমর্থ হয় না বলিয়া তিনি তাহাকে স্বাধীনতা দিয়াছেন। স্বাধীন ইচ্ছার সহিত, কর্ত্তৃত্ব-সহকারে কর্ত্তব্য-বোধে ঈশ্বরের প্রীতির উদ্দেশে আমরা যে তাঁহার সহিত মিলিত হই, সেই যথার্থ মিলন। নতুবা অনুরুদ্ধ ভীত বা বাধ্য হইয়া তাঁহার বশীভূত হওয়া অথবা যন্ত্রের ন্যায় তাঁহার অধীন থাকা সম্মিলন নহে। পরস্পর জ্ঞানভাব ইচ্ছার একতাই সম্মিলনের একমাত্র কারণ। তিনি আমারদিগের প্রতি চির-প্রসন্ন থাকিলে কি হইবে? তিনিই কেবল আমারদিগের গতি মুক্তির জন্য হস্ত প্রসারিত করিয়া রাখিলে কি হইবে? একের ইচ্ছাতে মিলন হয় না; যতক্ষণ না আমরা হৃদয়-গ্রন্থি সকল ছেদ করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হই, যতক্ষণ না সদ্ভাবে সাধুভাবে আপন ইচ্ছাতে তাঁহার সহিত যোগ দিই, যতক্ষণ না আমরাও তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গনে

আবদ্ধ করিতে অগ্রসর হই, ততক্ষণ আর তাঁহার সহিত প্রকৃত সম্মিলন জনিত বিশুদ্ধ সুখে সুখী হইতে পারি না।

প্র। আমাদিগের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সমূহ আরো তেজস্বিনী হইলে কি আমারদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠানের সুবিধা হইত না?

উ। পরমেশ্বর যাহা করিয়াছেন তাহাই আমারদিগের মঙ্গলের জন্য। তিনি আমার-দিগের প্রকৃতি ও বাহ্য-বিষয়ের সহিত তা-হার সম্বন্ধ পর্য্যালোচনা করিয়াই শরীরে যথা উপযুক্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, মনেতে যথা প্রয়োজনীয় বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সকল বিধান করিয়া আমারদিগকে পৃথিবীর বাস যোগ্য করিয়াছেন। আমাদিগের দর্শন শ্রবণ ঘ্রাণ ও আস্বাদন শক্তি যেরূপ এখনকার অপেক্ষা আরো তেজস্বিনী হইলে আমার-দিগের সুখ লাভের ব্যাঘাৎ হইত, সেইরূপ যদি আমারদিগের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সকল উন্নতি-

শীল না হইয়া এককালে আরো বলবতী হইত, তাহা হইলেও পৃথিবীতে সুখী হওয়া উন্নত হওয়া দূরে থাকুক এখানে প্রবৃত্তির অনুরূপ বিষয়, আশার অনুরূপ আনন্দ লাভে অসমর্থ হইয়া মহা ক্লেশে পতিত হইতাম। আমারদিগের হৃদয়ের দেবভাব সকল যারপর নাই উন্নত হইলে পার্থিব-ভাবে পার্থিব-সুখে তো তাহারা কোন রূপেই চরিতার্থ হইত না। প্রথম বর্ণ শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া এককালে উচ্চ শ্রেণীস্থ উন্নততম জ্ঞান-শিক্ষার আশা করার ন্যায় এই অধোলোকে—সেই অনন্ত উন্নতি পথের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়া একেবারে শ্রেষ্ঠতম দেব-লোকের—স্বর্গ লোকের উপযুক্ত দেব-ভাব প্রাপ্ত হইবার আশা করাও নিতান্ত অন্যায়। তাহা হইলে ফল লাভের প্রত্যাশায় কাল যাপন করা মহা ক্লেশকর, অতএব বীজবপন মাত্রেই কেন তাহা হ-

ইতে ফলোৎপন্ন হয় না, আহার সংগ্রহ করা, চর্ব্বণ দ্বারা আবার তাহা উদরস্থ করা কষ্টসাধ্য, অতএব একদিনের ভোজন পানে কেন আমারদিগের ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবৃত্তি হয় না, ভূমিষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হওত বলিষ্ট ও কার্য্য-ক্ষম হওয়া বহু কালসাপেক্ষ, অতএব মনুষ্য পৃথিবীতে পদার্পণ করিয়াই কেন একেবারে দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ট হয় না, ঈদৃশ কল্পনা সকল যেরূপ অমূলকও অসঙ্গত, সেইরূপ মনুষ্য একেবারেই কেন উন্নত হ-ইয়া দেব-দুর্লভ পবিত্র ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগে সমর্থ হয় না, ঈদৃশা চিন্তা করাও সেইরূপ উন্মাদের কার্য্য।

যাহার জীবন আছে, উন্নতি ব্যতীত সে কখনই সুখী হইতে পারে না, সেই জন্যই করুণা-নিধান পরমেশ্বর আমারদিগের ধর্ম্ম-প্রকৃতিকে উন্নতিশীল করিয়া দিয়াছেন। বাল্যের পর যৌবনকালে উপনীত হইলে

যেমন শরীর মন উভয়ই সবল ও সতেজ হয়, শীতের পর বসন্ত ঋতুর উদয় হইলে যেমন স্থাবর জঙ্গম সকল প্রফুল্ল ও পুলকিত হয়, সেইরূপ উন্নতির পর উন্নতিতে আত্মার জ্ঞান ভাব ইচ্ছা, আশা আনন্দ সকলই উদার ও উন্নত ভাব ধারণ করে, ঈশ্বরের উজ্জ্বলতর সন্নিকর্ষ লাভ নিবন্ধন ভূমানন্দ সম্ভোগে সমর্থ হয়। সেই জন্যই ঈশ্বর স্বয়ংই আমারদিগের আদর্শ নেতা ও সহায় হইয়া রহিয়াছেন। এবং সুখের পর উৎকৃষ্টতর সুখ, আনন্দের পর মহত্তর আনন্দ বিধান করিতেছেন?

প্র। মনুষ্যকে পশু প্রবৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রকৃতি দিবার তাৎপর্য্য কি?

উ। করুণা-নিধান পরমেশ্বর মনুষ্যকে পৃথিবীর অন্নজলে, পৃথিবীর সুখ সম্পদে পোষণ করিয়া ক্রমে উচ্চতর মহত্তর লোকে শ্রেষ্ঠতর কল্যাণতর আনন্দ সম্ভোগের অধি-

কারী করিবার নিমিত্তই তাহাকে পশু প্র-
কৃতি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন এবং
তাহাকে কর্ত্তব্য-জ্ঞান ও কর্ত্তৃত্ব-শক্তি বিধান
করিয়া—ধর্ম্ম-ভূষণে বিভূষিত করত আসু-
রিক ভাব—ও পশুভাব সকলকে সংযত
করিবার সামর্থ্য অর্পণ করিয়াছেন। আ-
মারদিগের সাংসারিক ভাব থাকাতে আমরা
সংসারী হইয়া—জন-সমাজে থাকিয়া ধর্ম্ম-
প্রবৃত্তি সমূহের উৎকর্ষ-সাধনে সমর্থ হই-
তেছি। জ্ঞান শিক্ষায়, ধর্ম্মোপার্জ্জনে সুপা-
রগ হইতেছি। পার্থিব বিষয়ে জড়িত থা-
কিয়া আমারদিগের জ্ঞান প্রীতি পবিত্র-
তাকে পোষণ করিতেছি। আমরা সংসারের
প্রিয় বস্তুকে ভক্তি প্রীতি করিয়া তৎসমূহকে
পুষ্ট ও উন্নত করত ভূমা ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা
ভক্তি প্রীতি করিতে শিক্ষা করিতেছি।
আমরা এখানে পিতা মাতার অযাচিত
স্নেহ-করুণায় লালিত পালিত হইয়া ঈশ্ব-

য়ের পিতৃ-ভাব মাতৃ-স্নেহ অনুভব করিতে পারিতেছি। সংসারের পরিমিত ও সঙ্কীর্ণ বস্তু দেখিয়াই সেই অপরিমিত মহান্ অনন্তের পরিচয় প্রাপ্ত হইতেছি। যদিও আমরা পৃথিবীতে আকৃষ্ট হইয়া রহিয়াছি কিন্তু বৃক্ষের ন্যায় ভূমি হইতেই রসাকর্ষণ করিয়া আকাশাভিমুখে উন্নত হইতেছি। বিহঙ্গগণ যেমন ভূতলে অবতরণ করত অন্নপান সংগ্রহ করিয়া আকাশে বিচরণ করে, আমরা সেইরূপ পৃথিবীতে থাকিয়া দেহ মন আত্মাকে পোষণ করিয়া অনন্ত আকাশে অনন্ত উন্নত-লোকে সঞ্চরণ করিবার বল লাভ করিতেছি। পৃথিবীই আমারদিগের জন্মভূমি, পার্থিব ভাবে আমরা পরিবেষ্টিত, কিন্তু পৃথিবীর অতীত সুখ—অতীত বিষয় লাভের জন্য চাতকের ন্যায় আমারদিগের আত্মা প্রতিনিয়ত তৃষিত হইয়া ঊর্দ্ধমুখে অবস্থান করিতেছে। দয়ার সাগর প্রেমের

আকর পরমেশ্বর আমারদিগকে পশু-প্রকৃতি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি প্রদান করিয়া বৈধরূপে পশু-ভোগ্য নীচ ইন্দ্রিয়-সুখ হইতে, দেব দুর্লভ উন্নততম ভুমানন্দ সম্ভোগেও সমর্থ করিয়াছেন। তিনি কৃপা করিয়া এককালে স্বর্গ-মর্ত্তের দ্বিবিধ সুখেই সুখী করিতেছেন। ইহাতে কেবল তাঁহারই করুণা—তাঁহারই অনির্ব্বচনীয় কৌশল প্রকাশ পাইতেছে।

প্র। মনুষ্য কখন্ নিষ্কাম ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারে না ?

উ। যতক্ষণ তাহার হৃদয়-গ্রন্থি ছেদ না হয়, যতক্ষণ না তাহার অন্তর হইতে সংসারাসক্তি স্বার্থপরতা তিরোহিত হয়, ততক্ষণ আর সে ফল-কামনা শূন্য হইয়া নিষ্কাম ধর্ম্মানুষ্ঠানে শক্ত হয় না। স্বার্থপর ব্যক্তি যেমন অগ্রে ক্ষতি লাভের গণনা করিয়া পরে কি পরিবার প্রতিপালন, কি বিষয়-বিত্ত উপার্জ্জন, কি পরোপকার সাধন

প্রভৃতি সকল কার্য্যেই প্রবৃত্ত হয়; তেমনি সেই স্বার্থ-দূষিত-চিত্ত অগ্রে ফলাফল বিবেচনা করিয়া পরে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে চাহে। কি পরিমাণ দান করিলে,—সংসারে কতদূর ত্যাগ স্বীকার করিলে, পরলোকে কি পরিমাণ সুখৈশ্বর্য্য, ধন রত্ন লব্ধ হইবে, এখানে কোন্ কোন্ কার্য্য-সাধন করিলে পরে কিরূপ সদ্গতি হইবে অগ্রে তাহার গণনা করিয়া পরে ধর্ম্ম-পথে পদ বিক্ষেপের চেষ্টা করে। মোহ-পাশে সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ থাকিলে নিষ্কাম ধর্ম্ম-সাধন, সাত্ত্বিক ব্রহ্ম-পূজার ভাব অন্তরে উদয়ই হয় না। সে যে স্বার্থপরতার দাস হওয়াতে মনুষ্য হইয়া—জ্ঞানধর্ম্ম সমন্বিত স্বাধীন-জীব হইয়াও সংসারে অন্ধ-শক্তির ন্যায় কার্য্য করে, সে সেই স্বার্থপরতাকে পরলোক পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়া সেই দেব-স্পৃহনীয় পবিত্র স্বর্গ-ধামকে নির্ম্মলতর কল্যাণতর স্বর্গীয়

সুখকেও কলুষিত করিতে ইচ্ছা করে। সুখই তাহার প্রার্থনীয়, স্বার্থপরতা চরিতার্থ করাই তাহার লক্ষ্য, সে কেবল ধর্ম্মকে ঈশ্বরকে উপলক্ষ করিয়া স্বীয় দূষিত অভিসন্ধি —প্রখর-সুখ-লাভ-স্পৃহা চরিতার্থ করিতেই চেষ্টা করে। তাহার মনে ইহা উদয়ও হয় না, যে "এক রজত মুদ্রাতে লুব্ধ হওয়াও যাহা, একশত মুদ্রাতে ও সেই প্রকার, বরং অধিক ; এক দিবস কারাবাসের ভয়ে পাপ হইতে নিবৃত্ত হওয়াও যাহা, চতুর্দ্দশ বৎসর নির্ব্বাসের ভয়ে বিরত হওয়াও সেই প্রকার ; যে ব্যক্তি প্রত্যাশাপন্ন হইয়া ধর্ম্মসাধন করে সে একেবারেই বহু সম্পত্তি পাইবার মানসে আপাততঃ কিঞ্চিৎ কষ্ট সহ্য করিতে পারে ; কিন্তু যিনি নিষ্কাম ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন "যিনি ধর্ম্মের জন্যই ধর্ম্মসাধন করেন, তিনি আর মূল্যের বিষয় বিবেচনা করেন না, তাঁহার পক্ষে অল্প

মূল্যও যাহা অধিক মূল্যও সেই প্র-কার”।

প্র। মনুষ্য কখন্ পাপ পুণ্যের ফলাফল গণনা পরিত্যাগ করিয়া নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বর-প্রীতির উদ্দেশে কার্য্য করিতে থাকে ?

উ। “যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তা-রমীশং পুরুষং ব্রহ্মোযোনিং। তদা বিদ্বান পুণ্যপাপেবিধূয নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমু-পৈতি”।

“যৎকালে জ্ঞানাপন্ন সাধক স্বপ্রকাশ বি-শ্বের কর্ত্তা ও নিয়ন্তা এবং কারণস্বরূপ পূর্ণ-ব্রহ্মকে দৃষ্টি করেন, তখন তিনি পুণ্য পাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্লিপ্ত হইয়া পরমসাম্য প্রাপ্ত হয়েন”।

যৎকালে জ্ঞানাপন্ন ব্রহ্ম-নিষ্ঠ ব্রহ্মোপা-সক স্বীয় জ্ঞান-নেত্র দ্বারা তাঁহাকে প্রত্য-ক্ষবৎ দর্শন করেন, তখন তিনি তাঁহাকে লাভ করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হয়েন এবং

পুণ্যের ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া আর কর্ম্ম করেন না। তিনি বিষয়ে নির্লিপ্ত হইয়া লোকের হিতের নিমিত্তে এবং তাঁহার প্রীতির নিমিত্তে তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করেন"।

প্র। মনুষ্য পৃথিবীতেই যে ধর্ম্ম-কার্য্যের প্রকৃত পুরস্কার লাভে সমর্থ হইতেছে—মুক্তির সোপানে অগ্রসর হইতেছে, কি নিদর্শন দ্বারা তাহা জানা যায়?

উ। যখন আমারদিগের জ্ঞান ভাব ইচ্ছা, ঈশ্বরের জ্ঞান ভাব ইচ্ছার অনুগত হইয়া চলে, যখন তাঁহার সহিত আমরা অভিন্ন-কামনা—অভিন্নলক্ষ্য হই, তখনই জানিতে পারি যে আমরা মুক্তির প্রকৃত পথ প্রাপ্ত হইয়াছি। যখন দেখি ঈশ্বরের ইচ্ছা যে দিকে, আমাদিগের বল বুদ্ধি শক্তি সকলই আপনা হইতে সেই দিকেই ধাবিত হইতেছে, তখনই বুঝিতে পারি যে ইহলোকে শিক্ষার প্রকৃষ্ট ফল লাভ হইতেছে।

মনুষ্যের যখন ঈদৃশ অবস্থা উপস্থিত হয় তখনই তিনি জীবন্মুক্ত হইয়া "সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের সহিত কামনার সমুদায় বিষয় উপভোগ করেন। "সোশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা"।

প্র। মুক্তি কাহাকে বলে ?

উ। সংসার-বন্ধন ও মৃত্যু-পাশ হইতে উন্মুক্ত হওত উন্নতির দিকে—অমৃতের দিকে অগ্রসর হওয়ার নামই মুক্তি।

এই মুক্তি-সাধন প্রতিজনেরই চেষ্টা যত্ন ও সুকৃতি-সাপেক্ষ। অন্যে ভোজন করিলে যেমন আমরা ভোজন জনিত তৃপ্তি-সুখ লাভ করিতে পারি না, অন্যে ঔষধ-সেবন করিলে যেমন আমরা রোগ-মুক্ত হই না, "তেমনি অন্যে আমারদিগের জন্য মুক্তি আনিয়া দিলে আমরা মুক্ত হইতে পারি না"। নিজের যত্ন ও চেষ্টায় যতক্ষণ না অন্তরে মুক্ত হই, ততক্ষণ আর মুক্তির প্রকৃত

অবস্থায় উত্থিত হইতে পারি না। অন্ধব্যক্তি যেরূপ কোন সুরম্য সুসজ্জিত গৃহে সংস্থাপিত হইলে সে তাহার কোন শোভাই সন্দর্শন করিতে পারে না, জ্ঞানান্ধ দুগ্ধ পোষ্য শিশু যেমন এককালে কোন উৎকৃষ্টতর বিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীতে উদ্ধৃত হইলে সে জ্ঞানানুশীলন জনিত কোন সুখানুভব করিতে পারে না, সুখ-লিপ্সু শয্যাশায়ী চির-রোগী যেমন স্বাধীন রূপে ভোজন পানের আদেশ প্রাপ্ত হইলেও স্বচ্ছন্দতা সম্ভোগ করিতে সমর্থ হয় না। সেইরূপ ঘোর পাপী ব্যক্তিকেও এককালে স্বর্গ-লোকে দেব-লোকে রাখিয়া দিলেও সে সুখী হইতে পারে না। "সে যেস্থানে থাকুক, সকল স্থানই তাহার নরক-তুল্য বোধ হয়। যদি পাপাত্মাকে স্বর্গ-লোকে দেব-মণ্ডলীয় মধ্যে রাখা যায়, তবে তাহার স্বর্গ-ভোগ নহে, তাহাই তাহার কঠোর শাস্তি। যে সকল

পুণ্যাত্মারা ঈশ্বরের আনন্দ অধিক ভোগ করিতেছেন, তাঁহারদিগের মধ্যে উন্নত পবিত্র জীবেরাই থাকিতে পারে” পাপী কি সেখানে এক মুহূর্ত্তও তিষ্ঠিতে পারে? আপনি পবিত্র ও উন্নত না হইলে ঈশ্বরের সংসর্গ লাভে সমর্থ হওয়া যায় না। নিজের যত্নে দেব-প্রসাদে হৃদয় গ্রন্থি সকল ছেদ করিতে না পারিলে আমরা কোন রূপেই মুক্ত হইতে পারি না।

প্র। কেবল পাপ তাপ, দুঃখ গ্লানি হইতে বিমুক্ত হইলে কি মনুষ্য মুক্ত হয় না?

উ। যদি নিষ্পাপ বা নির্দ্দোষ অবস্থাই মুক্তির অবস্থা হয়, তাহা হইলে তো শিশুদিগের নিষ্পাপ অবস্থাকেও মুক্তাবস্থা বলা যাইতে পারে। নিরবচ্ছিন্ন পাপ তাপ দুঃখ গ্লানি হইতে বিমুক্ত হইলে মনুষ্যের মুক্তি-সাধনের দুইটী অঙ্গের একটী অঙ্গ মাত্র সংসাধিত হয়।

প্র। মুক্তি-সাধনের দুইটী অঙ্গ কি কি?

উ। প্রথম সংসারের অধীনতা স্বার্থ-পরতার অধীনতা প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির অধীনতা হইতে ধর্ম্ম-বলে মুক্ত হইয়া আপনার জ্ঞান ভাব ইচ্ছাকে ঈশ্বরের জ্ঞান ভাব ও ইচ্ছার অধীনে সামঞ্জস্যরূপে পরিচালন নিবন্ধন "আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি হওয়া" অর্থাৎ পাপ তাপ দুঃখ গ্লানি হইতে উত্তীর্ণ হওত নির্ম্মল ও নিষ্পাপ হওয়া, দ্বিতীয় আন্তরিক অটল অনুরাগ ও যত্ন সহকারে উন্নতম ধর্ম্ম-পথে উন্নতি-পথে আরোহণ করত দিন দিন ঈশ্বরের উজ্জ্বলতর সাক্ষাৎকার লাভ নিবন্ধন "নিরতিশয় ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগে সমর্থ হওয়া" এই দুইটী মুক্তি সাধনের প্রধান অঙ্গ।

প্র। আমরা আমারদিগের জ্ঞান ভাব ইচ্ছাকে ঈশ্বরের জ্ঞান ভাব ইচ্ছার অধীন করিলেই কি এই পৃথিবীতে এককালে

মুক্তির চরম-ফল লাভ করিতে পারি না ?

উ। ঈশ্বর প্রসাদে যখন আমরা অনন্ত উন্নতি লাভে অধিকারী হইয়াছি, তখন এই সঙ্কীর্ণ পৃথিবীতে—চারি-দিনের উন্নতিতে আমরা মুক্তির চরম ফল কেমন করিয়া লাভ করিব। যে অনন্ত-জ্ঞান পূর্ণ-মঙ্গল ভূমা ঈশ্বরকে আদর্শ ও অনুকরণ করিয়া আমরা উন্নত ও বর্দ্ধিত হইব, তিনি মহান্ অনাদ্যনন্ত। তাঁহার জ্ঞান-প্রীতির সীমা নাই, করুণাঁমঙ্গলেরও পার নাই সুতরাং আমারদিগের শিক্ষা উন্নতিরও শেষ নাই। তিনি আমাদিগের আশা-লতার অনন্ত উন্নত আশ্রয়-তরু, তিনি আমারদিগের প্রেম-ক্ষুধার অশেষ অমৃত-ভাণ্ডার। তাঁহার জন্য আমাদিগের আশা পিপাসা যত বৃদ্ধি হইবে, ততই তিনি সহস্রধারে তাঁহার প্রীতি-সুধা বর্ষণ করিতে থাকিবেন। আমরা তাঁহার দর্শন-লাভের জন্য যত ব্যাকুল হইব, তিনি

ততই আমারদিগের সন্নিধানে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইবেন। যত তাঁহার সহবাস লাভের জন্য আমরা কাতর হইব, তিনি লোক লোকান্তরে ততই আমারদিগকে তাঁহার প্রেমালিঙ্গনে দৃঢ় বদ্ধ করিয়া কৃতার্থ করিতে থাকিবেন। এইরূপে তাঁহার সন্নিকর্ষ লাভ করিয়া তাঁহার প্রেমোজ্জ্বল-মুখের নিত্য নূতন মঙ্গল-জ্যোতি সন্দর্শন করিয়া "স্বর্গাৎ স্বর্গং সুখাৎ সুখং" স্বর্গ হইতে স্বর্গ-ধামে, সুখ হইতে উৎকৃষ্টতর—কল্যাণতর সুখ ভোগ করিতে করিতে অমৃত-সোপানে আরোহণ করিতে থাকিব কিন্তু সেই "অনন্ত স্বরূপকে আমরা কোন কালেই জানিয়া এবং তাঁহার আনন্দ ভোগ করিয়া শেষ করিতে পারিবনা। সেই অনন্ত প্রস্রবণ হইতে আমরা সকল কালেই পূর্ণ হইতে থাকিব। এইরূপ আত্মার অনন্তকালের উন্নতিই মোক্ষ, এইরূপ আত্মার অনন্ত জীবনের উন্নতিই মুক্তি।